পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 295 Saturday, 26 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৯৫ সংখ্যা ❋ ৮ আশ্বিন ১৪৩৩, শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিতর্কের মধ্যেই স্থগিত জ্ঞানেশ কুমারের উত্তরপ্রদেশ সফর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অন্দরে নীতিগত অমিল ও নজিরবিহীন মতবিরোধের জেরে জাতীয় রাজনীতি যখন চরম উত্তপ্ত, ঠিক তখনই নতুন করে জল্পনা উস্কে দিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের জোড়া সফর স্থগিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের মিরাট এবং বারাণসীতে আয়োজিত তরুণ ভোটার ও 'জেনারেশন-জি' সম্প্রদায়ের সঙ্গে মতবিনিময় সংক্রান্ত 'এলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব'-এর দুটি আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আচমকাই সেই সফরসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার মিরাটে তরুণ ভোটারদের সঙ্গে বৈঠক এবং আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বারাণসীতে অনুরূপ জনসংযোগ কর্মসূচিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও প্রশাসনিক নোটিস দিয়ে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়। কমিশনের অভ্যন্তরে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশীর অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি প্রকাশের খবর প্রকাশ্যে আসার পর এই সফর বাতিলকে কেন্দ্র করে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে এই জল্পনা সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেছেন, অনুষ্ঠান স্থগিতের এই সিদ্ধান্তটি গত ২১ সেপ্টেম্বরই গৃহীত হয়েছিল এবং তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বা অভ্যন্তরীণ বিতর্কের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। কমিশনের তরফে সাফাই দিয়ে জানানো হয়েছে যে, একাধিক প্রশাসনিক সংক্রান্ত কারণ, যেমন - সভাস্থলের উপযোগিতা, শীর্ষ পদস্থ আধিকারিকদের কাজের ব্যস্ততা ও অন্যান্য বাস্তবিক সূচির সামঞ্জস্য রাখার জন্যই ইভেন্টের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থায় এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নিয়মিত একটি চলমান প্রক্রিয়া। একই সঙ্গে কমিশনের বহু-সদস্য বিশিষ্ট কাঠামোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে জানানো হয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ টেকনিক্যাল নোট বা প্রশ্ন বিনিময় কমিশনের স্বাভাবিক কাজের অঙ্গ এবং এসআইআর সম্পর্কিত সমস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই আইনগত মান্যতা রেখে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

বন্ধ চা বাগান না খুললে অধিগ্রহণ করবে সরকার, জানালেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগেই উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা বাগান খোলার নির্দেশ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের। আজ, শুক্রবার শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর একথা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। একইসঙ্গে বিস্তা বলেন, বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বন্ধ বাগানের সংখ্যা ৩০টি। আগামী ১০ দিনের মধ্যে

সেগুলি খোলা না হলে তা সরকার অধিগ্রহণ করবে। এদিন শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবনে ওই বৈঠক হয়। শ্রমমন্ত্রী ছাড়াও শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে হাজির ছিলেন। বৈঠক শেষে বের হয়ে বিস্তা বলেন, বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের জমানায় চা বাগান চালানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-কানুনই মানা হত না। এমনকী চা শ্রমিকরা পুজোর বোনাসও পেতেন না। এবার ২০ শতাংশ করে শ্রমিকদের বোনাস প্রদান করছে বাগান কর্তৃপক্ষ। আগামী ৫ অক্টোবরের মধ্যেই বোনাস প্রদান শেষ করতে বলা হয়েছে।

ফড়ে-মাফিয়াদের দিন শেষ

'সরকার সরাসরি ধান কিনবে কৃষকদের থেকে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের চালিকাশক্তি কৃষক সমাজ। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক জনসভা থেকে সেই কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অঙ্গীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন বিদ্যুৎ ও পূর্ত দফতর একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও শুভ সূচনা করে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করেন তিনি। পূর্ব বর্ধমানকে 'গর্বের শস্য ভাণ্ডার' হিসেবে বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই জেলার মানুষ সরকারকে উজার করে সমর্থন দিয়েছেন, তাই উন্নয়ন উজার করে ফেরত দেওয়াটাই বর্তমান সরকারের মূল অগ্রাধিকার। কৃষকদের সুবিধার্থে বিদ্যুতের বিলে বড়সড় ছাড়ের কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেচ কাজের জন্য বছরে প্রতি কৃষক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় পাবেন। রাজ্যের চার লক্ষেরও বেশি কৃষকের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারে ইউনিট প্রতি ২ টাকা করে ভর্তুকি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। কৃষি কল্যাণ প্রকল্পগুলির পরিধি বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'পিএম

চাষিদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

কিষান সম্মাননিধি' প্রকল্পে ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নতুন আবেদনকারীদের যুক্ত করে কেন্দ্রীয় ৬ হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্য সরকার আরও ৩ হাজার টাকা যোগ করবে ফলে কৃষকরা মোট ৯ হাজার টাকা পাবেন। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের পুনর্মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে। সামান্য জমির মালিকরা বছরে ৪ হাজার টাকা এবং তুলনামূলক বেশি জমির মালিকরা ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি, পাঁচ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকার প্রতি কুইন্টাল ২৭০০ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ধান কিনবে। মেমারির মঞ্চ থেকে ফড়ে ও রাইসমিল মাফিয়াদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রুখে সব ধান সরাসরি সরকারই কিনবে এবং ১০০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করলে কৃষকদের অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে। বিগত তৃণমূল জমানার সমালোচনা করে আলুচাষিদের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অতীত সরকারের আমলে সারের কালোবাজারি, আন্তঃরাজ্য সীমানা সিল করা ও হিমঘরের মালিকদের ওপর অত্যাচারের দরুন আলুচাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। এই পরিস্থিতি বদলে আগামী ডিসেম্বর মাসেই আলুচাষিদের জন্য বিশেষ সরকারি ভর্তুকি ও প্যাকেজ নিয়ে আসছে রাজ্য সরকার। এ দিন পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের হাতে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ ভর্তুকি ও 'সূর্যঘর' প্রকল্পের চেক তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ভাতারে ১২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা মূল্যের একগুচ্ছ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৩৩ কোটি টাকার তিনটি পৃথক রাজ্য প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর সোনারপুর ও বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ সাব-

● এরপর ৬ পাতায়...

মিলন প্রধানের রক্ষাকবচের নির্দেশ খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের ঠিক মুখেই ফের আইনি ধাক্কা খেলেন কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ যে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের নির্দেশ দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপাশি ভোটে দাঁড়ানোর অজুহাতে কোনও প্রার্থীকে ফৌজদারি মামলায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া যায় না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে আদালত। সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তড়িঘড়ি ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার সেই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানিতেই উল্টে গেল পাশা। এদিনের শুনানিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করে জানানো হয় যে, ১৯ বছর পুরনো খেজুরির একটি ফৌজদারি মামলায় আইনি প্রক্রিয়া মেনেই মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রার্থীর গ্রেফতারি ও তদন্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে। মামলার নথি খতিয়ে দেখে সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতির নির্দেশের আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি।

● এরপর ৬ পাতায়...

নির্বাচন কমিশন তথ্য দিল

২০২৫-এর এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকায় ২ কোটির বেশি 'জেন জি'!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ভোটার তালিকা সংশোধন ও তরুণ ভোটারদের নাম নথিভূক্তি থমকে যাওয়ার জল্পনা সম্পূর্ণ খারিজ করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা সুনির্দিষ্ট তথ্য পেশ করে জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের পর দেশজুড়ে চালু হওয়া 'এসআইআর' প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়সের মোট ২ কোটি ৭৩ লক্ষ নতুন 'জেন-জি' বা তরুণ ভোটারকে সফলভাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তরুণদের ভোটাধিকার লাভে জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তথ্যের খতিয়ান দিয়ে তা অনায়াসে নস্যা করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। কমিশনের প্রশাসনিক কর্তারা স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন, বার্ষিক ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরেও ভোটার তালিকায় নাম তোলার সার্বিক সুবিধা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকে। ফলে যে কোনও যোগ্য তরুণ বা নাগরিক সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্রের মাধ্যমে তালিকায় নিজের নাম নথিবদ্ধ করতে পারেন। কমিশন সূত্রের খবর, প্রকাশিত ২.৭৩ কোটির এই নতুন পরিসংখ্যানের মধ্যে যেমন রয়েছে ১৮ বছর পূর্ণ করা নতুন ভোটাররা, তেমনই রয়েছে ইতিপূর্বে ভোটাধিকার পেলেও বিশেষ কারণে তালিকায় নাম না ওঠা বা পরবর্তীতে সংশোধিত হওয়া অন্যান্য তরুণ ভোটারদের নাম। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন পুনরায় স্মরণে এনে দিয়েছে যে, নতুন ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট 'ফর্ম ৬' পূরণ করার সুযোগ সারা বছরই

খোলা থাকে। এসআইআর চলাকালীনও প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিত হয়েছে বলে দাবি জানিয়েছে কমিশন। সাধারণত মে মাসের শেষ নাগাদ নির্বাচন কমিশন প্রতি বছরের এসএসআর প্রক্রিয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করে থাকে। এই নির্দিষ্ট বার্ষিক কর্মসূচির মাধ্যমে বছরের চারটি ভিন্ন তারিখে (১ জানুয়ারি, ১ এপ্রিল, ১ জুলাই এবং ১ অক্টোবর) ১৮ বছর পূর্ণ করা তরুণ-তরুণীরা সরাসরি ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন জানাতে পারেন। কিন্তু 'ইকোনমিক টাইমস'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের পর থেকে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য কোনও এসএসআর ঘোষণা করা হয়নি। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দুই নির্বাচন কমিশনার- সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী এসএসআর প্রক্রিয়া পুনরায় দ্রুত চালু করার পক্ষে সওয়াল করলেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাতে সায় দেননি। এমনকি চলমান 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৌ এসএসআর-এর প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা নিয়ে আইনি পরামর্শও চেয়েছেন সিইসি। প্রতিবেদনটি প্রকাশ্যে আসতেই এক্স হ্যান্ডলে সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস। তাদের তোপ, নরেন্দ্র মোদির রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করায় সরকার জেন-জি ভোটারদের ভয় পাচ্ছে। সেই আতঙ্ক থেকেই সিইসি জ্ঞানেশ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে এই ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন মোদি। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ ও গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে উল্লেখ করে কংগ্রেসের অভিযোগ, সেখানে এসএসআর না হওয়ায় হাজার হাজার নতুন ভোটার তালিকায় ঢুকতেই পারছেন না।

রাষ্ট্রপতির আপত্তিতে আটকে গেল শুভেন্দু সরকারের 'গুন্ডা দমন' বিল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকারের আনা বহুচর্চিত 'গুন্ডা দমন' বিলটিতে আপত্তি জানিয়ে তা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠালেন রাষ্ট্রপতি। প্রস্তাবিত এই বিলে উল্লিখিত বিধির সঙ্গে কেন্দ্রীয় মাদক বিরোধী আইন 'এনডিপিএস' সংঘাত তৈরি হওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি এই পদক্ষেপ করেছেন। বিলটি ফেরত পাঠানোর বিষয়ে নবান্নকে পাঠানো কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠিতে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত রাজ্য বিলে যে সব ব্যক্তিদের 'গুন্ডা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে মাদক পাচার বা নেশার কারবারে যুক্ত অপরাধীদেরও যুক্ত করা হয়েছে। অথচ কেন্দ্রীয় নির্দিষ্ট আইন 'পিআইটিএনডিপিএস ১৯৮৮' নামক আইনে ইতিমধ্যেই মাদক কারবারীদের প্রতিরোধমূলক সশ্রম সাজার সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো বলবৎ রয়েছে। ফলে রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবিত বিলে মাদক অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করায় কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সমান্তরাল আইনি পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে, যা ভারতীয় সংবিধানের ২৫৪ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। আইনি দ্বৈততা এড়াতে বিলে ২(ডি)(iii)(বি) অনুচ্ছেদ থেকে মাদক সংক্রান্ত ধারাটি ছেঁটে ফেলে

সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তে কিছুটা ব্যাকফুটে রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের এক আধিকারিকের কথায়, এটি নিশ্চিতভাবেই সরকারের জন্য একটি সাময়িক ধাক্কা, কারণ দ্রুত বিলটি কার্যকর করার পরিকল্পনা ছিল। তবে কেন্দ্রীয় আইনি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে পুনরায় বিধানসভায় পেশ করে বিলটি পাস করানোর আইনি পথ খোলা রয়েছে। তার পর বিলটি আবার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ রোধে গত জুন মাসে 'পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বিল, ২০২৬' বিধানসভায় পেশ করে শুভেন্দুর সরকার। বিরোধীদের ক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন যে, প্রতিরোধমূলক গ্রেফতারির এই আইন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না। প্রস্তাবিত এই বিলে অসামাজিক কার্যকলাপ ও 'গুন্ডা'র সংজ্ঞা নির্ধারণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তিকে জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার বা ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিকের আদেশে নির্দিষ্ট কোনও এলাকা, শহর বা জেলা থেকে সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য বহিস্কার (তড়িপাড়) করার আইনি বিধান রয়েছে। অন্য দিকে,

● এরপর ৬ পাতায়...

বঙ্গ বিজেপির জেলা সংগঠনেও সভাপতি বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ 'এক ব্যক্তি এক পদ' নিয়ম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র রাজ্য কমিটি বদল হল। পাশাপাশি একাধিক জেলায় সংগঠনের সভাপতি পদেও পরিবর্তন করা হয়েছে। শুক্রবার দলের সাত সাংগঠনিক জেলায় নয়া সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কোন কোন জেলা সভাপতি বদল? বারাসাতে বিজেপির জেলা সভাপতি রাজীব পোদ্দারের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন দীপঙ্কর চক্রবর্তী। বনগাঁয় বিকাশ ঘোষের জায়গায় এসেছেন নৃপেন বিশ্বাস। শ্রীরামপুরে সুমন ঘোষের পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শশী সিংকে। আরামবাগে সুশান্ত বেরার জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। মেদিনীপুরে শমিত কুমার মণ্ডলের জায়গায় এসেছেন সৌমেন তিওয়ারি। বর্ধমানে অভিজিৎ তায়ের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন আশিস

পাল। এবং কাটোয়ায় স্মৃতিকণা বসুর জায়গায় আনা হয়েছে মানিক রায়কে। শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন বঙ্গ বিজেপির নতুন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি। সাংগঠনিক নিয়ম অনুযায়ী 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতি মেনে রাজ্য কমিটিতে একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে। যাঁরা রাজ্য সরকারের মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন তাঁদের সাংগঠনিক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের সহ-সভাপতি, রাজ্য সম্পাদক এবং

● এরপর ৬ পাতায়...

'একতরফা' সিদ্ধান্ত বাতিলের আর্জি

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ অন্য দুই কমিশনারকে অন্ধকারে রেখে এক তরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে এবার আইনি জটিলতায় দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক একাধিক নীতিগত পদক্ষেপ ও বিজ্ঞপ্তি খারিজের দাবি জানিয়ে এবং সিইসি-কে সরাসরি বিচারের আওতায় আনার আর্জি জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় আর্জি জানানো হয়েছে, অন্য দুই সহকর্মীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জ্ঞানেশ কুমার এককভাবে যে সব গাইডলাইন জারি করেছেন কিংবা সফটওয়্যারে যে সব পরিবর্তন এনেছেন, সেগুলিকে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ঘোষণা করে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি, নতুন ভোটার নিবন্ধনের সংবিধিবদ্ধ 'ফর্ম-৬' যে বিতর্কিত

সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার শীর্ষ আদালতে বিষয়টি বিশেষভাবে উত্থাপন করেন আইনজীবী শৈলেন্দ্র মানি ত্রিপাঠী। সম্প্রতি জাতীয় সংবাদমাধ্যম 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর একটি চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গত ১০ মাসে বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার- বিবেক জোশী এবং সুখবীর সিং সান্ধুর লিখিত আপত্তিকে তোয়াক্কা না করেই একের পর এক নির্দেশিকা জারি করেছেন সিইসি। সুপ্রিম কোর্টে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা খারিজ করে পুরনো ফর্মটি পুনর্বহাল করার দাবি জানানো হয়েছে এই জনস্বার্থ মামলায়। বিরোধীদের অভিযোগ, রুলস সংশোধন না করেই ওই ফর্মে বেআইনি কিছু প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছিল। এ ছাড়া, বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার অধীনে দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৩ কোটিরও বেশি নাম বাদ পড়ার যে হিসাব

● এরপর ৬ পাতায়...

মোদির সঙ্গে মহিলার বিকৃত ছবি ছড়ানোর অভিযোগ

সিজেপি নেতাদের নোটিস দিল উচ্চ আদালত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে এক মহিলার ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিকৃত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি-র কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল দিল্লি হাই কোর্ট। আদালত সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা এবং রত্না সিংকে নোটিস দিয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগে থাকা ছবি বা সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়ার জন্য মেটাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহিলার অভিযোগ, সিজেপি-র যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ কর্মসূচির সময় তাঁর ব্যক্তিগত ছবি অনুমতি ছাড়াই সংগ্রহ করা হয়। পরে এআই-ভিত্তিক ফেস-সোয়াপিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর মুখ একটি আপত্তিকর ছবিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই ছবি শুধু অনলাইনে ছড়ানো হয়নি, প্রতিবাদস্থলেও ব্যানারে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরে সেই ছবি ও তার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মহিলার আইনজীবী উমেশচন্দ্র শর্মা আদালতে জানান, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এফআইআর

দায়ের হয়েছে। কিন্তু ছবি সরানো এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ। ওই মহিলার দাবি, ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি হুমকির মুখে পড়েছেন এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিষয়টির গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বিচারপতি গিরিশ কাঠপালিয়া বলেন, এটি শুধু একজন মহিলার বিষয় নয়, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বিষয়টি জড়িত। দিল্লি পুলিশকে তাই অভিযোগকারীর নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই মহিলাকে সম্পূর্ণ পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হবে। তাঁর ঠিকানা প্রকাশ্যে না আনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে ঠিকানা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের জানানো হবে। পাশাপাশি, অভিযোগে থাকা আপত্তিকর কনটেন্টের ওয়েব লিঙ্ক আদালতের কাছে জমা দেওয়ার পর মেটাকে তার প্ল্যাটফর্ম থেকে তা সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশকে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় দিল্লি পুলিশের সাইবার থানায় ইতিমধ্যেই মামলা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারী নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর বলে জানিয়েছেন এবং তাঁর দাবি, সম্মতি ছাড়াই তাঁর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও আদালতে প্রমাণিত হয়নি। মামলায় তাঁদের বক্তব্যও এই পর্যায়ে সামনে আসেনি। দিল্লি হাই কোর্ট আগামী ১৪ অক্টোবর মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

গড়িয়ার স্কুলে টানা তিনদিন বন্ধ মিড-ডে মিল, আসছে না ফান্ড!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ জ্বলছে না উনুন। মিলছে না কোনও মিড-ডে মিল। টিফিনের সময় পেটে খিদে নিয়ে শুকনো মুখেই ফিরতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। গড়িয়ার একটি স্কুলে এমনই ছবি দেখা গেল সম্প্রতি। বোড়াল সমিতি বিদ্যাপীঠে টানা তিনদিন ধরে বন্ধ মাস ধরে জেলা থেকে টাকা আসছে না। দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। টিফিন টাইম। মিড-ডে মিলের ঘরের কাছে গিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। কিন্তু, গত দুইদিনের মতো আজও খাবার পেল না তারা। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ পড়ুয়া মিড-ডে

রয়েছে মিড-ডে মিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, তিন মাস ধরে স্কুলে আসছে না ফান্ড। ধার করেই এতদিন ধরে মিড-ডে মিলের রান্না চলছিল। কিন্তু, ধার এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে শেষপর্যন্ত মিড-ডে মিল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, পুরসভায় চিঠি দিয়েও কোনও কাজ হয়নি। অন্যদিকে, পুরসভার দাবি, তিন মিলের উপর নির্ভরশীল। তারা জানাচ্ছে, মিড-ডে মিলে মাংস, ডিম, সোয়াবিন, আলু সিদ্ধ দেওয়া হত। অনেক খাবারই দেওয়া হত। কিন্তু, দুই-তিন ধরে কোনও খাবার পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, মুদির দোকান, ডিমের দোকান প্রচুর টাকা ধার রয়েছে। মুদির দোকানে ধার রয়েছে ২৫ হাজার টাকা। ডিমের দোকানে দেনা প্রায় ৯

● এরপর ৬ পাতায়...

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে তৈরী হতে চলেছে ডিফেন্সর বিরাট উৎপাদন কেন্দ্র

পুরুলিয়া,২৫স্পেটম্বরঃবাংলার মাথায় আবার নতুন মুকুট। খবরে প্রকাশ, পুরুলিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা দপ্তর নতুন কিছু করতে চলেছে - আর এতে কর্ম সংস্থান হবে বিপুল। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে প্রায় ২৫৬ একর জমিতে তৈরি হবে জুপিটার ডিফেন্সের বড় মাপের সমন্বিত প্রতিরক্ষা উপাদন কেন্দ্র। সেখানে তৈরি হবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং সামরিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জাম উৎপাদনের পরিকাঠামো। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গে বড় মাপের প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পের নতুন ভিত্তি তৈরি হবে। একই সঙ্গে তৈরি হতে পারে কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় ছোট-বড় শিল্পের জন্য নতুন সুযোগ। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী ফেজ-২ শিল্প পার্কে এই প্রকল্প গড়ে ওঠার কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দফতরের আয়োজিত ‘ অব ল্যান্ড ফর ইন্ডাস্ট্রি’ অনুষ্ঠানে জুপিটার ডিফেন্সকে এই জমি বরাদ্দ করা হয়। কলকাতার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে জমি বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়। জুপিটার ডিফেন্স হল জুপিটার ওয়াগনস গোষ্ঠীর অংশ। এতদিন রেলওয়ে সংক্রান্ত উৎপাদনের জন্য বেশি পরিচিত এই সংস্থা সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও নিজেদের ব্যবসা বাড়াচ্ছে। পুরুলিয়ার এই প্রকল্প সেই সম্প্রসারণেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কারখানা তৈরি হলে শুধু একটি বড় উৎপাদন কেন্দ্রই নয়, তার সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ সহযোগী শিল্প-পরিকাঠামো গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও রয়েছে। বড় প্রতিরক্ষা উপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা যুক্ত হতে পারে। ফলে স্থানীয় ব্যবসার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হতে পারে। জুপিটার ওয়াগনসের চেয়ারম্যান এমেরিটাস মুরারি লাল লোহিয়া জমি বরাদ্দের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উদ্যোগকেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।জুপিটার ওয়াগনসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিবেক লোহিয়া বলেন, এই জমি বরাদ্দ শিল্পায়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির উদ্যোগকে তুলে ধরে। তাঁর বক্তব্য, এই প্রকল্প ভারতের নিজস্ব প্রতিরক্ষা উপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি স্থানীয় শিল্প, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়াতে পারে আজকে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহালের দাবিতে বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ ওমর আবদুল্লাহর

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শুক্রবার বিধানসভায় জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জম্মু ও কাশ্মীরকে অবিলম্বে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহাল করার আর্জি জানিয়ে এই প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন।প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে পি, এই পরিষদ কর্তৃক ২০০০ সালের ২৬ জুন এবং ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর গৃহীত প্রস্তাবগুলির পাশাপাশি ভারত সরকারের কাছে জম্মু ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। এই প্রস্তাবটি ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, ফারুক আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স পরিচালিত সরকার ২০০০ সালের ২৬ জুন স্বায়ত্তশাসন পুনর্বহালের জন্য একটি প্রস্তাব পাস করেছিল। পরবর্তীকালে, ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর বিধানসভায় বিশেষ মর্যাদা পুনর্বহালের দাবি জানিয়ে আরও একটি প্রস্তাব পাস করে।২০০০ সালের প্রস্তাবটির

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপরাষ্ট্রপতি ও লোকসভার অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা শুক্রবার ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পন্ডিত দীনদযাল উপাধ্যাযকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, পন্ডিত দীনদযাল উপাধ্যায় জি-কে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ, দেশপ্রেমিক এবং 'একাত্ম মানবতাবাদ' ও 'অন্ত্যোদয়'-এর পথিকৃ হিসেবে, উন্নযনের কেন্দ্রে সাধারণ মানুষকে রাখা এবং সারির শেষ ব্যক্তির উত্থানের তাঁর শাশ্বত আদর্শ অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতি, সামাজিক ন্যাযবিচার এবং দেশ গঠনের আমাদের সম্মিলিত যাত্রাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছে।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেন, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ছিল সরলতা, চিন্তাশীলতা, দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা এবং সমাজের শেষ ব্যক্তির কল্যাণে উৎসর্গের এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত। 'অন্ত্যোদয়'-এর মাধ্যমে দীনদয়াল উপাধ্যায় উন্নয়নমূলক কাজে সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও বঞ্চিত মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁর ভাবনার মূল নির্যাস ছিল- উন্নয়ন তখনই সার্থক, যখন তার সুফল সমাজের শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছায.এবং প্রতিটি মানুষ সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ পায়। স্বদেশী, স্বনির্ভরতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের ওপর তাঁর চিন্তাভাবনা আজও সমকালীন ভারতীয় চর্চা ও দেশ গঠনের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনা ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বদা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।অন্যদিকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যাযকে শুক্রবার তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন দেশের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা, সরলতা, সততা এবং নীতির প্রতি অটল নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'অন্ত্যোদয়'-এর মাধ্যমে তিনি সমাজের শেষ সারিতে দাঁড়িযে.থাকা ব্যক্তির কাছে উন্নয়ন, সুযোগ ও সম্মান পৌঁছে দেওয়ার পথ দেখিযেছেন অন্যদিকে 'একাত্ম মানবতাবাদ'-এর মাধ্যমে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুষম ও সমন্বিত উন্নযনের এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা, জীবন ও আদর্শ সর্বদা দেশসেবায় অনুপ্রাণিত করবে এবং আগামী প্রজন্মকে পথ দেখাবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায় রাজনীতিকে ক্ষমতা দখলের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং দেশসেবা ও সমাজের শেষ ব্যক্তির উত্থানের পথ হিসেবে দেখতেন। 'রাষ্ট্রধর্ম' ও 'পাঞ্চজন্য'-র মাধ্যমে তিনি জাতীযতাবাদী চিন্তাভাবনাকে ভাষা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়. ঐক্যের বিষয়গুলিকে পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, দীনদযাল উপাধ্যাযের চিন্তা ও নীতি দেশকে একটি বিকল্প মতাদর্শ উপহার দিয়েছে। দেশের পুনর্গঠনে তাঁর মতাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দরিদ্রদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানবতাবাদের দর্শন ও অন্ত্যোদয়ের চিন্তাভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে দেখিযেছেন। এমন মহান দূরদর্শীকে প্রণাম জানাই।কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, পন্ডিত দীনদযাল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় নীতি আমাদের মূল অনুপ্রেরণা। তিনি দেশকে একাত্ম মানবতাবাদের রূপে এমন এক উৎকৃষ্ট চিন্তাভাবনা দিয়েছেন, যা উন্নত ও স্বনির্ভর ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর। তাঁর আদর্শ জীবন ও পবিত্র চিন্তাভাবনা আমাদের সকলকে দেশের উন্নতি ও জনকল্যাণমূলক কাজে সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।

ইউপি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো-র উদ্বোধন অমিত শাহের

নযড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার ইন্ডিয়া এক্সপো সেন্টার অ্যান্ড মার্টে পাঁচ দিনব্যাপী উত্তর প্রদেশ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শো (ইউপিআইটিএস)-র চতুর্থ সংস্করণের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক, মন্ত্রী নন্দ গোপাল নন্দী, রাকেশ সচান-সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।এই ট্রেড শো-তে প্রথমবার অংশীদার দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করছে অস্ট্রিয়া, জাপান, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, বেলারুশ এবং ভিয়েতনাম। এই দেশগুলির অংশগ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিনিয়োগ এবং নতুন বাজারে রাজ্যের পণ্যগুলির পৌঁছানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রেতাদের বি-টু-বি বৈঠক এবং সেক্টরাল পলিসি সেশনের মাধ্যমে রাজ্যে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি করা হবে।গ্রেটার নয়ডার ইন্ডিযা.এক্সপো সেন্টার অ্যান্ড মার্টে শুক্রবার থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই ইউপিআইটিএস-এ উত্তর প্রদেশের শিল্প, কৃষি, হস্তশিল্প এবং সেবা ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হবে। এতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, অটোমোবাইল, ইভি ও অটোমোবাইল উৎপাদান, অ্যাভিয়েশন, প্রতিরক্ষা, ইলেকট্রনিক্স ও ই-কমার্স, আইটি ও স্মার্ট-সিটি সলিউশন, চলচ্চিত্র ও বিনোদন, মৎস্য চাষ, পশুপালন ও ডেয়ারি, ফুড প্রসেসিং ও এফএমসিজি, উদ্যানপালন, হ্যান্ডলুম, হস্তশিল্প ও টেক্সটাইল, স্বাস্থ্য, ওয়েলনেস, আয়ুশ, ফার্মাসিউটিক্যালস ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, পরিকাঠামো, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ও রিয়েল এস্টেট, চামড়া, পর্যটন ও আতিথেয়তা, খেলাধুলো, খেলনা, নবায়নযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, খনি, লজিস্টিকস ও ওয়্যারহাউসিং, খুচরো ব্যবসা, আর্থিক পরিষেবা, শিক্ষা ও দক্ষতা, প্যাকেজিং ও প্রিন্টিং এবং জল, স্যানিটেশন ও বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনার মতো ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।প্রদর্শনীতে মেধা ও দক্ষতা উন্নয়ন, ক্লাস্টার উন্নযন, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সংগ্রহ ও বিপণন সহায়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ ও নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারি পরিকল্পনা ও নীতিগুলিকেও প্রাধান্য দিয়ে প্রদর্শন করা হবে। ইউপিআইটিএস-এ উত্তর প্রদেশের সাংস্কৃতিক ও রন্ধনশিল্পের পরিচিতিকেও বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। ‘ ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্ট’ উদ্যোগের পাশাপাশি চলতি বছরে ‘ ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান ক্যুইজিন’-কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী রান্নার পদ্ধতি, স্থানীয় খাবারের ঐতিহ্যকে দেশ ও বিদেশের অতিথিদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। নলেজ প্রোগ্রামে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিজিটাল ট্রেড, ফুড প্রসেসিং, এমএসএমই, গ্লোবাল ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র নিয়ে. আলোচনা করা হবে। এর ফলে শিল্প জগতের প্রতিনিধিরা জ্ঞান বিনিময়, আলোচনা ও সহযোগিতার সুযোগ পাবেন।

অগ্নিনির্বাপণে আরও শক্তিশালী দুর্গাপুর, যুক্ত ২ নতুন ফায়ার টেন্ডার

দুর্গাপুর,২৫স্পেটম্বরঃরাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে ২২৬টি নতুন অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারযান। বৃহস্পতিবার কলকাতার রেড রোডে এই যানগুলির উদ্বোধন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার ফায়ার স্টেশনে যুক্ত হয়েছে দুটি নতুন ফায়ার টেন্ডার-একটি বড় ও একটি ছোট। জনবহুল ও সরু রাস্তায় দ্রুত অগ্নিনির্বাপণের কাজে ছোট গাড়িটি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হবে। দুর্গাপুরে ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক ল্যাডার-সহ একাধিক অগ্নিনির্বাপণ যান রয়েছে।নতুন যান যুক্ত হওয়ায় দুর্গাপুরের অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবার সক্ষমতা আরও বাড়ল বলে জানান দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নতুন সরঞ্জাম ও পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন বিধায়ক ও দমকল আধিকারিকরা।

দুর্যোগ নিয়ে দোষারোপের রাজনীতিতে যাবে না নেপালঃজাতিসংঘে শাহ

কাঠমান্ডু, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ বলেছেন যে, নেপাল এই দুর্যোগকে ভূ-রাজনৈতিক দোষারোপের খেলায.পরিণত করবে না। জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই বিবৃতি দেন।প্রধানমন্ত্রী শাহ বলেন, নেপালে এই দুর্যোগে ১,৪০০ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন খবর সূত্র আজকে জানা যায় মনেহয়।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তিনি রাস্তায় নেমে কাজ করছেন - জানিয়ে দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল

কলকাতা,২৫সেপ্টেম্বরঃঅগ্নিমিত্রা পাল ও শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে বসে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন এমন একটা খবর সংবাদ মাধ্যমে ছ।য়েছে। সেই খবরের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা। বৃহস্পতিবার আসানসোলে এসে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সাফ জানান, এটি সম্পূর্ণ অপপ্রচার। এমন কোনও কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেননি বলেও দাবি তাঁর। পাশাপাশি অগ্নিমিত্রার দাবি, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন। আগামী দিনেও তিনি একইভাবে কাজ করবেন বলেও জানান । এদিন আসানসোলে অগ্নিমিত্রা বলেন, বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্বারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে বলেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। সেটা রাতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও বলে দেওয়া হয়েছে । সংবাদমাধ্যমে, সোশাল মিডিযাতেও তা দেওয়া হয়েছে। অপপ্রচারের চেষ্টা চলছে। রাস্তায় নেমে সক্রিয়ভাবে কাজ করা নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক করছি কারণ সেটা করা দরকার। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা কাজ করছি। আজ পুলিশ, প্রশাসন, নগরোন্নয়নের আধিকারিকদের নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। আমি জানি এই ৫০ বছরের বদভ্যাস ঠিক করতে বলছি। তা করতে হবে। নিজের সিদ্ধান্তে অন। থেকেই অগ্নিমিত্রা বলেন, ফুটপাতে গাড়ি রাখা যাবে না। পুলিশ মার্কিং করে দিচ্ছে, কোথায় আপনি পার্কিং করবেন। কিন্তু ফুটপাতে গাড়ি-মোটরসাইকেল রাখবেন না। তার সঙ্গেই বিভিন্ন জায়গায় ডাস্টবিন বসানো হবে। বাথরুম তৈরি করার চেষ্টা করছি। শহর নোংরা করবেন না।

কলকাতার বড়ো ও সাবেকি পুজো দেখানোর জন্য পরিবহন দপ্তর বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা,২৫ স্টেম্বর ঃএকসঙ্গে বা একদিনে কলকাতায় ও পাশাপাশি সাবেকি পুজো ও বড়ো পুজো দেখাটা সত্যি খুব অসুবিধা। বার বার করে বাস বা ট্রেন চেঞ্জ করে সেই কাজ করা খুবই কঠিন। তাই এবার পরিবহন দপ্তর বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে। এবার এক বাসে চেপেই দেখতে পারবেন কলকাতার সব নামী পুজোগুলি। ধরুন, আপনি একদিনে কলকাতার বেশ কয়েকটি বিখ্যাত পুজো মণ্ডপে ঘুরতে চাইছেন। সেক্ষেত্রে, এক মণ্ডপ থেকে অন্য মণ্ডপে যাওয়ার জন্য বারবার বাস-ট্রাম-ট্রেন বা মেট্রো করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এক বাসে চেপেই আপনি দেখে নিতে পারবেন নামী পুজো গুলি। বিশেষ করে বনেদি বাড়ি ও নামী সাবেকি পুজোর জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করছে পরিবহন দফতর। কোন কোন রুটে হবে এই পরিক্রমা? ভাড়াই-বা কত, জেনে নিন।উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বনেদি বাড়ির পুজো ঘোরানোর জন্য সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে এসপ্ল্যানেড বাস টার্মিনাস থেকে সকাল ৮টায় ভলভো এসি বাস ছাড়বে। এই পরিক্রমায় বদন চঃদ্র রায় বাড়ি, বাগবাজার হালদার বাড়ি, বেলুড় মঠ, শোভাবাজার রাজবাড়ি, ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ি, রানী রাসমণির বাড়ি, বেহালা রায় বাড়ি, সোনার দুর্গা বাড়ি এবং সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের পুজো দেখানো হবে। এই পরিষেবার জন্য জনপ্রতি ভাড়া ২,৪০০ টাকা। ৫ থেকে ১০ বছর বয়সি শিশুদের জন্য ভাড়া ১,৮৫০ টাকা। পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য কোনও ভাড়া লাগবে না। শহরতলির বাসিন্দাদের জন্যও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে সকাল ৮টায় বারাসাত কলোনি মোড় থেকে ভলভো এসি বাস কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে। মানিকতলা, কুমারটুলি, শোভাবাজার, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো, জানবাজার, রানী রাসমণি বাড়ি এবং ঠনঠনিয়া-সহ একাধিক বনেদি বাড়ির পুজো ঘোরানো হবে। জনপ্রতি ভাড়া ২,৫০০ টাকা। ৫ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য ভাড়া ১,৯০০ টাকা। পুজো পরিক্রমায় শুধু ঠাকুর দেখাই নয়, দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে খাবারের ব্যবস্থাও। জলখাবার, পুরনো দিনের হারিয়ে যাওয়া বাঙালি খাবার দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ, চা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক দর্শনার্থীর সঙ্গে সচিত্র পরিচয়পত্র রাখা বাধ্যতামূলক। প্রতিটি বাসে থাকবেন একজন করে যাত্রী সহায়ক। পাশাপাশি রাখা হচ্ছে বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থাও।

ভোটের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনারের

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো মিটলেই পুরভোটের দামামা বাজতে পারে বঙ্গে। ২৫ নভেম্বর কলকাতা, হাওড়া, বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিম্পং এবং কার্শিয়াং-এই সাতটি পুরসভার ভোট হতে পারে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।জানা গিয়েছে, এই সাতটি পুরসভায় মোট ৬৩০১টি বুথে ভোটগ্রহণ হবে। প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ভোটের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে শুক্রবার সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্ত।কোথায় কত ইভিএম ও নিরাপত্তা কর্মী লাগবে বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা হবে। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহ থেকেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ইভিএম পৌঁছনোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।মন্ত্রিসভা গঠনের পরেই পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল হাওড়া-সহ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পুরসভাগুলির ভোট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। হাওড়া ছাড়াও যে সব পুরসভায় দীর্ঘ দিন নির্বাচন হয়নি, তার মধ্যে রয়েছে দুর্গাপুর পুরসভা, মুর্শিদাবাদের দিনাজপুরের দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালি, দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং ও মিরিক, কালিম্পং জেলার কালিম্পং, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ও হলদিয়া, নদিয়ার কুপার্স ক্যাম্প, বীরভূমের নলহাটি, হাওড়ার বালি এবং জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি পুরসভা।প্রশাসন সূত্রে দাবি, এই পুরসভাগুলির অধিকাংশেরই শেষ বার নির্বাচন হয়েছিল ২০১৭ সালে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনছে বিরোধীরাঃকংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৫সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সংসদের উভয় কক্ষে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিল বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে বিরোধী শিবিরের অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ শুরু হয়েছে এবং আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সংসদে আনুষ্ঠানিক নোটিস জমা দেওয়া হবে।কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধী দলগুলির দীর্ঘদিনের অসন্তোষের জেরেই এই পদক্ষেপ। সংসদের লোকসভা ও রাজ্যসভা-দুই কক্ষেই এই প্রস্তাব পেশ করার জন্য সমমনস্ক দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তোলা হচ্ছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে সংসদের সচিবালয়ে নোটিস জমা দেওয়ার প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বিরোধীদের এই বেনজির পদক্ষেপে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর তৈরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্লাস্টিক শিল্পে সরকারি সহায়তার দাবি জানাল ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক্স ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় টানাপড়েন এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে চাপের মুখে প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প। এই পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-গুলিকে বাঁচাতে দ্রুত সরকারি নীতিগত সহায়তার দাবি জানাল ইন্ডিয়ান প্লাস্টিক্স ফেডারেশন সংক্ষেপে (আইপিএফ)। বৃহস্পতিবার সংগঠনের ৬৭-তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।সভায় আইপিএফের সভাপতি অমিত কুমার আগরওয়াল বলেন, ‘ আজ প্রায় প্রতিটি শিল্পেরই অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু অপরিশোধিত তেল ও পলিমারের দাম বৃদ্ধির জেরে এমএসএমইগুলি সমস্যায় পড়েছে। ’’তাঁর দাবি, শুল্ক কাঠামোয় যৌক্তিক পরিবর্তন, পলিমারের স্থিতিশীল সরবরাহ এবং ছোট শিল্পগুলির জন্য সহায়ক নীতি জরুরি। তাই না হলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির প্রভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের উপরও পড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি।এর পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহারে জোর দিচ্ছে আইপিএফ। সেইসঙ্গে - ‘ প্লাস্টিককে জানুন’ কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের আরও বক্তব্য, প্লাস্টিক বর্জন নয়, দায়িত্বশীল ব্যবহার ও সঠিক ব্যবস্থাপনাই সমস্যার মোকাবিলার পথ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির শালিমার বাগ বিধানসভা এলাকার হায়দরপুরে বৃহস্পতিবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। হায়দরপুরের আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ সুস্থ দিল্লি, শক্তিশালী দিল্লি’ গড়ে তোলার যে সংকল্প নেওয়া হয়েছে, ‘ সেবা সংকল্প অভিযান’-এর মাধ্যমে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া.হচ্ছে।বৃহস্পতিবার এক্স-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। একই জায়গায় একাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে এই শিবিরে।মুখ্যমন্ত্রী এলাকার বাসিন্দাদের এই শিবিরে এসে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য আবেদন জানান।

কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ গৌতম আদানি

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগের ইতিবাচক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে! ভারত এখন নতুন আশা নিয়ে পূর্ব ভারতের দিকে তাকাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি।বৃহস্পতিবার নিউটাউনে ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর প্রস্তাবিত প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে শুভেন্দুবাবুর উদ্দেশে তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বাংলায় শিল্পের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে। উন্নতির এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে বাংলা। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে আপনিই প্রমাণ করেছেন যে আপনিই প্রকৃত ভূমিপুত্র। আপনার নেতৃত্বেই রাজ্য নতুন করে গড়ে উঠবে।একই মঞ্চে রাজ্যের শিল্প ও সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর দুটি আলাদা মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম চুক্তিটি ঐতিহ্যবাহী মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামগ্রিক সংস্কার সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাঙালির আবেগ ও দুর্গাপুজোর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম, এ বার আদানি গোষ্ঠীও সরাসরি সেই মহোৎসবের অংশ হতে চলেছে।

রাশিফল

মেষঃআপনার উদ্যম ও ইতিবাচকতা নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেবে, যা আপনার সামাজিক পরিসরকে আরও বিস্তৃত করবে। শুভদিন হবে

বৃষঃ আজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কিছুটা অস্বস্তির ইঙ্গিত রয়েছে। সংসারে শান্তি হবে

মিথুনঃ নিজেকে অপ্রয়োজনীয় দোষারোপ আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে। আজ, আপনি অর্থের গুরুত্ব এবং অযথা এটি কীভাবে ব্যয় করা আপনার ভবিষ্যতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা বুঝতে পারবেন। শুভদিন হবে

কর্কটঃকোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহ ঃ যে কোনও ধরনের ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কন্যাঃ আপনি যদি কোনও সম্পর্কে থাকেন, তাহলে এই সময় আপনার অনুভূতিগুলি ভাগ করে নেওয়ার। সঙ্গীর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন এবং নিজের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্ট করুন। এই সময় আপনার সম্পর্কের ভালোবাসা ও বিশ্বাস আরও গভীর করার।

তুলাঃ আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে আপনার অর্থ বিনিয়োগ এবং সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করুন, অন্যথায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিবাহের যোগ

ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি ও উসাহে ভরা থাকবে।

মকরঃআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য প্রত্যাশায় ভরা একটি দিন হবে। শুভদিন হবে।

কুম্ভঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন পান স্বাস্হ্যের মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে। শুভদিন

মীনঃ আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সন্তান হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে দফায় দফায় বৃষ্টি চলবে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি হবে এ দিন। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পূর্বাভাসই দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এ দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, কলকাতায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম - এই জেলাগুলির কয়েক জায়গায়। ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান জেলার দু-এক জায়গায়। ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরের দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শনিবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এছাড়াও, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও দুই মেদিনীপুরে শনিবার বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এদিকে উত্তরবঙ্গেও শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে জলপাইগু।তিে। এ দিন ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে। আর শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়িতে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৪ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৩মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

৫ বছরে আইমাট অপটিক্যাল, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ চোখ আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই চোখের সুস্থতা ও দৃষ্টিশক্তি রক্ষার দায়িত্বও আমাদের প্রত্যেকের। সেই লক্ষ্যেই জয়নগরে নিয়মিতভাবে চোখের চিকিসা পরিষেবা দিয়ে আসছে আইমাট অপটিক্যাল। প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আয়োজন করা হল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি পরীক্ষা শিবিরের।এদিনের শিবিরে জয়নগর মজিলপুরের পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হন। শিবিরে তাঁদের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষ করে ছানি রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনেক সময় চোখের ছোটখাটো সমস্যা অবহেলা করতে করতে তা পরবর্তীতে জটিল আকার ধারণ করে। নিয়মিত চোখ পরীক্ষা করানো এবং প্রাথমিক পর্যায়েই সমস্যা শনাক্ত করা গেলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব।সেই সচেতনতা বা।তেই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন।আইমাট অপটিক্যালের পাঁচ বছরের পথচলায় এই ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠানের পরিষেবাকে আরও কাছের করে তুলেছে। শিবিরে আসা সাধারণ মানুষও বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরামর্শ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শহর ও শহরতলী

‘পাথর সম্রাট’ টুলু মণ্ডলের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য

ফের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত টুলু মণ্ডলকে ঘিরে আইনি জটিলতা আরও বা।ল। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে করা মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। ফলে মামলাটি ফের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বি ঘুগের কাছে ফিরে গিয়েছে। পরবর্তী সময়ে কোন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে, তা প্রধান বিচারপতিই ঠিক করবেন।

টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর থেকেই বিষয়টি আদালতের নজরে আসে। সেই পরোয়ানা চ্যালেঞ্জ করে এবং গ্রেপ্তারি এ।াতে আইনি সুরক্ষার আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এর আগে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। আদালত জানায়, সিউড়ির নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। এরপর ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফের হাই কোর্টে আবেদন করেন টুলু। মামলাটি প্রথমে বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চে যায়। তবে বিচারপতি চন্দ মামলাটি থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তী সময়ে মামলা আসে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। এবার তিনিও শুনানি গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে মামলাটি আবার প্রধান বিচারপতির কাছে ফেরত গিয়েছে।

টুলু মণ্ডলকে ঘিরে তদন্তের সূত্রপাত হয় তাঁর এক আত্মীয় মিনার মণ্ডলের গ্রেপ্তারির পর। গত ২৮ জুলাই বীরভূমের দেউচা এলাকা থেকে মিনারকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা যায়। তাঁর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং সোনা উদ্ধারের দাবি তদন্তকারী সংস্থার। উদ্ধার হওয়া সম্পদের পরিমাণ হিসেবে প্রায় ২৮.৫ কোটি টাকা নগদ এবং ১৫ কেজি সোনার কথা উঠে এসেছে। এই ঘটনার পর থেকেই তদন্তের পরিধিতে টুলু মণ্ডলের নাম আসে। বর্তমানে টুলু মণ্ডল কোথায় রয়েছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও তিনি তদন্তকারীদের সামনে হাজির হননি বলে অভিযোগ। যদিও তাঁর অবস্থান বা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন দাবি সামনে এসেছে, সেগুলির সবকটি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বীরভূমের মহম্মদবাজার ও সংলগ্ন এলাকায় পাথর খাদান এবং পাথর পরিবহণের ব্যবসার সঙ্গে টুলুর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একসময় দিনমজুরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি। পরে পাথর খাদান এলাকায় গাড়িতে পাথর বোঝাইয়ের ইজারা নেওয়ার মাধ্যমে ব্যবসায় প্রবেশ করেন। ধীরে ধীরে কয়েকটি লরি কিনে পাথর পরিবহণের ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর ব্যবসার পরিধি আরও বাড়ে। স্থানীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক মহলে তাঁর প্রভাব তৈরি হয়েছিল বলেও বিভিন্ন সময়ে দাবি উঠেছে। বিশেষ করে ২০১৬ সালের পর তাঁর ব্যবসায়িক উত্থান নিয়ে নানা রাজনৈতিক আলোচনা হয়েছে। তকালীন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলেও রাজনৈতিক মহলে দাবি করা হয়েছে। তবে এই সম্পর্ক এবং ব্যবসায়িক উত্থান নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের সবকটি আদালতে প্রমাণিত হয়েছে-এমন তথ্য নেই। পাথর ব্যবসা ও টোলগেট পরিচালনার সঙ্গে টুলু মণ্ডলের নাম জড়িয়ে বিভিন্ন অভিযোগও অতীতে সামনে এসেছে। অভিযোগ রয়েছে, সময়ের সঙ্গে একাধিক টোলগেট পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর ব্যবসায়িক প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য এবং তদন্তের চূড়ান্ত ফল গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে টুলুর বিরুদ্ধে চলা মামলায় একের পর এক বিচারপতির সরে দাঁড়ানো নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আপাতত মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে ফিরে যাওয়ায় পরবর্তী শুনানি কোন বেঞ্চে হবে, সেদিকেই নজর রয়েছে। একইসঙ্গে টুলু মণ্ডলের অবস্থান এবং তাঁর বিরুদ্ধে চলা তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।

পূজা স্পেশাল ট্রেন চলাচল

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ঃনিম্নলিখিত সময়সূচি অনুযায়ী পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ ০৮৪০৫ ০৮৪০৬ পুরী-সাঁতরাগাছি-পুরী স্পেশাল০৮৪০৫ পুরী-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেনটি ৫ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার ১৭.৪৫-এ পুরী থেকে ছাড়বে এবং পরদিন ০৩.৪৫-এ সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৪০৬ সাঁতরাগাছি-পুরী স্পেশাল ট্রেনটি ৬ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ০৮.৪৫-এ সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে এবং ওই দিনই ১৯.০০-এ পুরী পৌঁছাবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আওতাধীন বালেশ্বর, রূপসা, জলেশ্বর, বেলদা এবং খড়্গপুর স্টেশনে থামবে।স্থ ০৬০৮১ ০৬০৮২ তিরুবনন্তপুরম নর্থ-সাঁতরাগাছি-তিরুবনন্তপুরম নর্থ স্পেশাল০৬০৮১ তিরুবনন্তপুরম নর্থ-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেনটি ২ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার ১৪.১৫-এ তিরুবনন্তপুরম নর্থ থেকে ছাড়বে .
এবং তৃতীয় দিন ১৩.৪৫-এ সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৬০৮২ সাঁতরাগাছি-তিরুব নন্তপুরম নর্থ স্পেশাল ট্রেনটি ৫ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ২ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি সোমবার দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি থেকে ছাড়বে এবং তৃতীয় দিন সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে তিরুবনন্তপুরম নর্থ স্টেশনে পৌঁছাবে।এই স্পেশাল ট্রেনটি এসইআর-এর আওতাধীন বালেশ্বর ও খ।গপুর স্টেশনে থামবে।স্থ ০৬০৮৫ ০৬০৮৬ এর্নাকুলাম-পাটনা-এর্নাকুলাম স্পেশাল০৬০৮৫ এর্নাকুলাম-পাটনা স্পেশাল ট্রেনটি ২ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে এর্নাকুলাম থেকে ছাড়বে এবং চতুর্থ দিন ভোর ৩টা ৩০ মিনিটে পাটনায় পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৬০৮৬ পাটনা-এর্নাকুলাম স্পেশাল ট্রেনটি ৬ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ৩ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার রাত ১২টা ১০ মিনিটে (মধ্যরাত) পাটনা থেকে ছাড়বে এবং তৃতীয় দিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে এর্নাকুলামে পৌঁছাবে।এই স্পেশাল ট্রেনটি এসইআর-এর আওতাধীন বালেশ্বর, খড়্গপুর ও আন্দুল স্টেশনে থামবে।

কুলতলিতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো কুলতলি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আজগার মোল্লা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বাড়ি কুলতলি থানার ৫ নম্বর মেরিগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর,বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে, ৭ নম্বর মেরিগঞ্জ এলাকায় এক ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সন্দেহ জনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। খবর পেয়েই কুলতলি থানার আইসি নির্মল দাসের নির্দেশে বিশেষ পুলিশ দল এলাকায় অভিযান চালায়।নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে সন্দেহভাজন আজগার মোল্লাকে আটক করা হয়।এরপর তল্লাশি চালাতেই পুলিশের হাতে আসে একটি লোডেড রিভলবার এবং দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ। সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।ওই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, কেন তা নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল এবং এর পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অস্ত্রের উৎস ও সম্ভাব্য চক্রের সন্ধানেও তদন্ত শুরু হয়েছে।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
রাসবিহারি এভেন্যু শাখা
১৬১ / ৩ রাসবিহারি এভেন্যু
কলকাতা ৭০০০১৯

কুরিয়ার / রেজিস্টার্ড পোস্ট মারফত — সংযুক্তি ক

প্রতি,
শ্রীমতি রাকা ভট্টাচার্য
৩য় তল (উত্তর-পূর্ব দিক), জি৩ তলা বিশিষ্ট ভবন,
কেএমসি প্রাঙ্গণ নং-১১, নবনগর, থানা- যাদবপুর,
ওয়ার্ড নং-৯৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ০৩২

মহাশয়া,

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ

আপনার অনুরোধক্রমে ব্যাংক আপনাকে সর্বমোট **১১,৪৫,০০০ /-** (এগারো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকার বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। আমাদের প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা এবং এই নোটিশের তারিখ অনুযায়ী সেগুলোর বিপরীতে বকেয়া পাওনার বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ-

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া চাঁদা
গৃহ ঋণ (অ্যাকাউন্ট নং-৪০১৫৭৫১১০০০০১২০)	১১,৪৫,০০০ টাকা	**১৩,৮৬,৩১২.২১ টাকা ২৮.০৯.২০২৩ তারিখ থেকে বার্ষিক ৯.০০ হারে ধার্য না হওয়া সুদ এবং সাধারণ সুদের অতিরিক্ত হিসেবে বার্ষিক ২ হারে দণ্ডসুদ (মাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)।**

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত ঋণ সুবিধাটি নিম্নলিখিত সম্পদ / জামানত দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাংকের অনুকূলে দায়বদ্ধ সম্পত্তি / সম্পদের বিবরণ)ঃ-ক. কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত (জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা) একটি ’জি৩’ তলা বিশিষ্ট ভবনের তৃতীয় তলায় (উত্তর-পূর্ব দিকে) অবস্থিত ৩০০.০০ বর্গফুট আয়তনের একটি আবাসিক ফ্ল্যাট যার অবস্থান ঠিকানা হলো-কেএমসি প্রাঙ্গণ নং ৩১ এল, বড়ে রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০০৩২ এবং ডাক যোগাযোগের ঠিকানা-প্রাঙ্গণ নং ১১ নবনগর, মৌজা- যাদবপুর, পোস্ট অফিস- যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, থানা- যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২। এই সম্পত্তিটি **শ্রীমতি রাকা ভট্টাচার্যের** নামে রয়েছে। সীমানাঃ **উত্তরে**-ই.পি. নং-৭ **দক্ষিণে**-৮ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা **পূর্বে**-৮ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা **পশ্চিমে**-ই.পি. নং-১০।

৩. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার আওতায় ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা আপনার হিসাবটিকে **২৮-০৯-২০২৩ তারিখ** থেকে **’নন-পারফর্মিং অ্যাসেট’ বা অ-আয়কারী সম্পদ** হিসেবে চিহ্নিত করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণে, আমরা এতদ্দ্বারা আপনাকে উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ প্রদান করছি এবং ব্যাংককে **১৩,৮৬,৩১২.২১ টাকা (সাথে ২৮.০৯.২০২৩ তারিখ থেকে বার্ষিক ৯.০০ হারে সুদ এবং সাধারণ সুদের ওপর মাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে অতিরিক্ত ২ দণ্ডসুদ)** এবং আপনার দ্বারা অর্থ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের যাবতীয় খরচ ও দায়ভার পরিশোধ করে আপনার সমুদয় দায় মেটানোর আহ্বান জানাচ্ছি। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, এর ফলে উদ্ভূত খরচ ও পরিণতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি আপনার ওপর বর্তাবে এবং আমরা উপরে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদের বিরুদ্ধে ’সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’ (SARFAESI Act)-এর ধারা ১৩-এর অধীনে ব্যাংকের ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৫. যদিও আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা (প্রযোজ্য সুদ ও ব্যাংকের যাবতীয় খরচসহ) পরিশোধ করে আপনার দায় মেটানোর এবং জামানতকৃত সম্পদটি পুনরুদ্ধার (redeem) করার আহ্বান জানাচ্ছি, তথাপি অনুগ্রহ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করুনঃ SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুযায়ী, জামানতকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারের অধিকার আপনার কেবল সেই তারিখ পর্যন্তই থাকবে, যেদিন পর্যন্ত সম্পদটি ইজারা, স্বত্ব-হস্তান্তর বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের জন্য নিলাম, কোটেশন বা দরপত্র আহ্বান অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তরের নোটিশ প্রকাশিত না হয়।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ প্রথমে আমাদের দ্বারা বা এর সাথে আনুষঙ্গিকভাবে সংঘটিত সকল খরচ ও ব্যয়ের পরিশোধে ব্যবহৃত হবে এরপর এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমূল্য অনুযায়ী সুদসহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে তা ব্যবহৃত হবে। ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (যার মধ্যে ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসেবে আপনার অন্য কোনো বকেয়াও অন্তর্ভুক্ত) আদায়ের পর অবশিষ্ট কোনো অর্থ থাকলে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. জামানতকৃত সম্পদের বিপরীতে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে যদি সম্পূর্ণ পাওনা আদায় না হয়, তবে বকেয়া অর্থ এবং এর সাথে আনুষাঙ্গিক সকল খরচ আদায়ের লক্ষ্যে আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে আইনি বা ঋণ আদায় সংক্রান্ত পদক্ষেপ (যেমন- ’ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল’ বা আদালতে মামলা দায়ের) গ্রহণের অধিকার আমরা সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, উল্লিখিত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, দান, বন্ধক বা অন্য কোনো উপায়ে উল্লিখিত জামানতকৃত সম্পদ হস্তান্তর করা অথবা তাতে কোনো প্রকার দায় বা ভার সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবেন।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।১০. উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের প্রাপ্য অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের বিষয়টি ক্ষুণ্ণ না করেই আপনাকে এই নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য ঃ-পূর্ববর্তী সমস্ত SARFAESI নোটিশ অবিলম্বে বাতিল ও প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্বাক্ষর-
প্রধান ব্যবস্থাপক ও অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ১৬.০৯.২০২৬

এসআইআরে বাদ পড়া ভোটারদের নাম ফেরানোর দাবিতে সিইও দফতর অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকে কেঃদ্র করে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই কলকাতায় সিইও দফতর অভিযান করল বাম মহিলা সংগঠন। এসআইআরের পর ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে শুক্রবার ধর্মতলা থেকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের উদ্দেশে মিছিল করেন বাম মহিলা কর্মী ও সমর্থকেরা। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম কেঃদ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কনীনিকা ঘোষ বোস। বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে পুলিশ মিছিল আটকে দিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত রাস্তাতেই বসে পড়েন মীনাক্ষী-সহ আন্দোলনকারীরা। বাম মহিলা সংগঠনের অভিযোগ, এসআইআরের প্রক্রিয়ায় বহু ভোটারের নাম বাদ পড়েছে এবং তাঁদের মধ্যে অনেকের আবেদন এখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না কিংবা ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন বলে আঃেদালনকারীদের দাবি। ‘ তালিকায় আমার নাম ফিরিয়ে দাও’-এই দাবিকেই সামনে রেখে ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার সিইও দফতর অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ইস্যুর পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়েও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একাংশ প্রশ্ন তুলেছে। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মতপার্থক্যের খবর প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশী গত কয়েক মাসে একাধিক সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের তরফে এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি তিন কমিশনারের সম্মতিতেই নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিও তুলেছে বিরোধী শিবিরের বিভিন্ন দল। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ২৫ সেপ্টেম্বর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। একই সময়ে বাম দলগুলিও এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটারদের নাম ফেরানো এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে আঃেদালন কর্মসূচি নিয়েছে।

শুক্রবারের কর্মসূচি অনুযায়ী দুপুরে ধর্মতলায় জমায়েত হন বাম মহিলা সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা। হাতে ছিল দলীয় পতাকা ও ব্যানার। সেখান থেকে মিছিল করে সিইও দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। কিন্তু বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে পৌঁছতেই পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। ব্যারিকেড দিয়ে আঃেদালনকারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরই মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা শুরু হয় এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের বাধা পেরিয়ে সিইও দফতরের দিকে এগোতে না পেরে রাস্তায় বসে পড়েন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ বাম মহিলা সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীরা।

সহায়ক মূল্যে ৪৮ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ধান সংগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ চলতি মরসুমে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে এখনও পর্যন্ত ৪৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৩৭ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে রাজ্য সরকার। সংগৃহীত ধানের পুরোটাই চাল উৎপাদনের জন্য রাজ্যের নথিভুক্ত চালকলগুলিতে পাঠানো হয়েছে বলে খাদ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই ধান সংগ্রহের ফলে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২৭ লক্ষ ৬ হাজার ৫১৪ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন। সরকারের দাবি, কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা এবং সরাসরি সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে ধান কেনার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সংগ্রহ প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। চলতি মরসুমে কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি কুইন্টাল ধান ২ হাজার ৩৬৯ টাকা সহায়ক মূল্যে কেনা হয়েছে। এর পাশাপাশি যে সমস্ত কৃষক সরাসরি সরকারি বিক্রয়কেন্দ্রে এসে ধান বিক্রি করেছেন, তাঁদের প্রতি কুইন্টালে অতিরিক্ত ২০ টাকা করে উৎসাহমূল্য দেওয়া হয়েছে।

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE
Notice Inviting e-tender No.-
WBMAD/UM/82/e-Tender/2026-27 Dated: 25.09.2026
WBMAD/UM/83/e-Tender/2026-27 Dated: 25.09.2026

((Construction of Protection Wall with Cement Concrete Road at Khaskhamar Sadharan Gorasthan in ward no 01 & Development Support for Jagadishpur no-1 Primary School in ward no 24 of Uluberia Municipality under MPLADS of 26 Uluberia P.C. recomanded by Hon'ble M.P. Sajda Ahmed (18th L.S.) for the year 2025-2026)
& Upgradation, Repair and maintenance of Clariflocculator, required steel structure painting work at 10 MGD WTP, rising near garuhata bridge for water supply, reparing 800 & 500 mm Dia Pipe & filter bed shade at Jagadishpur WTP under Uluberia Municipality)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

পূর্ব যাদবপুরে শোভাযাত্রায় হামলার অভিযোগ, আহত প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর, তীব্র নিন্দা অভিষেকের

সৈকত দাস,কলকাতাঃপূর্ব যাদবপুর থানায় লিখিত স্মারকলিপি জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পূর্ব যাদবপুর এলাকায়। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, গত বৃহস্পতিবার মুকুন্দপুরের মুকুন্দ ভবন থেকে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা নিয়ে পূর্ব যাদবপুর থানার উদ্দেশে এগিয়ে যাওয়ার সময় মাঝপথে তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগের তির বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের দিকে। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, শোভাযাত্রায় উপস্থিত নারী ও পুরুষ কর্মীদের নির্বিচারে আক্রমণ করা হয়। এই হামলা থেকে বাদ যাননি তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক হুমায়ুন কবীরও। দলীয় সূত্রের দাবি, হামলায় গুরুতরভাবে জখম হন তিনি। বর্তমানে তিনি চিকিসাধীন রয়েছেন এবং চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর হুমায়ুন কবীরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে তাঁর বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। পরবর্তী সময়ে সমাজমাধ্যমে একটি বার্তায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর হামলা চালিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বার্তায় আরও বলেন, গেরুয়া শিবিরের এই ধরনের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তাঁর অভিযোগ, এভাবে ত্রাস সৃষ্টি করে বা শারীরিকভাবে আক্রমণ করে তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করা যাবে না। একইসঙ্গে তিনি এই ঘটনাকে ‘হিংস্র রাজনীতি’ বলে উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবারের শোভাযাত্রায় হামলার অভিযোগ, হুমায়ুন কবীরের আহত হওয়া এবং পরবর্তী রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও হামলার সঙ্গে কারা জ।তি, তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে।

কাটিহার ডিভিশনের পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে; **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** সি-৫৬-১-এসসি-পিআরএনএ। **নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ ১৩-১০-২০২৬** তারিখে **১০:০০ টায়; রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন ঃ** ১০৯৬।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-কেআইআর-টিওআই-২১২-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।
এএ/২	পিএনইউ-কেআইআর-পিআরএনএ-টিওআই-২০৮-২৫-৩ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	পূর্ণিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।
এএ/৩	পিএনইউ-কেআইআর-এআরকিউ-টিওআই-২১৯-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউজ - টয়লেট)	আরারিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তি প্রদান।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৩-১০-২০২৬ তারিখে **১০:৫০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সময় বৃদ্ধি : ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের **www.ireps.gov.in** ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ক্রেতা সুরক্ষা কমিশনে মামলার পাহাড়, হয়রানি কমাতে অনলাইন শুনানির পথে রাজ্য

কলকাতা,উত্তর ২৪ পরগনাঃ রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা কমিশনে প্রতিদিনই বাড়ছে মামলার সংখ্যা। নতুন করে জমা পড়া মামলার চাপে কার্যত মামলার পাহাড় তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কোর্টে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি কমাতে এবার অনলাইনে মামলা শুনানির ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। আপাতত চারটি কোর্টে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এই পরিষেবা শুরু করার পরিকল্পনা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আগামী মার্চের মধ্যে রাজ্যের অন্তত ১৫টি ক্রেতা সুরক্ষা কোর্টে অনলাইনে মামলার শুনানি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।প্রতিদিন প্রতি কোর্টে গড়ে প্রায় ৮০ থেকে ৯০টি নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই প্রোমোটার এবং ক্রেতাদের মধ্যে বিবাদ সংক্রান্ত। ফ্ল্যাট বা বাড়ি কেনার জন্য টাকা দেওয়ার পরও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পত্তি না পাওয়া, প্রতিশ্রুত পরিষেবা না মেলা কিংবা একই ফ্ল্যাট অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ নিয়ে ক্রেতারা কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। ফলে মামলার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে বারবার আদালতে হাজির হওয়ার ঝক্কি থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে অনলাইন শুনানির ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে কলকাতার তিনটি কোর্ট এবং উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত কোর্টকে এই পাইলট প্রোজেক্টের আওতায় আনার পরিকল্পনা হয়েছে। কলকাতার ক্ষেত্রে লিন্ডসে স্ট্রিটের দুটি কোর্ট এবং আলিপুরের একটি কোর্টে অনলাইন শুনানি শুরু হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে পরিষেবা চালুর পর পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখে ধাপে ধাপে আরও কোর্টকে এর আওতায় আনা হবে। অনলাইন শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছে। এই সংক্রান্ত কাজের জন্য দরপত্র চাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে একসঙ্গে অন্তত একশো জনের বক্তব্য শোনা বা সাক্ষ্যগ্রহণ করা সম্ভব হয়। ফলে মামলার সঙ্গে যুক্ত পক্ষগুলিকে সব সময় শারীরিকভাবে আদালতে উপস্থিত না থেকেও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শুনানিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৩০টি ক্রেতা সুরক্ষা আদালত রয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/IV/038/010/2026-2027/R
Name of the Work: **Renovation of drainage system from 147/H/11B to 147/H/12B K. C. Sen Street and allied civil works in Ward No.-38.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,42,639.82**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **27 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.10.2026 – 11 a.m.** The Tender will be opened on: **08.10.2026 – 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 (5 p.m.).**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/23/E9/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance of drainage line at 9, Baidyanath Mullick Lane, 12, Roy Lane and different places in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,61,217.48**. Earnest Money: ₹ **7,300.00.** Period of Completion: **35 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E157/26-27/R
Name of the Work: **Repairing of Paver blocked Footpath at C. R. Avenue, Beadon Street & other places in Ward No.-26 under Br.-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,60,720.62**. Earnest Money: ₹ **7,300.00.** Period of Completion: **35 days.**
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/60/26-27/R
Name of the Work: **Repairing of concrete passage at 121, 76/C Balaram De Street in Ward No.-25 under Br.-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,83,295.38**. Earnest Money: ₹ **7,700.00.** Period of Completion: **25 days.**
(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/02/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance & Renovation of Milanmanjari Community Hall at 5, Azad Hind Park (Hedua) in Ward No.-27 under Br.-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,91,006.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.10.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 5). The Tender will be opened on: **07.10.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 5). The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 5). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: XI/110/011/26-27/R
Name of the Work: **Maintenance of drainage system and allied works at U Block B. P. Township in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **1,99,880.14**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.10.2026 – 5 p.m.** Date and Time of opening of Bid: **08.10.2026 – 5 p.m.**
(2) NIT No.: XI/104/005/2026-27/R
Name of the Work: **Renovation of cement concrete road near 4/29B, 4/38 Viveknagar in Ward No.-104, Br.-XI.** Estimated Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,08,284.03**. Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.10.2026 – 5 p.m.** Date and Time of opening of Bid: **09.10.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/009/26-27
Name of the Work: **Arrangement for laying of heavy suction pipe at Kalagachhia Pumping Station and other allied works in Ward No.-144.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,57,329.12**. Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.10.2026 – 12 Noon.** The Tender will be opened on: **06.10.2026 – 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 (5 p.m.).**
(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/022/26-27
Name of the Work: **Raising of Manhole cover, Catch pit cover and Gully pit cover at Bhattacharjee Para Road, Amritlal Mukherjee and etc. in Ward No.-125.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,79,119.66**. Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **45 days.**
(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/018/26-27/UTTARAN
Name of the Work: **Construction of surface drain at Netaji Nagar Bye Lane slum area near Premises No.-490 in Ward No.-125.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,95,134.82**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/028/26-27
Name of the Work: **Maintenance of road by laying hot mix. at Bye Lane of Bagpota Road near Premises No.-T 30 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,87,347.16**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(5) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/022/26-27
Name of the Work: **Improvement of Cement concrete road with Eucalyptus Bullah piling at Sashan Kali Tala Road near Premises No.-14/35 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,73,453.98**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
(6) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/021/26-27/UTTARAN
Name of the Work: **Construction of underground sewer including Restoration of road at Khan Md. Road slum area near Premises No.-1 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,21,217.12**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
(7) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/026/26-27
Name of the Work: **Maintenance of road by laying Jhama and hot mix at different places of Talpukur Road, Khan Md Road etc. in Ward No.-126.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,855.13**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **07.10.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 2 to 7). The Tender will be opened on: **09.10.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 2 to 7). The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 2 to 7). The website: **https://etender. wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7). **(535/26-27)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯৬ সংখ্যা, শনিবার , ৮ আশ্বিন, ১৪৩৩

ব্যোমকেশ শরদিন্দু

অনন্য সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যু২২ সেপ্টেম্বর। তাঁর রচিত প্রথম সাহিত্য, বাইশটি কবিতার সংকলন 'যৌবন-স্মৃতি', প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর ২০ বছর বয়স। তিনি কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ছিলেন। পড়াশোনার সাথেই সাথেই তিনি সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ছোট ছোট কবিতা ও গল্প লিখতে থাকেন। ১৯২৬ সালে পটনা থেকে আইন পাশ করার পর বাবার জুনিয়র হিসাবে শরদিন্দু ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু মন পড়ে থাকে সাহিত্যচর্চায়। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯-এ ওকালতি ছেড়ে সাহিত্যকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন শরদিন্দু। তাঁর সৃষ্টি গোয়েন্দা চরিত্র ব্যোমকেশ বক্সী আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩২ সালে। রচনাকাল অনুসারে ব্যোমকেশ সিরিজের প্রথম গল্প 'পথের কাঁটা'। তার পর 'সীমান্তহীরা'। শরদিন্দু নিজের কথায়, এই দু'টি গল্প লেখার পর ব্যোমকেশকে নিয়ে একটি সিরিজ লেখার কথা মনে হয়। তখন 'সত্যান্বেষী' গল্পে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এস্ট্যাবলিস করি। পাঠকদের সুবিধার জন্য অবশ্য 'সত্যান্বেষী'কেই ব্যোমকেশের প্রথম গল্প বলে ধরা হয়। চার বছরে ব্যোমকেশকে নিয়ে ১০টি গল্প লেখার পর শরদিন্দু আর ব্যোমকেশের কথা ভাবেননি। তার পর ১৫ বছর কেটে গেছে। এই সময় এক বার তিনি বোম্বাই থেকে কলকাতা আসেন। পরিমল গোস্বামীর বাড়ির ছেলেমেয়েরা অভিযোগ করেন, কেন তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে লিখছেন না। শরদিন্দুর মনে হয় তা হলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা ব্যোমকেশ পড়তে চায়। দীর্ঘ বিরতির পর 'চিত্রচোর' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) লেখেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যোমকেশ তাঁর সঙ্গী। গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে ব্যোমকেশ-কাহিনি মোট ৩২টি। মুম্বই এসে শরদিন্দু প্রথমে উঠেছিলেন আন্ধেরি অঞ্চলে। সিনেমার গল্প লিখতেন ইংরেজিতে। বম্বে টকিজ-এর 'কঙ্কন', 'পুনর্মিলন', 'ঝুলা' ইত্যাদি সিনেমার চিত্রনাট্যে তাঁর হাত ছিল। তিন বছর পরে বম্বে টকিজ-এর সঙ্গে চুক্তি শেষ হলে ১৯৪১ সালে যোগ দিলেন 'আচারিয়া আর্ট প্রোডাকশন' নামে এক সংস্থায়। সেই সংস্থার 'উলঝন', 'আগে কদম' ইত্যাদি ছবির ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। দু'বছর পরে ছেড়ে দিলেন সেই প্রোডাকশন হাউসও। তাঁর 'বিষের ধোঁয়া' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি 'ভাবী' তখন হিট ছবি। কিন্তু তাল কাটল 'নিশাচর' গল্প অবলম্বনে হিন্দি ছবি তৈরি পর। যা ছিল সিরিয়াস গল্প, প্রযোজকের হস্তক্ষেপে হয়ে উঠল কমেডি ছবি। তাঁর গল্প নিয়ে তৈরি 'বিজয়লক্ষ্মী' সিনেমাতেও প্রযোজকের সৃজনশীল হস্তক্ষেপ এবং ভরাডুবি। হতাশ শরদিন্দু ডায়রিতে লিখলেন, 'যার রসবোধ যত কম, তার মেরামত করিবার বাতিক তত বেশি।' কিন্তু সিদ্ধান্ত ততক্ষণে নিয়ে ফেলেছেন তিনি। ফ্রিল্যান্স করবেন, কিন্তু গল্প বদলাতে দেবেন না। তিনি তখন এক বার চিত্রনাট্য বানাচ্ছেন, কয়েক মাস পর আবার সেটিকে গল্পের আকারে লিখছেন। তাঁর 'মনচোরা' গল্প নিয়ে সন্দীপ রায় সম্প্রতি যে সিনেমা তৈরি করেছিলেন, সেই গল্প লেখার আগে তাকে 'কানামাছি' নাম দিয়ে চিত্রনাট্য লিখেছিলেন শরদিন্দু। প্রথমে চিত্রনাট্য লিখলেন 'যুগে যুগে', পরে সেই কাহিনি নিয়েই উপন্যাস 'রাজদ্রোহী'। উত্তমকুমার আর অঞ্জনা ভৌমিকের হিট ছবি। মুম্বইপ্রবাসী প্রৌঢ় শরদিন্দুই সেই লেখক, যিনি নিজের লেখাকে কখনও পাঠিয়েছেন চিত্রনাট্যে, কখনও বা গল্পের দুনিয়ায়। চিত্রনাট্য তাঁর কাছে গল্প, উপন্যাসের মতোই সাহিত্যের প্রকরণ। মুম্বই-এর জল সহ্য না হওয়ায় ইতিমধ্যে চার বছরের নাতি তূণককে নিয়ে তিনি সস্ত্রীক চলে এসেছেন পুণেতে। এই পুণেতেই সদর্পে বাংলা সাহিত্যে ফিরলেন তিনি।

বিপ্লবী পি. মিত্র

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী এবং সাহিত্যিক প্রমথনাথ মিত্র। পরিচিত ব্যারিস্টার পি মিত্র নামে। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্ব তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিলেতে অধ্যয়নকালে আয়ারল্যান্ড এবং রাশিয়ার বিপ্লবীদের কথা শুনে তিনি এ ব্যাপারে আরও উদ্দীপিত হন এবং দেশে ফিরে বিপ্লবী দল গঠন করার সংকল্প গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন কিন্তু নরমপন্থী নন। বিশ্বাস করতেন সশস্ত্র বিপ্লবে। অস্ত্র জোগাড়ও করছিলেন। বিশ্বাস ছিল একদিন দেশজুড়ে বিদ্রোহ ঘটবে ইংরেজের বিরুদ্ধে। সে সময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যেসব গুপ্ত সমিতি কাজ করত, তিনি সেগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এভাবে ১৯০২ সালের ২৪ মার্চ তিনি সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'ভারত অনুশীলন সমিতি'র পরিচালক নির্বাচিত হন এবং তার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রমথনাথ পরিচালক হয়ে সমিতির নতুন নামকরণ করেন 'অনুশীলন সমিতি'। পরবর্তীকালে ঢাকায় এর যে শাখা গঠিত হয় তিনি তারও পরিচালক নির্বাচিত হন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির নায়ক পুলিন দাস তাঁর দ্বারাই বিপ্লববিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। স্বপ্ন দেখতেন বাঙালি একদিন গড়ে উঠবে সামরিক জাতি হিসেবে। ১৮৭৫ সালে প্রমথনাথ ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে লাঠি, তলোয়ার খেলা একদল ছেলেকে নিয়ে গড়ে উঠল অনুশীলন সমিতি। শারীরিক শক্তির উন্মেষ, দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চরিত্রগঠন ছিল অনুশীলন সমিতির মুখ্য কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। পি মিত্র বাঙালিদের শারীরিক ব্যায়ামের ওপর জোর দিতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে শরীর-গঠন ছাড়া কোনো বিপ্লবে সফলতা অর্জন করা যায় না। তিনি নিজে সমিতির যুবকদের ইতিহাস শেখাতেন। পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে কম কিছু কল্পনাতেও স্থান দেওয়া প্রমথনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবেদন নিবেদনের কংগ্রেসি পন্থার বদলে জোর দিয়েছিলেন দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

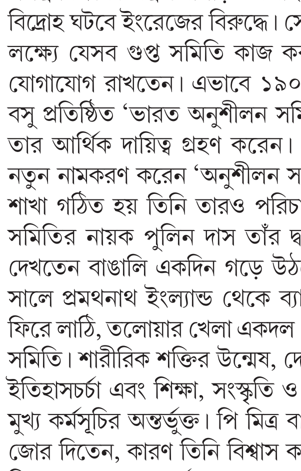

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রকুমার শীল

মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক ঃ কলকাতার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণিতে প্রথমবার ডাক্তারি পড়ার জন্য ৩০৯ জন ছাত্র দরখাস্ত করেছিল। এরা সকলেই নির্দিষ্ট কমিটির কাছে পরীক্ষা দেয়। এই কমিটির মধ্যমণি ছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই সময়ে ৪০ জন ছাত্র বাংলায় ডাক্তারি পড়ার জন্য পাশ করেছিল। ৩০ জন ছাত্র ৫ টাকার বৃত্তি লাভ করে এবং বাকি দশজন ছাত্র বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি পায়। ১৮৫২ সালে শিক্ষা কাউন্সিলের সচিব ডাক্তার মোয়াটকে মেডিকেল কলেজে বাংলা বিভাগে ছাত্র ভর্তি হওয়ার জন্য একটি গাইড লাইন তৈরি করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

প্রবাদ বাক্যে বিদ্যাসাগর ঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রতিবাদী লেখাতে। তিনি বাংলার প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে তাঁর প্রতিবাদী সাহিত্যের শক্তিকে বৃদ্ধি করেন। 'অতি অল্প হইল' ১৮৭৩ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশত হয়। সেখানে 'অত্যুচ্চৈঃ পতনায়' অধ্যায়ে বাংলার প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন। 'অগাধজলসন্ধারী বিকারী নচ রোহিতঃ। গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে''। বাংলা অর্থ হল - রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই। 'পুঁঠি মাছ গণ্ডুষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।' পণ্ডিত তারানাথ সম্পর্কে এই প্রবাদ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর রচিত প্রবন্ধে। 'নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু নাই।' খুড় বিদ্যাসাগরের অহঙ্কারেই মারা গেলেন। খুড় যা লিখেছিলেন সেখানে বিদ্যাসাগর দাঁত ফোঁটাতে পারবে না। এই ধরনের সিদ্ধান্তের বশবর্তী হওয়ার ফলে খুড়র মনে অহংকার দেখা দেয়। 'আবার অতি অল্প হইল' রচনাটি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হল। সেখানে বিদ্যাসাগর প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছেন। 'গাদা সকল ভার বইতে পারে। কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারে না।' আবার 'অসহ্য জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যম'। সেই সময়ে সমাজে কেমন লোকেরা থাকতো তা বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর এই প্রবাদের সাহায্যনেন। প্রবাদকে ব্যবহার করে সেই সময়ে সমাজপতিদের চরিত্রগুলোকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন। 'খুড়র লিখন' অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। 'যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ।' 'যাবৎ কণ্ঠে প্রাণাঃ তাবৎ চিকিৎসাং কারয়েৎ।' এই সব প্রবাদ সমাজে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর এই সব প্রবাদকে ব্যবহার করেছেন তার বিরোধীদের কুপোকাৎ করে দেওয়ার জন্য। লোক মুখে প্রচারিত এবং প্রচলিত প্রবাদকে প্রয়োজনে তিনি তাঁর প্রতিবাদ পত্রে ব্যবহার করে বিরোধীদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন। 'চাপার মুখে না থেকো বাপ।' একেবারে ঘরোয়া প্রবাদ। এখনও বহু বাড়িতে গুরুজনদের মুখে এই ধরনের প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়। 'গরজকী নহী লাজ।' গরজের লজ্জা নাই। অতি পরিচিত প্রবাদ এখানে দেখতে পাওয়া যায় যা বিদ্যাসাগর অতি সাবলীলভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম।' যে ব্যক্তি প্রতারণায় সমর্থ, তাহার বিদ্যার প্রয়োজন কি। প্রতারণা করার ক্ষমতা থাকলে বিদ্যার কোনও প্রয়োজন পরে না। কারণ বিদ্যা না থাকলেও প্রতারণার বলে, অনেকেই বিদ্বান বলে পরিচিত হন। 'চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।' চুরি করে ধরা না পড়লেই বাহাদুরী। ধরা পড়লেই যারপরনই শাস্তিভোগ

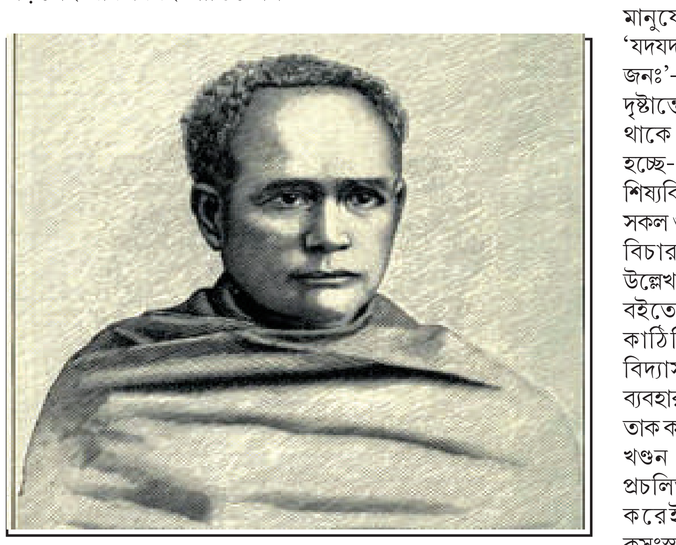

অবধারিত। 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখানোর মতো হয়েছে। আসলে সমাজের অশিক্ষার পরিবেশকে দূর করতে তিনি এই ধরনের প্রবাদকে ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন তাঁর লেখাকে সকলের কাছে সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য। 'মহিষের সিঙ বেঁকা, যুঝিবার বেলা একা।' বিধবা বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রথা রোধ করা জন্য তিনি আইনী লড়াই করেছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বিধবা বিবাহ প্রচলন হিন্দু শাস্ত্র সম্মত এবং বহু বিবাহ শাস্ত্র বিরোধী। 'আবার অতি অল্প হইল' প্রবন্ধের শেষে যখন সব কথা যুক্তি শাস্ত্র সম্মত বিধান দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সমাপ্ত করলেন তারপরে তিনি একটি হাস্যরসের উপস্থাপনা করেন। 'হর হরি বল সবে পালা হৈল সায়।' যুক্তি সম্মত মত প্রকাশ করার পর বিদ্যাসাগর এই হরি ধ্বনি দিয়ে তাঁর উপস্থাপনা সমাপ্ত করেন। তারপরে শেষে নিজেকে পরিচিত করার মধ্যে দিয়েও হাস্যরসের উপস্থাপনা করেছেন। সেখানে তিনি নিজেকে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' বলে পরিচয় দান করেন। শাস্ত্র সম্মত বিধান দিয়েছেন এই বিষয়কে তিনি যথেষ্ট প্রত্যয় দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যাসাগর 'ব্রজবিলাস' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ১৮৮৪ সালে।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পর রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই বিবাহকে অশাস্ত্রীয় পতিপন্ন করার যে চেষ্টা করছিল তার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। 'ফাজিলচালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের মতো বিজ্ঞ, বোদ্ধা, যোদ্ধা, ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে যে সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।' ব্রজবিলাসকে অনুসরণ করেছিলেন সম্ভবত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিও বিদ্যাসাগর ঢঙে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে চাবুকের কষাঘাত দিতে কসুর করেননি বিদ্যাসাগর। তিনি সেই সময়ে 'ব্রজবিলাস' রচনা করে সমাজের নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন। প্রমাণ করে দিয়েছিলেন রক্ষণশীল সমাজ নেতারা যেসব চিন্তাভাবনা করছেন সেটা কিন্তু শাস্ত্রসম্মত নয়। ব্রজবিলাস'র প্রথম উল্লাসে অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় মহাকাব্যের মতো ধুয়াপদ প্রয়োগ করেছেন বিদ্যাসাগর। মধ্যযুগের কবিরা এই ধরনের ধুয়াপদ তাদের কাব্যে ব্যবহার করতেন। ঠিক সেই রকম বিদ্যাসাগর এখানে ধুয়াপদ ব্যবহার করেছেন। ধুয়াপদটি এই রকম -' ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত। আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত।। শুভ ক্ষণে তাঁরে মাতা ধরিলা উদরে। নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে।। বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি। রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি।। রসিকের চূড়ামণি সর্ব্বগুণাকর। সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর।। সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণ প্রায়। যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায়।। এ বিষয়ে কেহ নাহি তাঁহার সমান। এক মাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান।। তাঁহার গুণের কিছু করিব বর্ণন। অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবণ।।'' একেবারে মধ্যযুগীয় কাব্যকে অনুসরণ করে ধুয়াপদের উপস্থাপনা করছেন বিদ্যাসাগর। এখানে আবার তিনি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। এই প্রবাদটি এখনও সমাজে প্রচলিত রয়েছে-' বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া কুছ না রহে তব ভি থোড়া।' একেবারে হিন্দি প্রবাদ থেকে গ্রহণ করেছেন। বিহারে এই প্রবাদটি বহুল প্রচারিত থাকলেও বাংলায় এই প্রবাদটির চল রয়েছে। 'স্ত্রিয়াংশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।' স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্যের কথা দেবতারা জানেন না, মানুষে কেমন করিয়া জানিবে। 'যদযদাচরিত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'-ইতর লোকে ভদ্রলোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকে।' আবার দ্বিতীয় প্রবাদটি হচ্ছে-' বাঁশের চেয়ে কনচি দড়। শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।' এক আধারে সকল গুণ বর্ত্তে না। আবার সুপ্রসিদ্ধ বিচারসিদ্ধ কথাও বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন। 'গাধা সকল ভার বইতে পারেন। কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারেন না।' বিদ্যাসাগর প্রায় সময়ে প্রবাদ ব্যবহার করে সমাজপতিদের দিকে তাক করে তাদের কুসংস্কার চিন্তাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারাকে অবলম্বন করেই চেষ্টা করেছিলেন কুসংস্কারকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে দিতে। যেখানেই অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। জন্মিলে মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু হইলেই পুনর্জন্ম অবধারিত। এই রকম প্রবাদ প্রচলন ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজপতিদের চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। আধুনিক চিন্তার বিকাশ ঘটাতে তিনি সব সময়ে এগিয়ে এসেছিলেন। বেশ শক্ত হাতে কমল ধরে প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রতিবাদ লিপিগুলো এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। বিদ্যাসাগরের লেখাগুলোও এখনও প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বহু প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করা গেল না। তবে আগামি দিনে ইচ্ছা থাকলো আরও বিশদে আলোচনা করার। বাংলার শিক্ষা জগতের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ কুসংস্কার দূর করা।

কবি শঙ্কর চক্রবর্তীর কবিতা গ্রন্থ 'ঢ্যাঙা খাটো পৃথুলার খেলা'

দেবেশ চক্রবর্তী

সাহিত্যিক শংকর চক্রবর্তীর জন্মদিনে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ঢ্যাঙা খাটো পৃথুলার খেলা নিয়ে আমার কিছু কথা। জন্মদিনে তাঁকে প্রণাম। তাঁর কবিতায় গভীর দর্শনের এক অনাড়ম্বর, সংযত আহ্বান! বাংলা সাহিত্যের তরুণ প্রতিভার কাছে তাঁর অভিভাবকত্ব এক বিশেষ প্রাপ্তি। মুখ আর মুখোশের মাঝে অ্যাঙা খাটো পৃথুলার খেলা। এ ক্ষুদ্র মুদ্রার পিঠে কিছু লেখা আছে/ সবিস্ময়ে দেখে নিয়ো অদৃশ্যে কত কিখ/ না এমন কিছু বেশি নয়/ বেমক্কা অসময়ের ঘুম ভেঙে গেলে/ মুদ্রাটির ছবি/ তুমি কি ওপিঠ বলে তুলে রেখে দাও?/ আসলে মুদ্রার পিঠ পাল্টে দেখে নিয়ে বলেছিলে/ সামান্য বদলমাত্র , অন্য কিছু নয়/ অসামান্য ভাই

বোন বন্ধু প্রত্যেকেরই/ মুখগুলি ঢেকে যায় বিপুল আঁধারে/' এই মুদ্রা, মুদ্রার পিঠে লেখা অমোঘ যাপনকথা, এপিঠ, ওপিঠ , 'সামান্য' বদলে কতটুকু পাল্টায়? আদৌ কি পাল্টায় কিছু? এ দীর্ঘ যাপনবোধ, কত পাল্টানোর রীতি , সবই সত্যি। তবু যাপনের ইতিহাস কতটা পরিবর্তন ধারণ করে? নাকি সবটুকু সেই চক্রাকার পুনরাবৃত্তি? সেই চিরন্তন খোঁজের দিশা দেখায় প্রথিতযশা কবি শংকর চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ ঢ্যাঙা খাটো পৃথুলার খেলা। কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের লেখায় 'ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রতি আকর্ষণ পাঠককে মুগ্ধ করেছে বারবার। তবু নতুন এই কবিতাগুচ্ছে ম্যাজিক রিয়েলিজমের সেই রীতি অন্য ধারায় ফিরে এসেছে নতুন হয়ে। এখানে মিশে গিয়েও কবিসত্ত্বা নিজেকে অগোছালো করে সরিয়ে রেখেছেন সব স্রোতের ঊর্ধ্বে এক অসীম নৈর্ব্যক্তিকতায়। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবু অন্য কোনও রাস্তার খোঁজ কি আছে কোথাও? রাস্তা যে পাল্টাব তার বিকল্প দেখিনি/ এমন রাস্তায় যেতে চাইনি কখনো, সত্যি নতুন জন্মের কথা মনে পড়ে ফের/ কেন যে এমন জন্ম , কেন ধু ধু বিকাশের প্রাপ্তি ভরে ওঠে স্রেফ শুন্যতায়।/ চোখ বন্ধ করে হাঁটি আর অন্য কোন রাস্তা খুঁজতে চাইনা।

পাল্টানো অবশ্যম্ভাবী জেনেই কি পরিবর্তনের পথে এই ভয়? নতুনের রাস্তায় রঙিন ঘরের ছবি অকেন যে ঝাপসা হল আজও তুমি বুঝতে পারোনি। হাঁটতে হাঁটতে তুমি নতুন রাস্তার কথা ভেবে ফের অন্য কোনো বাড়ি/ সেখানে আগুন কেন জ্বলছে জানো না/ সেখানে পুরনো পাতা বসন্তেরই জ্বলছিল উড়ন্ত শিখায় দাউদাউ। তবে কি নতুন শুধুই পুরোনোর নিধনভূমি? অনতুন দিন কবিতায় এই ছবির অপূর্ব বিস্তারঃ আজ একটু পরেই শহর স্তব্ধ হয়ে যাবে। ট্রেন চলবে না। বাস তার যাবতীয় অভিমান বুকে চেপে গোঁজ হয়ে ঝিমোবে গুমটির ভিতর। অটোগুলি আরশোলার মত দৌড়োতে শুরু করবে নিজস্ব আস্তানার দিক। ফাঁকা রাস্তায় শুধু নিশুম্ভ-শুম্ভের ফুটবল ম্যাচ হবে আজ। শূন্য গ্যালারি থেকে অদৃশ্য হাততালির ঢেউ আছড়ে পড়বে প্রতিটি বাড়ির বন্ধ দরজায়। এই আসরে রাক্ষস তনয়েরাও আমন্ত্রিত। আর পাত পেড়ে খেতে বসবে ঘুঘুডাঙার জলহস্তী। চারটে খ্যাঁকশেয়ালের মুখ শুধু দেখতে পাবে না কেউ। মুখোশের আড়ালে ওদের রহস্যময় হাসিটুকু অজানাই থেকে যাবে চিরদিন।

এই নতুন দিন স্তব্ধতার দিন, মুখোশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে নেবার দিন। বিশ্বব্যাপী আতঙ্কের দিনগুলোর মালিন্য ছেয়ে আছে অক্ষরে। বাংলা কাব্য সাহিত্যে বহু প্রতিভা বাংলায় জন্মগ্রহণ করছে আবার তারা কালের গতিতে হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও কবিতা লেখা কবিদের বন্ধ হয়ে যায়নি। তার একটি মাত্র কারণ বাংলার জল বায়ু কবিতার পক্ষে সায় দেয়।

বন্ধুত্ব ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার দুটিই উল্লেখযোগ্য নক্ষত্র। কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন

'তাহার(মদন মোহন) অনন্য সাধারণ প্রতিভা তাহাকে যে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছিল, সেই স্বতন্ত্র্য বাংলা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিস। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষায় বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না'।

দুই বন্ধুর মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল তিন বছরের। হলে সংস্কৃত কলেজে অনেক আগেই ভর্তি হয়েছিলেন মদন মোহন তর্কালঙ্কার। ফলে তিনি তাঁর গৃহ নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে চলে আসেন। পরে যখন সংস্কৃত কলেজে আবার যোগদান করেন তখন বন্ধু হিসেবে বা সহপাঠী হিসেবে পান পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। দুজনাই ছিলেন মেধাবী ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের সমস্ত বৃত্তি ও পুরস্কার এই দুই বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। মদনমোহনের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভা ও কাব্য বিষয়ে মেধা অনেক অগ্রসর ছিল। ছোটবেলা থেকেই শ্লোক ও কবিতা তিনি রচনা করতেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন 'রসতরঙ্গিনী'নামক কাব্যগ্রন্থ। কুড়ি বছর বয়সে রচনা করেন 'বাসব দত্তা'। পরবর্তীকালে আমরা দেখব সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারি থাকাকালীন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদে বন্ধু মদনমোহনকে তিনি নিয়ে আসেন।

পরীক্ষা শেষ করে মদনমোহন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত হন তারপর চলে যান কৃষ্ণনগর কলেজে তারপর সেখান থেকে তিনি যান সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়ে। সেখানেই তিনি বিদ্যাসাগরের সাথে যৌথভাবে স্থাপন করলেন 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে ছাপাখানা। এবং 'ডিপজটরি' নামে বই বিক্রির দোকান। ১৮৪১ থেকে ১৮৫৮ এই ১৭ বছর মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর দুজনেই পরস্পরের সাথে নিবিড় বন্ধুত্বের আবদ্ধ ছিলেন। বন্ধুত্ব ১৮৫৮ তে সমাপ্ত হল।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে সাহিত্যের অধ্যাপকের পথ ফাঁকা হলে তিনি সেখানে মদনমোহনকে নিয়োগ করলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর নিজে বেতন পেতেন ৫০ টাকা এবং মদন মোহন ভেতর ৯০ টাকা। এই প্রসঙ্গে বিহারীলাল উল্লেখ করেছেন ' শুনিতে পাই এ পদ (সাহিত্যের অধ্যাপক) গ্রহণ করিলে অনেকটা কর্তৃত্ব লোক পাইবে এবং কর্তৃত্ব লোপ হইলে কলেজের শিক্ষা প্রণালী শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকটা অন্তরায় ঘটিবে ভাবিয়া তিনি (বিদ্যাসাগর) এ পথ গ্রহণে অসম্মত হন'।

শিক্ষকতা অধ্যাপনার পরিবর্তে পরিবর্তে শিক্ষা প্রণালীর উন্নতি বিজ্ঞানে প্রশাসনিক পথচলা বিদ্যাসাগরের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা একসাথে পন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও প্রেম চাঁদ তর্কবাগিশের কাছে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দুজনার বন্ধুত্বের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত কলেজের চারিদিকে বাড়িঘর। সেখানে মানুষ বসবাস করে। দোতলার উত্তর দিকের একটি ঘরে ক্লাস হতো। সেই ক্লাসে কালিদাসের লেখা পড়াতেন মদনমোহন। একদিন সংস্কৃত কলেজের পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক এসে বিদ্যাসাগরকে বললেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য বাড়ির মহিলারা ছাদে উঠতে পারে না। কারণ জিজ্ঞেস করেন বিদ্যাসাগর। তোরে ভদ্রলোক বলেন, ছাত্ররা সবসময় তার বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর মদনমোহনকে ডাকলেন বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে মদনমোহন বললেন, দেখো বিদ্যাসাগর এখন বসন্তকাল পড়েছে। মেঘদূত পড়ানো হচ্ছে। আর পড়াচ্ছে কে? না, স্বয়ং মদন। এই অবস্থায় কেউ চঞ্চল না হয়ে থাকতে পারে'।

বন্ধুর কথা শুনে বিদ্যাসাগর হাসলেন। মিস্ত্রি থেকে তারপর বিদ্যাসাগর প্রশাসক হিসাবে জানলার খড় খড়িগুলি আটকে দিলেন। যাতে ছাত্রদের দৃষ্টি পাশের বাড়িতে না যায়। বন্ধুত্বের আরেকটি উদাহরণ হল আগেই বলা হয়েছে মদন মোহন বিদ্যাসাগরের চেয়ে তিন বছরের বড়। তাই বিদ্যাসাগর মদনমোহনের পত্নীকে রাখতেন বৌদি বলে। আর মদনমোহনের স্ত্রী বিদ্যাসাগরকে ডাকতেন ঠাকুরপো বলে। একদিন কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের বাড়িতে যান। গিয়ে বলেন--বৌদি বড় খিদে পেয়েছে কি খাব? মদনমোহনের পত্নী তখন দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছেন। বললেন, কেন ঠাকুরপো, এই ভাত আছে, খাও না। তখনই বিদ্যাসাগর বৌদির থালা থেকে ভাত খেতে লাগলেন।

এমন সময় মদনমোহন এলেন বললেন কি করো বিদ্যাসাগর সকল মহাপ্রসাদ খেয়ো না আমি খাব কি? মদন মোহনের পত্নী ভাতের থালাখানা হাতে নিয়ে বললেন,এই লও মহাপ্রসাদ খাও। মদনমোহন সেই থালা চাটতে লাগলেন। এই বর্ণনা থেকে জানা যায় দুই বন্ধু ও তার পরিবারের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

১৮৫৭ সালের শেষে চন্দ্রের বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যা সাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পাশেই সর্বদা ছিলেন। অর্থাৎ বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হওয়ার দেড় বছর পরেও দুজনার মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তারপরেই দুজনার মধ্যে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়।

কারণ প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন যেমন বিদ্যাসাগরের একদা স্নেহ ভাজন কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য বলেন ' মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনো মালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে.... এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।'

আবার বিনয় ঘোষ বলেছেন, দুই বন্ধুর বিচ্ছেদের কারণ প্রসঙ্গে 'দুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, পত্রিকা প্রকাশের উদযোগী হয়েছিলেন। শিক্ষা প্রসারে উদ্দেশ্যে, সামাজিক কুসংস্কার নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে, দুই বন্ধু নির্ভয়ে লেখনি ধারণ করেছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গি দুজনের প্রায় এক ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ... নেমে এলো..। অবশেষে বন্ধু বিচ্ছেদ হল, ছাপা খানা ও বইয়ের স্বত্ব নিয়ে'। মনে হয় স্পেশাল ইন্সপেক্টর হওয়ার পরে বর্ণপরিচয় রচনা ও স্কুলগুলিতে অবশ্য পাঠ্য করা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরেছিল।

এই মনমালিন্যকে আরো তীব্র করে তুলেছিলেন মদন মোহনের স্ত্রী মুক্তকেশী দেবী। নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস ঘুম থেকে জানা যায় মদনমোহনের মৃত্যুর পরে তার মাকে দেখাশুনা করতেন না মুক্তকেশী দেবী।

উপরন্তু বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনি ছাপাখানা বিক্রির মদনমোহনের অংশীদারি টাকা নিয়েছিলেন। মদনমোহনের কন্যাও বিদ্যা সাগরের কাছে তার মায়ের নামে অনেক কিছু বলেছিলেন।

বিদ্যা সাগর মদনমোহনের মা, তার বিধবা বোন এবং কন্যাকে আজীবন আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যে উইল করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির, সেখানে এই কথাটি উল্লেখ ছিল। মদনমোহনের মৃত্যুর আগে মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর বন্ধু শ্যামাচরণকে লেখা চিঠিতে বিদ্যাসাগরের সাথে তাঁর বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মদনমোহনের মৃত্যুর পরেও বন্ধুর সম্বন্ধে কোন কুমন্তব্য করেননি। বিদ্যাসাগর কোনও সময়ে বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেননি।

এক জায়গায় তিনি বলেছেন ' ক্রমে ক্রমে এরূপ কতগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে, তর্কালঙ্কারের সহিত কোন বিষয়ে সংশ্রব রাখা উচিত নয়।'

দূর্গা বাড়ি

শঙ্করলাল কর্মকার

বিকেলে, দুই বন্ধু চলে গিয়েছিলাম ইএম বাইপাস এর মেট্রোপলিটন বাস স্টপেজের কাছে অবস্থিত, মেট্রোপলিটন দূর্গা বাড়িতে। মাত্র ৯ বছর আগে তৈরি হয়েছে এই মন্দির। বিশাল বড় আকারের না হলেও, মন্দিরটি দোতলা, এবং খুব ঝকঝকে ও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খুব একটা ভিড় চোখে পরলো না। আর কোলা হলের তো কোন প্রশ্নই নেই।

প্রবেশপথের দুদিকে ঘোরানো সিঁড়ি আছে। জুতো খুলে ওই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়। জুতো রাখার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। উঠেই বাঁ হাতে পড়বে একটা ছোট মন্দির। যার গর্ভগৃহে অবস্থান করছেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ। আর ডানদিকে ছোট মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থান করছেন বজরংবলী।

তারপর লম্বা টানা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড়োসড়ো নাট মন্দির। আর নাটমন্দিরের পরে মূল মন্দিরে অবস্থান করছেন সন্তান-সন্ততি সহ মহিষাসুরমর্দিনী। চার সন্তান সহ দূর্গার মূর্তিটি অষ্টধাতুর তৈরি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই মূর্তির খুবই যত্ন নেওয়া হয়। মন্দিরের পূজারীর মুখে শুনছিলাম, মাসে দুবার করে ব্রাশো দিয়ে এইসব মূর্তি পরিষ্কার করা হয়। নিয়ম করে কাপড়ও বদলানো হয়। অঙ্গরাগ হয় বছরে একবার। দুর্গাপুজোর আগে। যদি কোন ভক্ত মা'কে কাপড় পরাতে চান,তাহলে মন্দির কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মাকে পূজো দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তবে এখানে পুজো দিতে চাইলে পুজোর সামগ্রী নিয়ে যাওয়াটাই ভালো। কারণ এখানে সেরকম কোন দোকান নেই। পূজারী বললেন এখানে একটা দোকান আছে। তবে সেই দোকান চোখে দেখার সময় ও সুযোগ হয়নি। তিনিও বললেন পুজোর সামগ্রী নিয়ে যাওয়াটাই ভালো।

‘বন্দেমাতরম’র উৎসভূমি লালগোলা কালীবাড়ির সংস্কারে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে চলেছে কেন্দ্র

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ গত জুন মাসে দেশ জুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে ‘বন্দেমাতরম’ গানের সার্ধশতবর্ষ। দিল্লির দ্বারকায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক আয়োজিত ‘লং লিভ ডেমোক্রেসি’

অনুষ্ঠানে ‘বন্দেমাতরম’ গানের উৎসভূমি হিসেবে মুর্শিদাবাদের লালগোলাকে ইতিমধ্যে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। সেই স্বীকৃতির পর এবার বাস্তবে ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। লালগোলা কালীবাড়ির সংস্কার এবং তাকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের তরফে ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর হচ্ছে। সম্প্রতি নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় এই সুখবর জানিয়েছেন জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি। বিধায়ক চিত্ত মুখার্জি বলেন, এক বন্ধু মারফত বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। কিন্তু সেখানে কী হবে, কীভাবে হবে, পুরো বিষয়টা সম্পর্কে এখনও আমি অন্ধকারে। তবে আশা করছি দু-একদিনের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। তখনই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সকলেই জানতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কমিটি করা হবে। ডিএম নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন, বিডিও সাহেবকেও জানানো হবে। তারপরই এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারব। প্রসঙ্গত, জুন মাসে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে জারি করা পোস্টারে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছিল, ‘বন্দেমাতরম’ শব্দগুচ্ছ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লালগোলাতেই প্রথম লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে যা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ‘বন্দেমাতরম’ শব্দটি ছিল শুধু একটি গান নয়, ছিল একটি মন্ত্র, একটি অনুপ্রেরণা। যার প্রকৃত অর্থ ‘মা, তোমাকে বন্দনা করি’। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই গান বহু যুগ ধরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেশের জন্য প্রাণ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই ‘বন্দেমাতরম’-এর দেড়শো বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বছরভর দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। তবে ‘বন্দেমাতরম’ গানটি ঠিক কোন সময়, কোথায় বসে লেখা হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, বেশিরভাগ গবেষক ও স্থানীয় মানুষ মনে করেন, মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকার সময় লালগোলা রাজবাড়ির পটভূমিকায়, রাজার অতিথি নিবাসে বসে এই গান লিখেছিলেন। ‘বন্দেমাতরম ও আনন্দমঠ- এর উৎসভূমি লালগোলা’ গ্রন্থের লেখক সুমন কুমার মিত্র এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে আসছেন। তিনি জানান, ১৮৭৩ সালে বহরমপুর শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কর্নেল ডাফিনের একটি গণ্ডগোল হয়, যার রেশ বহুদূর গড়িয়েছিল। তবে সেই ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই ম্যালেরিয়ার কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। তাই তিনি সরকারের কাছে ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও লালগোলার মহারাজের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে জানুয়ারি মাসে তিনি লালগোলায় চলে আসেন। সুমনবাবুর কথায়, এর কিছুদিনের মধ্যেই লালগোলা রাজবাড়ি এবং কলকলি নদীর প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত ‘বন্দেমাতরম’ গানটি রচনা করেন। ‘বন্দে মাতরম সুজলাং সুফলাং থেকে রিপুদলবারিণীং মাতরম’ পর্যন্ত অংশটি লিখেছিলেন। বহু ঐতিহাসিক বলেন, লালগোলা রাজবাড়িতে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র কালীবাড়িতে ঢুকে ডান দিকের দোতলার একটি ছোট্ট ঘরে বসে লেখালেখি করতেন। বর্তমানে সেই ঘরের ভেতরের অংশ ভেঙে পড়েছে, সিঁড়িও ধ্বংসপ্রাপ্তে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ঐতিহাসিক কালীবাড়ি ধ্বংসের পথে। সুমন কুমার মিত্র ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে এই তথ্য তুলে ধরে বলেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম সঙ্গীত লালগোলাতে শৃঙ্খলিত কালীমন্দিরে বসে লেখেন এবং আনন্দমঠ উপন্যাসের পটভূমি এই লালগোলার বিভিন্ন ক্ষেত্র - তা আমার গবেষণায় ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র সহ প্রমাণিত। ভারত সরকারের মান্যতা আমাদের দাবি ও গবেষণাকে আরও শক্ত ভিতে স্থাপন করেছে। তবে স্থানীয় মানুষের আশা, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ১০ কোটি টাকার প্রকল্প শুধু একটি মন্দির সংস্কার নয়, লালগোলার হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনবে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত লালগোলা রাজবাড়ি ও কালীবাড়ি যদি নতুন করে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নেয়, তবে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক অরিন্দম রায় বলেন, বন্দেমাতরম্ গান লালগোলা রাজ কালিবাড়িতে বসে লেখা হয়েছিল কিনা তা নিয়ে আমরা বিস্তর গবেষণা করে আসছি প্রায় এক বছর ধরে। ২০২২ সালে আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ ‘বন্দেমাতরম্ ও আনন্দমঠ- এর উৎসভূমি লালগোলা’ গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রকে বিস্তর গবেষণা করে সম্প্রতি আমাদের এই দাবির স্বীকৃতিও ভারত সরকারের তরফে মিলেছে। তবে এই স্বীকৃতি পাওয়ার বহু আগে থেকেই আমরা দাবি জানিয়ে আসছিলাম লালগোলা রাজ কালিবাড়ি, ও রাজবাড়ি অতিথি নিবাসের সংস্কার করা হোক পুরাতাত্ত্বিক নিয়ম মেনে। সেই সঙ্গে সংলগ্ন সমস্ত এলাকাটিকে সংস্কার ও সংরক্ষণ করে এটি একটি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হোক। তিনি বলেন, লালগোলা রাজবাড়ির কালীমন্দিরের শৃঙ্খলিত দেবী মূর্তিকে দেখে বঙ্কিমচন্দ্র ‘শৃঙ্খলিত ভারতমাতা’র মঙ্গল প্রসঙ্গে নিজের ‘বন্দেমাতরম’ গানে বর্ণনা করেছিলেন। তাই এই মন্দিরের গুরুত্ব পর্যটনের দিক থেকে অপরিসীম। ইতিমধ্যে স্থানীয় উদ্যোগে ও মন্দিরের ছোটোখাটো সংস্কার হয়েছে। তবে বড় অর্থ বিনিয়োগ করে যদি মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকা সংস্কার করা হয় তাহলে লালগোলা, রাজ্য তথা বাংলার মানচিত্রে নতুন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসবে।

ধসে বিধ্বস্ত তাকদা গ্রামীণ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ধসে বিধ্বস্ত হলো তাকদা গ্রামীণ হাসপাতাল। পাহাড়ে একটানা বৃষ্টির মধ্যে শুক্রবার ভোররাতে দার্জিলিংয়ের তাকদা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে এক ভয়াবহ ধসের ঘটনা ঘটে। ধসের কবলে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত অন্তত ৬ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন। তাঁদের মধ্যে এক রোগীর আত্মীয় ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। উদ্ধারকারী দল তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ হঠাৎই ব্যাপক ধস নামে। এর জেরে হাসপাতালের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সময় স্বাস্থ্যকর্মী-সহ ৬ জন লোক হাসপাতালের ভেতরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন কোনওক্রমে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, এক রোগীর আত্মীয় ধ্বংসস্তূপের নিচেই চাপা পড়ে যান। উল্লেখ্য, তাকদা গ্রামীণ হাসপাতাল রাংলি- রাংলিয়ট ব্লকের সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এটি দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে। একটানা বৃষ্টির জেরেই এই ধস নেমেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। প্রশাসন পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে।

চিঠির স্মৃতিতে ডাকঘর, ৬৭ তম বর্ষে বালুরঘাটের চকভৃগু প্রগতি সংঘের পুজো

রতন দে, বালুরঘাট, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ চিঠি আসত। চিঠি যেত। অপেক্ষার দিন গুনতেন মানুষ। সেই অপেক্ষা সেই ডাকপিয়নের আনাগোনা আর হারিয়ে যেতে বসা ডাকঘরের স্মৃতিই এ বার উঠে আসছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে।

বালুরঘাটের চকভৃগু প্রগতি সংঘের ৬৭তম বর্ষের পুজোয় থিম ডাকঘর পুরনো দিনের সেই আবহকে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জায় পরিবেশবান্ধব উপকরণের ব্যবহারেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। প্রায় ২৩ লক্ষ টাকার আয়োজনে এ বার পুজোর মণ্ডপে ঐতিহ্য ও পরিবেশ সচেতনতার মেলবন্ধন ঘটানোর প্রস্তুতি চলছে। কখনও মানুষের সুখ- দু ঃখের খবর বয়ে আনত ডাকঘর। চিঠির পাতায় জমে থাকত দূরের মানুষের কথা অপেক্ষার আবেগ। সেই নস্টালজিয়াকে সামনে রেখেই মণ্ডপসজ্জার পরিকল্পনা। ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, মণ্ডপ তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন ফসলের বীজ ধানের শীষ কাঠ বাঁশ এবং পাটের মতো প্রাকৃতিক উপকরণ। গ্রামীণ আবহের সঙ্গে পুরনো ডাকঘরের স্মৃতিকে মিলিয়ে সাজানো হবে মণ্ডপ। ফলে থিমের আকর্ষণের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ভাবনাটিও দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে যোগমায়া ডেকোরেটার্স। শিল্পী সমীর দাস ওরফে বুদুর পরিকল্পনায় তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। প্রতিমা গড়ছেন মৃৎশিল্পী উজ্জ্বল পাল। এ বার বিশেষ সাজে দেখা যাবে দেবী দুর্গাকে। আলোকসজ্জার দায়িত্বে মা তারা ইলেকট্রিক্যালের তিলক সাহা। ইন্টেরিয়র আলোর দায়িত্বে সৌম্য ইলেকট্রিক্যাল। মণ্ডপের আবহে সৌম্য মাইক অ্যান্ড সাউন্ডের পরিকল্পনা থাকছে। পুজোর দিনগুলিতে ঐতিহ্যবাহী ঢাকের তালে মাতবে মণ্ডপ চত্বর। ঢাক বাজাবেন উত্তম ঢাকি ও তাঁর সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। গত বছর চকভৃগু প্রগতি সংঘের থিম ছিল তরঙ্গ। এ বার সেই ধারাবাহিকতায় ডাকঘর এর মতো স্মৃতিনির্ভর বিষয়কে বেছে নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের দাবি আধুনিক থিমের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া এক পরিচিত পরিসরকে নতুন করে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরাই এ বারের ভাবনার অন্যতম লক্ষ্য। পুজো কমিটির সভাপতি উত্তম মহন্ত ও সম্পাদক সোমনাথ ঘোষ জানান থিমের পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জায় পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারের দিকটিও এ বার বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কথায় প্রাকৃতিক উপকরণে মণ্ডপ সাজিয়ে উৎসবের আনন্দের সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে দিতে চাইছেন তাঁরা। ক্লাব সভাপতি দিব্যেন্দু সিদ্ধান্ত ও সম্পাদক সঞ্জয় সাহা বলেন, সার্বজনীন শারদ উৎসব হোক সর্বধর্ম ও সর্ববর্ণের মানুষের মেলবন্ধনের জায়গা। মা সকলের মঙ্গল করুন। পুজোকে ঘিরে সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচিও থাকছে। অসহায় ও দু ঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, দু ঃস্থ রোগীদের আর্থিক সহায়তা এবং গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। চিঠির সেই দিন হয়তো আর নেই। বদলে গিয়েছে যোগাযোগের মাধ্যমও। তবে স্মৃতির ডাকঘরকে মণ্ডপে ফিরিয়ে এনে এ বার পুরনো দিনের আবেগের সঙ্গে নতুন সময়ের পরিবেশবান্ধব ভাবনাকে এক সুতোয় বাঁধতে চাইছে চকভৃগু প্রগতি সংঘ।

মঠের টাকা সরিয়ে বাড়ির উঠোন ও ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রাখার অভিযোগ, নাদনঘাটে গ্রেফতার ৪

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গৌড় গদাধর মঠের বিপুল পরিমাণ টাকা

সরিয়ে বাড়ির উঠোন, ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমে নাদনঘাট থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় চার লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতরা হলেন সুশান্ত ভৌমিক, তপন ভৌমিক, সবুজ শীল এবং শ্রীকৃষ্ণ বারুই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত চারজনেরই বাড়ি নাদনঘাট থানা এলাকায়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, মঠ থেকে সরিয়ে নেওয়া টাকার একটি অংশ অভিযুক্তরা নিজেদের বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। এরপর তল্লাশি চালিয়ে সেই টাকা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুশান্ত ভৌমিকের কাছ থেকে ৬৮ হাজার ৯০০ টাকা, তপন ভৌমিকের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং শ্রীকৃষ্ণ বারুইয়ের কাছ থেকে ২৪ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ টাকা। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া টাকার উৎস এবং মঠের সঙ্গে ওই টাকার যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে গৌড় গদাধর মঠের পুরনো মহারাজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে জাহাননগর এলাকার একটি মঠের মহারাজ ওই আশ্রমের দায়িত্ব পান। অভিযোগ, এরপর মঠের পুজো-সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য রাখা বিপুল পরিমাণ অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ঘটনাকে ঘিরে মঠ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। এরই মধ্যে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওতে মঠের ভিতরে বিভিন্ন বাক্স ও পলিথিনের মধ্যে প্রচুর টাকার বান্ডিল রাখা অবস্থায় দেখা যায় বলে অভিযোগ। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নিয়ে আরও প্রশ্ন ওঠে। এরপর মঠের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত ও টাকা উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর গৌড় গদাধর মঠের পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় সাতজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে বিভিন্ন তথ্য ও সূত্রের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি তিন অভিযুক্ত এখনও পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তাদের সন্ধানেও তল্লাশি চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মঠ থেকে সরিয়ে নেওয়া বাকি অর্থের হদিশ জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া টাকা ছাড়াও আরও কোনও অর্থ সরানো হয়েছিল কি না, এই ঘটনায় আর কারও যোগ রয়েছে কি না-সেসব বিষয়ও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এদিন ধৃত চারজনকে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ১০ দিনের হেফাজত চেয়েছিল। শুনানি শেষে কালনা মহকুমা আদালতের বিচারক ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ KIR-N-2026-K-33, তারিখঃ 22-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ ওল্ড মালদা অধিক্ষেত্রের অধীনে একলাখি-বালুরঘাট-এর মধ্যে কেএম ২৬/৪-৫ তে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং নং. ইবি-১৮ এবং কেএম ৫০/৩-৪ -তে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং নং. ইবি-৩৪ -এর পরিবর্তে আরইউবি/ এলএইচএস ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩০,৪০,৫৯৮.৮৪ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৬০,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE INVITING 11 NOS E-TENDER No WB/ BDO/BLR/NIeT-01/2026-27. Dated-24.09.2026

E- Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 11 nos. repairing work under Balarampur Development Block.
Period for downloading of bid documents **25.09.2026 from 4.00 P.M. up to 03.10.2026 to 6.55 P.M.** and the time & date of opening of technical bid on **06.10.2026 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/-
Block Development Officer
Balarampur Development Block

NOTICE INVITING 16 NOS E-TENDER No WB/ BDO/BLR/NIeT-02/2026-27, Dated- 24.09.2026

E- Tender are invited by the undersigned from the bonafied contractor for 16 nos. repairing work under Balarampur Development Block.
Period for downloading of bid documents **25.09.2026 from 4.00 P.M. up to 03.10.2026 to 6.55 P.M.** and the time & date of opening of technical bid on **06.10.2026 at 11 A.M.** The Financial bid to be notified.
For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the last date for submission of bid documents.

Sd/-
Block Development Officer
Balarampur Development Block

উপরিউক্ত ছবিটি একটি অজ্ঞাত পরিচয় বালিকার, যার নাম দেওয়া হয়েছে রিদ্ধিমা (RIDDHIMA) এই বালিকাটির বয়স- ৬ দিন, উচ্চতা-৪৬ সেমি, ওজন- ৩.৩৯ কেজি, গায়ের রঙ পরিস্কার, হারিয়ে যাওয়ার সময় একটি গোলাপি তোয়ালে মোড়া ছিল। যদি উপরিউক্ত বালিকাটির কোন পিতা, মাতা, অথবা আইনি কোনো অভিভাবক থেকে থাকেন, তাহলে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি (DCPU) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত, ফোন নং-(০৩৩-২৫৪৮-৬২৭৮) অথবা SICW (SAA), 20 & 22 কোলকাতা, বিশ্বাস রোড, বেকবাগান, কোলকাতা- ৭০০০১৯, ফোন নং - (৯৭৩৪৬৮০৪৮৪) তে এই প্রকাশনের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Memo No. 1629(2)/DICO/ N24 Pgs. Dt. 25.09.2026

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ AP/EL/20/26-27। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ AP/EL/20/26-27; কাজের নামঃ** বৈদ্যুতিক কাজের জন্যঃ **(I)** এসএসই/ডব্লিউ/ হাসিমারা অধিক্ষেত্রের অধীনে কালচিনিতে টাইপ-II ডাবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টার-এর ৮ ইউনিট প্রতিস্থাপন। **(II)** বৈদ্যুতিক কাজের জন্যঃ এসএসই/ডব্লিউ/ হাসিমারা অধিক্ষেত্রের অধীনে হাসিমারাতে টাইপ-II ডাবল স্টোরি স্টাফ কোয়ার্টার-এর ৮ ইউনিট প্রতিস্থাপন। **(III)** বৈদ্যুতিক কাজের জন্যঃ পিএসআরওয়াই স্টেশনে জরাজীর্ণ টাইপ-I কোয়ার্টারগুলোর পরিবর্তে টাইপ-II ডাবল স্টোরি ৮ ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টার-এর নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২২,৮৬,৫৬৩.৩৪ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৪৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়”

North Dum Dum Municipality

163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051

Notice Inviting E-Tender

Please visit Municipal website (**http://www. northdumdummunicipality.org**), WB TENDER e-portal and Notice board of this Municipality for apply to the e-quotation floated Vide NIeQ No. WBMAD/NDDM/ WW/NIeQ-304/2026-2027 Dated 25/09/2026.

Sd/-
Administrator
North Dum Dum Municipality

অক্টোবর, ২০২৬ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডেপুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি -র আওতাধীন ইউনিট-ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য **অক্টোবর, ২০২৬ মাসের** ই-নিলাম কর্মসূচিটি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে:-

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ি -এর জন্য

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ ও ২৮-১০-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন -এর জন্য

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ ও ২৮-১০-২০২৬

কাটিহার ডিভিশন -এর জন্য

ক্রম নং	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	অক্টোবর, ২০২৬	০৮-১০-২০২৬ ও ২৮-১০-২০২৬

আগ্রহী দরদাতাদের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) -এর মাধ্যমে বিড দাখিল করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নংঃ ০৪-ডিসিই-কন-এসডিএএইচ-২৬-২৭, তারিখঃ ২২.০৯.২০২৬। ডেপুটি সিই/কন/ পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং (৩য় তল), শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** টি. নং. ০৪-ডিসিই-কন-এসডিএএইচ-২৬-২৭ঃ (ডেপুটি সিই/কন/শিয়ালদহের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে দুই বছরের জন্য অফিস প্রেমিসেস, অফিসার্স রেস্ট হাউজ এবং অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংয়ের নবীকরণ, মেরামতি এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিবিধ কাজ)। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৭৪.৪৭ লাখ টাকা (আনুমানিক)। **বায়নামূল্যঃ** ১,৪৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। **খোলার তারিখ ঃ** ১৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। CON-39/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NADIA ZILLA PARISHAD

Krishnagar, Nadia.

Tender has been invited by the under signed from the bonafied Contractors for the following electrical works.
NIT-02/Elect/NZP of 2026-27
Name of work: Supply, installation and comunissioning of 4 nos. of High Mast Tower Lights within Barasat GP. & Kalynarayanpur Paharpur GP. under Ranaghat-I Block. Estimated put to tender ate Rs.**11.58 Lakh.**
Last date of submission of e-tenders is on **09/10/26 up to 2.30 p.m** Please see website **www.whprd gov in** or contact to this office.

Sd/-
District Engineer
Nadia Zilla Parishad

NIQ

O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ18/ 2026-27

Bid submission last date: 05/10/2026 up to 01:00 PM

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলএস/এইচডব্লুএইচ/ ১০/৫৬৮/ইএমইউ (ওপেন টেন্ডার) ফর ই-টেন্ডারিং ইন ওয়ার্কস্ কন্ট্র্যাক্ট অফ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম, তারিখঃ ২১.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ইএমইউ), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** তারকেশ্বর স্টেবলিং ইয়ার্ডে আলোর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৩,০২,৭৫৩.২৩ টাকা। **বায়না মূল্য (ইএমডি)ঃ** ৮৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ২১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪৬ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৮.০৯.২০২৬। **বন্ধের তারিখঃ** ১২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-349/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ এতদ্বারা শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশিত হয়েছে। অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৯-০৩

এসইকিউ নংঃ এএ/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ এডিভিটি-এসডিএএইচ-আরএইচএ-ওএসএন -৩৯-২৬-২ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)], **বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের ক্লাস্টার-VII স্টেশনের (অধিকারক্ষেত্রঃ হালিসহর থেকে রানাঘাট, রানাঘাট তেক শান্তিপুর, রানাঘাট থেকে গেদে, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল থেকে কল্যাণী সীমান্ত) স্টেশন এরিয়ার ভিতরে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **এসইকিউ নংঃ এএ/২, লট নং./ক্যাটেগরিঃ** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭১-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)], **বিবরণঃ** শিয়ালদহ স্টেশন জোন-এ (নর্থ এবং মেন কনকোর্স)-এর স্টেশন প্রেমিসেসের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে বাণিজ্যিক স্ট্যাটিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **এসইকিউ নংঃ এএ/৩, লট নং./ক্যাটেগরিঃ** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭৮-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রেমিস (নন-ডিজিটাল)], **বিবরণঃ** প্রফুল্ল দ্বার, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের ক্যান্টিলিভার বীম এবং পিলারের নির্দিষ্ট স্থানে স্ট্যাটিক ব্যাকলিট বিজ্ঞাপন বোর্ডের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **এসইকিউ নংঃ এবি/১, লট নং./ক্যাটেগরিঃ** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩১১৪৪-৪-২৬-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র), **বিবরণঃ** ১৩১১৭/১৮ (কলকাতা-লালাগোলা ধনধান্যে এক্সপ্রেস)-এর ০১ রেকে বাইরের দিকে (সম্পূর্ণ বডি) এবং কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিংয়ের মাধ্যমে (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম) বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **এসইকিউ নংঃ এবি/২, লট নং./ক্যাটেগরিঃ** এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-১২সি ০৭২২০৪-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টিরিয়র অ্যান্ড এক্সটিরিয়র), **বিবরণঃ** ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্মস্) ব্যবহার করে শিয়ালদহ ডিভিসনে চলাচলকারী প্রতিটি ১২ কোচের ০৫ তিন ফেজ ইএমইউ রেকের বাইরের দিকের সারফেসে সম্পূর্ণ বডি এবং কোচের ভিতরে নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০৩ বছর (প্রতিটির জন্য)। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ২৯.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা (প্রতিটির জন্য)।
বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-237/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘‘ইন্দো-তিব্বতীয় সীমান্ত পুলিশ বাহিনী’’

(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক)
ভারত সরকার

হেড কনস্টেবল (মোটর মেকানিক) - ২০২৬ পদে নিয়োগ

ইন্দো-তিব্বতীয় বর্ডার পুলিশ ফোর্স-এ জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিস, গ্রুপ ‘সি’ নন-গেজেটেড (নন-মিনিস্টেরিয়াল) পদের অন্তর্গত **হেড কনস্টেবল (মোটর মেকানিক)** পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য ভারতীয় পুরুষ নাগরিকদের (নেপাল বা ভুটানের নাগরিকসহ) কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিয়োগ প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে হলেও পরবর্তীতে তা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেতনক্রম হবে যথাক্রমে পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল-৪ ২৫,৫০০/-৮১,১০০/- টাকা এবং লেভেল-৩ ২১,৭০০/-৬৯,১০০/- টাকা (৭ম সিপিসি-এর নিয়ম অনুসারে)। নির্বাচিত প্রার্থীদের ভারতের যেকোনো স্থানে বা বিদেশেও দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। আবেদনকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, আবেদনের আগে যেন তারা নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করে নেন, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোনো হতাশার সম্মুখীন হতে না হয়।

২. পদভিত্তিক রোস্টার অনুযায়ী শূন্যপদের বিবরণ (ব্যাকলগ শূন্যপদসহ) নিচে দেওয়া হলোঃ

পদের নাম	পূরণযোগ্য মোট শূন্যপদ	সংরক্ষণ-সংক্রান্ত অবস্থা					মোট
		ইউআর	এসসি	এসটি	ওবিসি	ইডব্লুএস	
হেড কনস্টেবন (মোটর মেকানিক)	২১	৭	৪	০	৭	৩	২১

মন্তব্যঃ

ক) শূন্যপদের সংখ্যা সাময়িক এবং কোনো পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই তা বাড়তে বা কমতে পারে। শূন্যপদের সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন হলে তা আইটিবিপিএফ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট **https://recruitment.itbpolice.nic.in**-এর মাধ্যমে জানানো হবে।

খ) মোট শূন্যপদের ১০ প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। যদি উপযুক্ত বা যোগ্য প্রার্থীর অভাবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পূরণ না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাধারণ প্রার্থীদের যারা প্রাক্তন সেনাকর্মী নন দিয়ে সেই পদগুলি পূরণ করা হবে।

গ) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্রম বা পর্যায় পরিবর্তনের অধিকার আইটিবিপিএফ-এর রয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক কারণে যেকোনো পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল বা স্থগিত করার অধিকারও আইটিবিপিএফ সংরক্ষণ করে।

ঘ) **আবেদন ফিঃ** ১০০/- টাকা (একশ টাকা মাত্র)। তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং প্রাক্তন সেনাকর্মী বিভাগের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই ফি মকুব করা হয়েছে।

৩. **যোগ্যতার শর্তাবলিঃ**

ক)	বয়সসীমা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ		
	হেড কনস্টেবন (মোটর মেকানিক)	১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে	i) কোনো স্বীকৃত বোর্ড বা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০+২ (উচ্চ মাধ্যমিক) উত্তীর্ণ। ii) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে মোটর মেকানিক বিষয়ে সার্টিফিকেট এবং কোনো নামী কর্মশালায় ওয়ার্কশপ সংশ্লিষ্ট কাজে তিন বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অথবা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিন বছরের ডিপ্লোমা।

৪. প্রার্থীদের আবেদন শুধুমাত্র **https://recruitment.itbpolice.nic.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে গ্রহণ করা হবে। কোনো অফলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বয়সসীমা শিথিলকরণ, যোগ্যতার শর্তাবলী, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের পদ্ধতি, নিয়োগ প্রক্রিয়া, পরীক্ষা এবং বেতন ও ভাতাদি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রার্থীদের আইটিবিপিএফ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট **https://recruitment.itbpolice.nic.in**-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে পড়ে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত পরবর্তী যেকোনো তথ্য বা বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র আইটিবিপিএফ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। তাই, প্রার্থীদের সময়ে সময়ে আইটিবিপিএফ-এর নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইটটি দেখার এবং আবেদনের আগে যোগ্যতার মাপকাঠিগুলো সতর্কতার সাথে পড়ে দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে পরবর্তী পর্যায়ে কোনো হতাশাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়।

৫. যেসব প্রার্থীর আবেদনপত্র যথাযথ বলে বিবেচিত হবে, তাদের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অ্যাডমিট কার্ড (অনলাইন) ইস্যু করা হবে। প্রার্থীদের নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট **https://recruitment.itbpolice.nic.in** থেকে অনলাইন অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে। তাই, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় প্রার্থীদের একটি সঠিক ও সচল ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর প্রদান করতে হবে। প্রযুক্তিগত বা অন্য কোনো কারণে অ্যাডমিট কার্ড না পাওয়ার ক্ষেত্রে আইটিবিপিএফ দায়ী থাকবে না।

৬. নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা (পিইটি), শারীরিক মাপজোখ পরীক্ষা (পিএসটি), মূল নথিপত্র যাচাইকরণ (ডকুমেন্টেশন), লিখিত পরীক্ষা, ব্যবহারিক (দক্ষতা) পরীক্ষা, বিস্তারিত ডাক্তারি পরীক্ষা (ডিএমই) এবং পুনর্বিবেচনামূলক ডাক্তারি পরীক্ষা (আরএমই) ইত্যাদি।

৭. প্রার্থীদের শারীরিক উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষাটি সিএপিএফ এবং এআর-এর জিও ও এনজিও-দের নিয়োগ সংক্রান্ত ডাক্তারি পরীক্ষার অভিন্ন নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিচালিত হবে এই নির্দেশিকাগুলো এমএইচএ ইউ.ও. নং A.VI-1/2014-Rectt (SSB) তারিখ ২০.০৫.২০১৫ এবং A.VI.I/14-Rectt (SSB) তারিখ ২৪.০৮.২০১৫-এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছিল এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে তা সংশোধিত হয়েছে।

অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (২৮.০৯.২০২৬) তারিখ রাত ১২:০১ মিনিটে শুরু হবে এবং ২৭শে অক্টোবর, ২০২৬ (২৭.১০.২০২৬) তারিখ রাত ১১:৫৯ মিনিটে বন্ধ হবে।

CBC 19143/11/0013/2627
ডিআইজি (রিক্রুটমেন্ট)

ভারতীয় রেল কর্তৃক বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি-আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেসের মথুরা পর্যন্ত সম্প্রসারণের অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ভারতীয় রেল ১১৯০১ / ১১৯০২ বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি-আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে মথুরা স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার অনুমোদন দিয়েছে। এই সম্প্রসারণের ফলে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি ও মথুরার মধ্যে অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা চালু হবে, যা ঝাঁসি, আগ্রা ও মথুরার মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য আরও বেশি সুবিধাজনক হবে। অনুমোদিত এই সম্প্রসারণের ফলে, ১১৯০১ নম্বর ট্রেনটি এখন বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি থেকে মথুরা পর্যন্ত চলবে এবং ১১৯০২ নম্বর ট্রেনটি মথুরা থেকে যাত্রা শুরু করে আসবে। মথুরা পর্যন্ত সম্প্রসারণের ফলে ট্রেনটির মোট যাত্রাপথের দূরত্ব ২১৭ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ২৭০ কিলোমিটার হবে। সম্প্রসারিত পরিষেবার আওতায়, ১১৯০১ নম্বর ট্রেনটি বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি থেকে ১৬.০০টায় (বিকাল ৪টা) ছেড়ে মথুরায় ২৩.০০টায় (রাত ১১টা) পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ১১৯০২ নম্বর ট্রেনটি মথুরা থেকে ০৫.০৫টায় (ভোর ৫.০৫ মিনিট) ছেড়ে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসিতে ১২.৫০টায় (দুপুর ১২.৫০ মিনিট) পৌঁছাবে। পরিষেবার সম্প্রসারিত অংশে রাজা কি মান্ডি, রুনকুতা, দীন দয়াল ধাম এবং বাড স্টেশনে বাণিজ্যিক যাত্রাবিরতি থাকবে, যার ফলে এই স্টেশনগুলোর যাত্রীরা রেল পরিষেবার সুবিধা পাবেন। এই সম্প্রসারণ ঝাঁসি, আগ্রা ও মথুরার মধ্যে যাত্রী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সম্প্রসারিত রুটে অবস্থিত মধ্যবর্তী স্টেশনগুলোতে যাতায়াতের সুবিধা উন্নত করবে।

স্বচ্ছতা হি সেবা ও স্বচ্ছতা পক্ষওয়াড়া - ২০২৬

কলকাতা, ২৫শে সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে তার চারটি ডিভিশন জুড়ে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা' ২০২৬ অভিযানের আওতায় পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশগত সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই অভিযানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রেলওয়ে চত্বর জুড়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সচেতনতা কর্মসূচি এবং জনঅংশ গ্রহণমূলক উদ্যোগ। ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে খাপুর ডিভিশন গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে সার তৈরি (হোম কম্পোস্টিং) ও জৈব-সার তৈরির সুবিধা সম্পর্কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা প্রচার চালায়। স্টেশনের দোকান বা ভেন্ডিং এলাকাগুলিতে কাপড়ের ব্যাগের ব্যবহারের প্রচার করা হয় এবং সেই সঙ্গে প্লাস্টিকের বোতল চূর্ণ করার যন্ত্র (ক্রাশিং মেশিন) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্কুল এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে ' বা বর্জ্য-শূন্যতা বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যা টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত দায়িত্ববোধকে আরও উৎসাহিত করে। আদ্রা ডিভিশনে ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে পুরুলিয়া ও জয়চণ্ডী পাহা। রেলওয়ে স্টেশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল

এবং সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়ে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। এছা।া পুরুলিয়া রেলওয়ে কলোনিতে ' ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন' (Say No to Single-Use Plastics) -এর বার্তা প্রচারের লক্ষ্যে একটি সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে রাঁচি ডিভিশন এসডব্লিউএম বিধিমালা ২০২৬, বর্জ্য পৃথকীকরণ, কম্পোস্টিং এবং প্লাস্টিক বর্জন বিষয়ে 'গণ-সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করে। পার্সেলের বিভাগ ' কর্মসূচিতে অংশ নেয় এবং এর মাধ্যমে সামাজিক অংশগ্রহণ, পরিচ্ছন্নতা ও দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচার চালায়। চক্রধরপুর ডিভিশনে ২৪.০৯.২০২৬ তারিখে দায়িত্বশীল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ-বান্ধব টেকসই পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ' ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন'-এর বার্তা সম্বলিত একটি সচেতনতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযানও চালানো হয়।বিভিন্ন ডিভিশন জুড়ে গৃহীত এই উদ্যোগগুলি রেলওয়ে চত্বরকে আরও পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও টেকসই করে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।

স্বচ্ছতার জন্য শিক্ষণীয় সৃজনশীল কর্মসূচি বর্জ্য থেকে শিল্প

বিশেষ প্রতিবেদকঃ সম্প্রতি বজবজের সুভাষ গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সৃজনশীল ও অনুপ্রেরণামূলক স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি - কাবাড় সে কলা (বর্জ্য থেকে শিল্প) কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বি-পি)-এর সহায়তায় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। আয়োজনে ফ্লু লেস ফাউন্ডেশন নামক একটি অতি পরিচিত সমাজসেবী সংগঠন সংগঠন। বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ২৭৫ জন শিক্ষার্থী এবং ৩৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষক কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহনে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই কর্মসূচি পালিত হয়।পুরোনো ও অব্যবহৃত পোশাক এবং অন্যান্য ফেলে দেওয়া সামগ্রীকে কাজে লাগিয়ে তারা বিভিন্ন সৃজনশীল ও ব্যবহারযোগ্য শিল্পসামগ্রী তৈরি করে। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক সায়ন্তন দাস পুরকায়স্থ বলেন এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয় যে, বর্জ্য সামগ্রীকে শুধুমাত্র ফেলে দেওয়ার বস্তু হিসেবে না দেখে, সৃজনশীলভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য একটি সম্পদ হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ।এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিমিত ব্যবহার, পুনর্ব্যবহার এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ-এর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, দলগত কাজের মানসিকতা এবং পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও উসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধারণ বর্জ্য সামগ্রীকেও অর্থবহ, আকর্ষণীয় এবং ব্যবহারযোগ্য শিল্পসামগ্রীতে পরিণত করা সম্ভব। এই কর্মসূচি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দীর্ঘস্থায়ী জীবনযাপন এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আগামী দিনেও পালন করা হবে বলে জানান ফ্লু লেস ফাউন্ডেশনের পক্ষে সম্পাদক সায়ন্তন দাস পুরকায়স্থ।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বিনিয়োগকারীদের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে কলকাতার তাজ বেঙ্গলে একটি বিশেষ বিনিয়োগকারী সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২৬ উদযাপন করবে। এই আয়োজনে আতিথেয়তা, পর্যটন এবং বিনিয়োগ খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিত করা হবে।

এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গকে বিনিয়োগ-বান্ধব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হবে। এতে আতিথেয়তা, চা-বাগান কেন্দ্রিক পর্যটন, ঐতিহ্যবাহী স্থান, অবসর যাপন, সুস্থতা বা ওয়েলনেস (মিটিং, ইনসেনটিভ, কনফারেন্স ও প্রদর্শনী) এবং পর্যটন গন্তব্য উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার তার পর্যটন বিনিয়োগের সুযোগ এবং প্রবৃদ্ধির রূপরেখা উপস্থাপন করবে। এতে নতুন সম্ভাবনাময় পর্যটন গন্তব্যসমূহ এবং বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য বিদ্যমান নীতি ও আর্থিক পরিবেশের বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। আগ্রহ থেকে বিনিয়োগ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এই সম্মেলনে বড় ধরনের বিনিয়োগ সংক্রান্ত ঘোষণা দেওয়া হবে। এর আওতায় হোটেল ব্র্যান্ড, বিজনেস হোটেল, চা-বাগান কেন্দ্রিক পর্যটন, উত্তরবঙ্গের রিসোর্ট, ঐতিহ্যবাহী স্থান, অবসর যাপন এবং সুস্থতা বা ওয়েলনেস প্রকল্পের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিনিয়োগকারী সম্মেলনের সময় পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের নতুন ওয়েবসাইট চালু করা হবে এবং এরপর একটি সমন্বিত পর্যটন অ্যাপ উদ্বোধন করা হবে।

ডোমজুড়ে একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ের কাটলিয়া ঝাউতলা এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, বাড়ির মালিক গ্রেফতার। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে মাদক মজুতের খবর পেয়ে কাটলিয়ার ঝাউতলা এলাকায় ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ২১ কেজি। প্রথমে বাড়ির মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পরে মালিককে গ্রেফতার করা হয়। এই মাদক কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, সে বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধানে তদন্ত চালাচ্ছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

শিয়ালদহ ডিভিশনে আয়োজিত প্রথম গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস কর্মশালা

কলকাতা ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ কর্মী ও আধিকারিকরা পরিচিত হলেন উন্নত GeM 4.0 (GeM 4.0) প্ল্যাটফর্মের সাথে। পূর্ব রেলের বিভিন্ন বিভাগ ও ওয়ার্কশপে সাধারণ পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে GeM পোর্টালের ব্যাপক, কার্যকর ও স্বচ্ছ ব্যবহারের লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশন প্রথমবারের মতো GeM (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) কর্মশালার আয়োজন করে। নয়াদিল্লির গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস-এর ডিরেক্টর শ্রী অনুজ কুমার এবং শ্রী সায়ন্তন রায় অতিথি বক্তা হিসেবে এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। এতে শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন বিভাগের ২৫০ জনেরও বেশি আধিকারিক ও কর্মী ছাড়াও পূর্ব রেলের অন্যান্য ওয়ার্কশপ, ডিভিশন ও সদর দপ্তরের আধিকারিক এবং ব্রেথওয়েট-এর মতো সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার নির্দেশনায় এবং শিয়ালদহের সিনিয়র ডিভিশনাল মেটেরিয়াল ম্যানেজার শ্রী আশিস কুমার মিত্রের নেতৃত্বে এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়।এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্মী ও আধিকারিকদের উন্নত গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস ৪.০ প্ল্যাটফর্ম, এর ক্রয় প্রক্রিয়া, পরিষেবা এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত করা। এছাড়া, রেলের ক্রেতাদের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ সমস্যা এবং পোর্টাল ব্যবহারের সময় কোনো প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছাড়াই বিক্রেতাদের বিলের অর্থ প্রদানের বিষয়টিও এই অধিবেশনে আলোচিত হয়। গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস-এর বিশেষজ্ঞরা সহজ ও ব্যবহারিক পদ্ধতিতে পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেন, যা অংশগ্রহণকারীদের সিস্টেমটি ভালোভাবে বুঝতে, প্রযুক্তিগত সংঃদহ দূর করতে এবং প্ল্যাটফর্মটির আরও সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান করতে সহায়তা করে। গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস মূলত সরকারি সংস্থাগুলির সাধারণ পণ্য ক্রয়ের একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিস্তৃত পরিসরের পণ্য ও পরিষেবা পাওয়া যায়। কর্মশালায় স্বচ্ছতা, গুণমান এবং নির্ধারিত ক্রয় প্রক্রিয়া মেনে চলার পাশাপাশি এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের সুবিধাগুলি তুলে ধরা হয়।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিয়ালদহের ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা বলেন, গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস সরকারি ক্রয়ের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সুসংগঠিত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। এই কর্মশালার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হলো বিক্রেতা ও ক্রেতাদের হালনাগাদ পদ্ধতির সাথে পরিচিত করা এবং গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস-এর ব্যাপক ব্যবহারকে উসাহিত করা। এর ফলে ক্রয় প্রক্রিয়াটি আরও সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হবে।

রাষ্ট্রপতির আপত্তিতে আটকে গেল শুভেন্দু সরকারের 'গুন্ডা দমন' বিল

১-র পাতার পর-এই বিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া তিনটি জনস্বার্থ মামলা গত ৬ আগস্ট খারিজ করে দেন বিচারপতি তাপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি না মেলায় সেটিকে 'অকালপক্ক' বলে মামলাগুলি খারিজ করে আদালত। কিন্তু এই আইনি লড়াইয়ের মাঝেই প্রকাশ্যে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর বৈপরীত্য। অতীতে বেশ কয়েকটি জনসভায় এবং বিধানসভার ভেতরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার দাবি করেছিলেন যে, 'গুন্ডা দমন বিল'-এ রাজ্যপাল সই করেছেন এবং এটি ইতিমধ্যেই আইনে পরিণত হয়েছে। এমনকি গত ২৪ জুলাই ধর্মতলার প্রতিবাদ মিছিলে হিংসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে এই 'আইন' প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি। তবে হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের নিজস্ব আইনজীবীরা স্বীকার করে নেন যে, বিলটি এখনও রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে, ফলে তা আইনে পরিণত হয়নি। বিচারপতির বেঞ্চও স্পষ্ট জানিয়েছে, বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে গ্যাজেট বিজ্ঞাপিত হলে তবেই মামলাকারীরা পুনরায় আইনি বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

বঙ্গ বিজেপির জেলা সংগঠনেও

১-র পাতার পর-বিভিন্ন মোর্চার নেতৃত্বেও বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য কমিটিতে পাঁচজন নতুন সহ-সভাপতিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক পদেও আনা হয়েছে চার নতুন মুখ। সাধারণ সম্পাদক পদে মোট পাঁচজনের মধ্যে একজনের পরিবর্তন হয়েছে। বাকি চারজন তাঁদের পদে বহাল রয়েছেন। লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং শশী অগ্নিহোত্রী-সহ পুরনো সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে চারজনকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরানো হয়েছে বাপি গোস্বামীকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন বিজন গোস্বামী। দলীয় সূত্রে খবর, সাংগঠনিক কাঠামোয় উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব এবং 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতির বিষয়টিও এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কেও সহ-সভাপতি পদ থেকে সরানো হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামল

১-র পাতার পর-প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, তার নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের সওয়াল করেছেন মামলাকারী। মামলায় কেবল প্রধান নির্বাচন কমিশনারই নন, সরকারি দায়িত্ব পালনে চরম গাফিলতির অভিযোগে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার মণীশ গর্গ এবং ডিজি (আইটি) সীমা খন্নাকেও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩২ নম্বর ধারার অধীনে তদন্ত ও বিচারের মুখোমুখি করার দাবি তোলা হয়েছে। ২০২৩ সালের কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী সরকারি কাজের জন্য কমিশনারদের বিশেষ আইনি সুরক্ষাকবচ থাকলেও মামলাকারীর যুক্তি, একক ভাবে সিইসি-র সিদ্ধান্ত চাপানোর কোনও আইনি অধিকার নেই।

'সরকার সরাসরি ধান কিনবে

১-র পাতার পর-স্টেশন এবং পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের চৌবেরিয়ায় ইডেন খালের ওপর নতুন সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এ দিন। মঞ্চ থেকে ১২৫ দিনের 'জি রাম জি' কাজ, অন্নপূর্ণা, আবাস, আয়ুষ্মান ভারত ও 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী পুনর্নবীকরণ করেন তাঁর পুরনো প্রতিশ্রুতি। দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যে অনতিবিলম্বে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি), লাভ জিহাদ এবং ল্যান্ড জিহাদ বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী।

গড়িয়ার স্কুলে টানা তিনদিন বন্ধ মিড-ডে মিল, আসছে না ফান্ড!

১-র পাতার পর-হাজার টাকা। আলুর দোকানে ১২ হাজার টাকা ধার নেওয়া হয়েছে। পাওনাদাররা বারবার টাকা চাওয়ায় বিব্রত হয়ে মিড-ডে মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এমনটাই অভিযোগ করেছেন প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক বলেন, ''গত তিন মাস মিড ডে মিলের ফান্ড আপাতত বন্ধ রয়েছে। পুরসভায় বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। গত বুধবার থেকে বাধ্য হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ মিড ডে মিল বন্ধ রেখেছে। ডিআই ম্যাডাম সদুত্তর দিতে পারেননি। প্রত্যেকদিন ২০০ থেকে ২৫০ বাচ্চা মিড-ডে মিল খায়। তারা সমস্যায় পড়েছে। শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে চলেছিল এতদিন।

মিলন প্রধানের রক্ষাকবচের নির্দেশ খারিজ

১-র পাতার পর-কড়া ভাষায় তাঁর পর্যবেক্ষণ, যদি কোনও ব্যক্তি গ্রেফতার হন, তবে তিনি নিয়ম মেনে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন। যদি নতুন করে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়, তবে আগাম জামিনের আবেদন করা যেতে পারে। কিন্তু একটি ফৌজদারি মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চ কীভাবে এভাবে রক্ষাকবচ প্রদান করতে পারে, তা ভেবে আমি সত্যিই বিস্মিত! আইনের চোখে এই ধরনের সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই। শুনানি চলাকালীন মিলন প্রধানের আইনজীবী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাংবিধানিক অধিকার ও প্রচারের স্বাধীনতার যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেন। তবে সেই যুক্তি শুরুতেই উড়িয়ে দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, কেবলমাত্র নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন বলেই কাউকে আইনের স্বাভাবিক গতি থেকে বিশেষ ছাড় বা বাড়তি সুবিধা দেওয়া যায় না। রক্ষাকবচ চেয়ে এই ধরণের মামলা দায়ের করার আবেদন আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। পরিস্থিতি অনুকূল না দেখে প্রধান বিচারপতি মিলনের আইনজীবীকে অবিলম্বে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

বারুইপুর আদালত চত্বরে আইনজীবীকে ডিম ছোড়ার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা কলকাতা হাই কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বারুইপুর আদালত চত্বরে আইনজীবী তথা বামনেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে এই মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেয়। মামলায় আদালত বান্ধব হিসেবে আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেছে আদালত। ঘটনাটি নিয়ে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, আজকে একজন আইনজীবীকে আক্রমণ করা হয়েছে। কালকে এ, বি, সি-কে আক্রমণ করা হবে। এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনা বন্ধ হওয়া দরকার। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তির নিরাপত্তা নিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে সওয়াল করা আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও হলফনামা চেয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মামলাটির পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। ঘটনার সূত্রপাত ভাঙড় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। গত ২২ সেপ্টেম্বর সভাপতি পদে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসুর পরিবর্তে স্থানীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে বসানোর দাবিতে বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় আইএসএফের ছাত্র সংগঠন। এরপর সোমবার সায়ন্তন বসু ভাঙড় কলেজে গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। তাঁকে কলেজে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে এসএফআই এবং আইএসএফের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতির কারণে কিছু সময় কলেজের বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করতে হয় বিজেপি নেতাকে। এর পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সায়ন্তন বসুর সমর্থনে পালটা স্লোগান দিতে শুরু করে এবিভিপি। দুই পক্ষের স্লোগান-পালটা স্লোগানকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে বচসা থেকে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাঙড় থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে জানা যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশের ঘেরাটোপে কলেজে প্রবেশ করেন সায়ন্তন বসু এবং পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কলকাতা ও বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে চিকিৎসা কক্ষ এবং ওষুধের দোকান চালুর জন্য পূর্ব রেলের চুক্তি প্রদান

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায়, বহরমপুর কোর্ট এবং কলকাতা রেলস্টেশনে ওষুধের দোকান সহ জরুরি চিকিৎসা কক্ষ (ইএমআর) স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলকাতার এসকাগ সঞ্জীবনীর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই উদ্যোগটি সার্বক্ষণিক চিকিৎসা প্রস্তুতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমগ্র নেটওয়ার্কে যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং জননিরাপত্তা পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে। এই জনহিতকর প্রকল্পের মাধ্যমে যাত্রীরা চব্বিশ ঘণ্টা জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা, যার মধ্যে রয়েছে ২৪ঘন্টা প্রাথমিক চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সহায়তা, অন-সাইট ফার্মেসির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে লাভ করতে পারবেন, যা একই সাথে রেলের জন্য নন-ফেয়ার রেভিনিউ বা ভাড়া বহির্ভূত রাজস্ব আয় করবে।স্থানীয় স্তরে উন্নত জনসচেতনতামূলক সুবিধার গুরুত্ব তুলে ধরে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা জোর দিয়ে বলেন যে, সরাসরি স্টেশনের চত্বরে সম্পূর্ণ সজ্জিত জরুরি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংকটময় সময়ে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করে। যাত্রীদের সুবিধার্থে গড়ে এই পরিকাঠামো জরুরি সহায়তা ।

AFFIDAVIT

I, Ajay Deuri, S/O. Tarakanta Deuri, Residing at Vill. Feshyabari, P.O. Kalpani , P.S. Ghoksadanga, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736171. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2009 0881033, Wherein my and my father's name has been recorded as Ajoy Dewari, S/O. Tarakanta Dewari . That Said Ajay Deuri and Ajoy Dewari, is one and same identical person. That Said Tarakanta Deuri and Tarakanta Dewari , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 20, Date . 25/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Manirul Hossain, S/O. Bahar Ali , Residing at Vill. Kalakata , P.O. Panishala. P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That my father's full, good and correct name is Bahar Ali , Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2000 0865799, Wherein my father's name has been recorded as Md Ali . That Said Bahar Ali and Md Ali, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 13, Date. 25/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Barsha Khatun (old name), D/O Mithu Sekh, resident of Vill: Karimpur, PO: + PS : Nalhati, Birbhum 731220, wb do hereby declared that I have changed my name from Barsha Khatun to Farida Yeasmin (correct name) and henceforth I shall be known as Farida Yeasmin in all purpose, vide affidavit No 14187 sworn before the Ld Executive Magistrate at Rampurhat on 26.06.2026 Farida Yeasmin and Barsha Khatun both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Mizanur Rahman, S/O. Late Habibar Rahaman, Residing at Vill. Balarampur, P.O. Balairhat , P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar. Pin code. 736134. That my full, good and correct name is Mizanur Rahman, Which is recorded in my Voter Card. That in my new online Driving Licence Card Vide No. WB63 2011 0917504, Wherein my name has been recorded as Minanur Rahman. That Said Mizanur Rahaman and Minanur Rahman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 17, Date. 25/09/26 . Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Bipul Chandra Barman, S/O. Jagat Chandra Barman, Residing at Vill. & P.O. Dewanhat Mowamari, P.S. Kotwali, Dist . Coochbehar, Pin Code. 736134. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2019 0001157, Wherein my and my father's name has been recorded as Bipul Ch. Barman, S/O. Jagat Ch. Barman. That Said Bipul Chandra Barman and Bipul Ch Barman, is one and same identical person. That Said Jagat Chandra Barman and Jagat Ch. Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 15, Date. 25/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Iliyar Rahaman, S/O. Manirul Mia, Residing at Vill. Khasbas , P.O. Dhalpal , P.S. Tufanganj, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736159. That my father's full, good and correct name is Manirul Mia , Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2003 0862864, Wherein my father's name has been recorded as Manirul Miya. That Said Manirul Mia and Manirul Miya, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 18, Date. 25/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Nurnabi Hoque , S/O. Abed Ali , Residing at Vill & P.O. Balakandi , P.S. Dinhata , Dist. Coochbehar. Pin Code. 736173. That my full, good and correct name is Nurnabi Hoque, Which is recorded in my Voter Id Card and my Madhyamik Admit Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2017 0994742, Wherein my name has been recorded as Nur Nabi Haque. That Said Nurnabi Hoque and Nur Nabi Haque, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 11, Date . 25/09/26 . Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Dulal Barman , S/O. Nouka Barman, Residing at Vill & P.O. Ghughumari , P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736170. That my father's full, good and correct name is Nouka Barman, Which is recorded in my Voter Id Card. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1996 0864365, Wherein my father's name has been recorded as Maku Barman. That Said Nouka Barman and Maku Barman, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.16, Date.25/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, MD BABURALI TARAFDAR alias MH BABURALI TARAFDAR (Old Name) S/O Late Altama Hosen Tarafdar Residing at Vill.-Dogachia, P.O.-Dogachia Monmohanpur, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743245 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from MD BABURALI TARAFDAR, MH BABURALI TARAFDAR(Old Name) to BABURALI TARAFDAR(new name) and henceforth I'll be known as BABURALI TARAFDAR(New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 15272 Dated 23/09/2026. MD BABURALI TARAFDAR, MH BABURALI TARAFDAR and BABURALI TARAFDAR all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AMIT TARAFDER (Old Name) S/o Amar Tarafder(Old Name) Residing at Vill.-Chakmanigram, P.O.-Panchita, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743235 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my & my father's name from AMIT TARAFDER (Old Name) S/o Amar Tarafder(Old Name) to AMIT TARAFDAR S/o Late Amar Tarafdar and henceforth we'll be known as AMIT TARAFDAR(New Name) S/o Late Amar Tarafdar(New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, vide affidavit No. 15285 Dated 23/09/2026. AMIT TARAFDER S/o Amar Tarafder to AMIT TARAFDAR S/o Late Amar Tarafdar all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Paresh Chandra Debnath (Old Name),S/O Jogendra Debnath , Residing at Palla Road ,PO-Palla,North 24 Parganas,Pin-743701 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Paresh Chandra Debnath (Old Name) to Paresh Debnath (new name) and henceforth I'll be known as Paresh Debnath (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 23/09/2026. Paresh Debnath (New Name) and Paresh Chandra Debnath (Old Name) both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Abul Faramoz, S/O Late Basir Saikh, গ্রাম পোঃ মধুরা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম ৭৩১২৩০, পশ্চিমবঙ্গের বাসিঃদা। আমার সঠিক নাম Abul Faramoz, S/O Basir Saikh. কিন্তু আমার WBBSE সার্টিফিকেটে বাবার নাম Late Basiruddin লেখা আছে। আবার আমার আধার, ভোটার ও প্যান কার্ডে বাবার নাম Basir Saikh লেখা আছে। ০২.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম কোর্টের ৬০৪৫ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Basir Saikh and Late Basiruddin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Baban Choudhari, SO Amla Choudhari, VillPO: Maluti, PS: Shikaripara, Dist: Dumka, Jharkhand, 816103 বাসিন্দা। আমার ছেলে Aninda Chowdhury ব্রাহ্মণীগ্রাম লক্ষ্মীতলাপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১৮, পোথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার ডাক নাম Probodh Chowdhury যা ছেলের জন্ম শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, WBBSE এডমিড এবং সমস্ত শিক্ষাগত শংসাপত্রে লেখা রয়েছে। ১৪.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় কোর্টের ১৭৪০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Baban Choudhari and Probodh Chowdhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, RAJUB PRAMANIK (Old Name) S/o SATYAJIT PRAMANIK Residing at 20/39, Biplabi Barin Ghosh Sarani, P.O. Ultadanga Main Road, P.S. Maniktala, Kolkata-700067 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from RAJUB PRAMANIK (Old Name) to RAJIB PRAMANIK(new name) and henceforth I'll be known as RAJIB PRAMANIK(New Name) as declared before the Notary Public at Dated 25/09/2026. RAJUB PRAMANIK(Old Name) and RAJIB PRAMANIK(new name) both are same and one identical person.

ফরাক্কা থেকে কলকাতা, হুগলি নদী বেয়ে ৪১০ কিলোমিটার পাড়ি দেবে এনসিসি-র তরুণ নাবিকদল, সঙ্গে দেবেন সচেতনার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতিবছরের মতো এবছরও হুগলি নদীতে শুরু হল জাতীয় নৌযাত্রা অভিযান, যা 'হুগলি সকল্প -মেনু ২০২৬' নামে পরিচিত । শুক্রবার ফরাক্কা ব্যারেজের লগ গেট জেটি থেকে এই অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম এনসিসি ডিরেক্টরেটের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এপিএস চাহাল। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তিনি এই রোমাঞ্চকর যাত্রার সূচনা করেন। আগামী কুড়ি দিন ধরে চলবে এই অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে বাছাই করা ৬০ জন এনসিসি ক্যাডেট এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ৩৫ জন মহিলা এবং ২৫ জন পুরুষ ক্যাডেট রয়েছেন। ফরাক্কা থেকে কলকাতা পর্যন্ত হুগলি নদী বরাবর ৪১০ কিলোমিটার অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং নদীপথ অতিক্রম করবে এই দল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের সহযোগী সংস্থার আধিকারিকরা। ক্যাডেটদের উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন বহু প্রাক্তন এনসিসি অফিসারও। সাংবাদিকদের

মুখোমুখি হয়ে মেজর জেনারেল এপিএস চাহাল বলেন, এটা সাধারণ নৌযাত্রা নয়। এখানে ক্যাডেটরা তাদের নটিক্যাল স্কিল, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, দলগত সংহতি এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মানসিকতার পরীক্ষা দেবেন। নদীপথে চলার সময় তাদের জোয়ার- ভাটা, স্রোত এবং আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে হবে, যা তাদের ভবিষ্যতে একজন দক্ষ নেতা হিসেবে গড়ে তুলবে। তিনি আরও জানান, এই ২০ দিনের যাত্রাপথে তরুণ নাবিকদল সাতটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিরতি নেবে। জঙ্গিপুর, বহরমপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ, দক্ষিণেশ্বর সহ মোট সাতটি জায়গায় থামবে তারা। প্রতিটি বিরতিতে তারা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পালন করবে। তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচির মধ্যে থাকছে কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির প্রচার - যেমন 'নেশা মুক্ত ভারত', 'টিবি মুক্ত ভারত', 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'। পরিবেশ সংরক্ষণ, গঙ্গা দূষণ রোধ এবং যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার বার্তাও দেবেন ক্যাডেটরা। সূত্রের খবর, এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ৬০ জন ক্যাডেটকে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে এনসিসি-র বিশেষ নৌ প্রশিক্ষণ শিবিরে কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাঁতার, নৌকা চালানো, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডিরেক্টরেটের এক উর্ধ্বতন আধিকারিক বলেন, নারী শক্তির বিকাশ এই অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাই এবার মহিলা ক্যাডেটদের সংখ্যা বেশি রাখা হয়েছে। ৩৫ জন মহিলা ক্যাডেটের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে মেয়েরা কোনও অংশেই পিছিয়ে নেই। তিনি জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম ডিরেক্টরেটের অধীনে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার এনসিসি ক্যাডেট রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই মহিলা এবং প্রতি বছর মহিলা ক্যাডেটদের সংখ্যা ও সক্রিয়তা বাড়ছে। এই অভিযান শুধু একটি নৌযাত্রা নয়, এটি যুব সমাজের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় সংহতি এবং পরিবেশ সচেতনতার বীজ বপন করবে বলে মনে করছে এনসিসি ডিরেক্টরেট। ২০ দিন পর কলকাতায় এই ঐতিহাসিক যাত্রা শেষ হবে।

হাসপাতালে আগুন লাগলে কী করবেন, দমকলের মক ড্রিলে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ অগ্নিকাণ্ডের মতো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং রোগী ও হাসপাতাল কর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি বিভাগে মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দমকল বিভাগের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এদিনের মক ড্রিলে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের স্টাফ নার্সিং কর্মী সহ অন্যান্য কর্মীরা অংশ নেন। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে আগুন লাগলে দ্রুত কী পদক্ষেপ করতে হবে কীভাবে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রাথমিক পদ্ধতি কী তা হাতে কলমে দেখান দমকল কর্মীরা। পাশাপাশি আগুন লাগার সময় রোগী ও হাসপাতালের অন্যান্যদের কীভাবে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে এবং কর্মীরা দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই এই মক ড্রিল বলে দমকল বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। হাসপাতাল কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এদিনের প্রশিক্ষণ পর্ব সম্পন্ন হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস্ ম্যানেজার/বিএই কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য** পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ডিপো এবং শিয়ালদহ ডিভিসনের ই-অকশন কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত আংশিক সংশোধন করা হয়েছেঃ **(১) জামালপুর ডিপোঃ** বর্তমান তারিখঃ ৩০.০৯.২০২৬, ০৮.১০.২০২৬, ১৫.১০.২০২৬ ও ২৮.১০.২০২৬। **সংশোধিত তারিখঃ ০৩.১০.২০২৬, ০৮.১০.২০২৬, ১৫.১০.২০২৬, ২৬.১০.২০২৬ ও ৩০.১০.২০২৬। (২) শিয়ালদহ ডিভিসনঃ** বর্তমান তারিখঃ ৩০.০৯.২০২৬, ০৮.১০.২০২৬, ১৬.১০.২০২৬ ও ২৯.১০.২০২৬। **সংশোধিত তারিখঃ ০৬.১০.২০২৬, ০৯.১০.২০২৬, ১৬.১০.২০২৬ ও ২৭.১০.২০২৬।** অন্যান্য সকল ডিপো/ডিভিসনের জন্য অকশন কর্মসূচী পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হবে।

STORES-37/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২১-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, **টেন্ডার নং ঃ ২৯-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার জং.-এ এডিইএন/এইচকিউ/ আলিপুরদুয়ার জং.-এর এখতিয়ারাধীন কলোনির পাশ দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৪,৫০,৮৯,৬৮৪.২০/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৯,০১,৮০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। ওপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহসম্পূর্ণ তথ্য **১৩-১০-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PASCHIM BARDHAMAN ZILLA PARISHAD
Asansol

Notice Inviting Tender

E Tender Notice No. e-NIT No.10 of 2025-2026 Memo No.3124/e-NIT/PSBZP dated 25.09.2026 Please visit to the website www.tenders.wb.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.

Sd/-
District Engineer
Paschim Bardhaman Zilla Parishad

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

The Executive Assistant, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15 th FC. eNIT Ref.: 396/15th FC/2026, dt. 07.08.2026: Sl-1, Tender ID: 2026_ZPHD_5022818; Sl-2, Tender ID: 2026_ZPHD_5022855; Sl-3, Tender ID: 2026_ZPHD_5022871, Date of bid submission start from: 09.09.2026 at 6.00 PM. Bid submission end date: 28.09.2026 at 2.00 P.M. Bid opening date: 02.10.2026 at 2.00 P.M. eNIT Ref.: 408/15th FC/2026, dt. 21.09.2026: Sl-1, Tender ID: 2026_ZPHD_5075172; Sl-2, Tender ID: 2026_ZPHD_5075186; Sl-3, Tender ID: 2026_ZPHD_5075203, Date of bid submission start from: 24.09.2026 at 6.55 PM. Bid submission end date: 05.10.2026 at 2.00 P.M. Bid opening date: 07.10.2026 at 2.00 P.M. eNIT Ref.: 409/15th FC/2026, dt. 21.09.2026: Sl-1, Tender ID: 2026_ZPHD_5075025; Sl-2, Tender ID: 2026_ZPHD_5075097; Sl-3, Tender ID: 2026_ZPHD_5075109; Sl-4, Tender ID: 2026_ZPHD_5075147, Date of bid submission start from: 24.09.2026 at 6.55 PM. Bid submission end date: 05.10.2026 at 2.00 P.M. Bid opening date: 07.10.2026 at 2.00 P.M.

For more details please visit website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Radhanagar Gram Panchayat

TENDER NOTICE

NIeT No.: 03/BDO/PUN/2026-27, Date:-24.09.2026

E-Tender for 15 nos (Fifteen) scheme is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors. Tender Documents download, Bid submission and other details will be available at **http://tenders.wb.gov.in** portal from **24.09.2026, 06.00 pm.**

Sd/-
Block Development Officer
Puncha Development Block

চার মাস পর আবার গবাদি পশুর হাট, নতুন নিয়মে খুলবে দরজা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ চার মাসের অচলাবস্থা কাটিয়ে আবার গবাদি পশুর হাট চালুর উদ্যোগ। তবে আগের মতো

নয়, নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই হাট চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। হাট চালুর জন্য নতুন এসওপি তৈরির কাজও শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাণী সম্পদ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো। বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে গত কয়েক মাস ধরে রাজ্যের একাধিক গবাদি পশুর হাট বন্ধ ছিল। এর জেরে সমস্যায় পড়েছিলেন হাটের ব্যবসায়ী, পশুপালক এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। হাটকে কেন্দ্র করে কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকে পেশা বদলাতেও বাধ্য হন। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের পাশাপাশি আন্দোলনও শুরু হয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মিছিল করে সারা বাংলা পশু -পক্ষী হাট বাঁচাও সমিতি। হাটে ফের গবাদি পশু কেনাবেচার দাবিতে দফতরের মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুণ্ডুর দাবি, রাজ্য জুড়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা হাটের সঙ্গে যুক্ত। হাট বন্ধ হওয়ার পরে বিভিন্ন জেলায় সংগঠন তৈরি করে তাঁরা আন্দোলন চালান। তাঁর কথায়, সেই আন্দোলনের পরেই সরকার হাট খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে হাট খুললেও একাধিক নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক হবে। গরু বিক্রির ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড হাট হওয়া প্রয়োজন। হাটে জল, পশু চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রাখতে হবে। অসুস্থ গবাদি পশু হাটে ঢুকছে কি না, তা নজরদারি করবেন প্রাণী চিকিৎসকেরা। হাটের পরিকাঠামো এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখার পরে জেলা প্রশাসন লাইসেন্স দেবে। গবাদি পশু পরিবহণের ক্ষেত্রেও একাধিক বিধি থাকবে। পশুকে গাদাগাদি করে পরিবহণ করা যাবে না বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, পশুর উপর কোনও ধরনের অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না। বিনপুরের হাট মালিক তেমুর আলি খান বলেন, এটা খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। গবাদি পশু বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা সমস্যায় পড়েছিলেন। সরকার কী নিয়ম দেয়, সেটার অপেক্ষায় আছি। ঝাড়গ্রাম জেলা মুসলিম সমন্বয় কমিটির সভাপতি নবার আলির বক্তব্য, হাট বন্ধ থাকায় চার মাস ধরে বহু মানুষ আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। অনেকে কাজের সন্ধানে ভিন্ রাজ্যে চলে গেছেন। হাট চালু হলে তাঁরা আবার গ্রামে ফিরবেন বলে তাঁর আশা। তাঁর মতে, এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিও ফের গতি পাবে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Arambagh Electrical Sub- Division, P.W.Dte. invites Quotation for the work of Supply of electrical materials for day to day electrical maintenance work at different maintenance sites under Arambagh Electrical Sub-Division, P.W.Dte"

NIQ No.- NIQ-06/Q of 2026-27

Bid submission closing date: 06/10/2026 upto 02.00 P.M.
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Assistant Engineer, P.W.Dte.
Arambagh Electrical Sub-Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Arambagh Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites Quotation for the work of "Urgent repair and replacement of EI work in the court complex and Judges Quarters (Saptaparni) of Arambagh Sub-Divisional Court and other sites under Arambagh Electrical Sub-Division, PWDte."

NIQ No.- NIQ-05/Q of 2026-27

Bid submission closing date: 06/10/2026 upto 02.00 P.M.
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Assistant Engineer, P.W.Dte.
Arambagh Electrical Sub-Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Arambagh Electrical Sub-Division, P.W.Dte. invites Quotation for the work of "Emergency repairing of 48" ceiling fan, & exhaust fan at different sites under Armbagh Electrical Section - III, P.W.D."

NIQ No.- NIQ-04/Q of 2026-27

Bid submission closing date: 06/10/2026 upto 02.00 P.M.
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Assistant Engineer, P.W.Dte.
Arambagh Electrical Sub-Division

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 336 — **Tender Notice Date: 25/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 336/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 25/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 10/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 335 — **Tender Notice Date: 25/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 335/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 25/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.

Last date of E-Submission: 10/10/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 575/PWD/ROAD/ BMC, Dated- 25/09/2026
(ii) NIT No.576/PWD/ROAD/ BMC, Dated : 25-09-2026

e-Tender has been invited for **Construction of drain with cover slab and improvement of road, Development of Swerage and drainage system at different locations Under BMC.** For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1043130_1 and 2 (ii) 2026_MAD_1043142_1]** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board.(i) and (ii) **Last date of Bid submission 10/10/2026 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

Press Notice

Sealed tenders are invited by the undersigned from the eligible, bonafide, experienced, resourceful contractors vide **NIT no. 03/BDO/BZR of 2026-27/Sl no.01 to Sl no.54 dated. 21.09.2026** for execution of **54** nos scheme under **PBSSM_2026-27** fund as per schedule below:-

Schedule of Tender

Date of publication of NIT : 21-09-2026
Last Date & Time of application for purchasing tender form : 01-10-2026 upto 02:00 PM
Last Date & Time of issue of tender form : 01-10-2026 upto 02:00 PM
Last date & Time of dropping of tender bid: 01-10-2026 upto 03:00 PM
Date & Time of Tender opening: 01-10-2026 at 04:00 PM
For more details please visit/contact to the office of the undersigned.

Sd/- Block Development Officer
Barabazar Developmet Block

NADIA ZILLA PARISHAD
Krishnagar, Nadia.

E-auction of Maniknagar-Bahirchara Ferry Ghat (3rd Call) are invited vide memo no. 2481/NZP, dated. 25/09/2026 by the undersigned. The details of the scheduled are as follows:

Sl. No.	Events	Dates	Time
1	Publishing date & time	28.09.2026	01.00 PM
2	Documents submission / Payment start date& time	28.09.2026	02:00 PM
3	Documents submission/Payments end date	04.10.2026	05:00 PM
4	Documents/Payment approval start date	05.10.2026	11:00 AM
5	Documents/Payment approval end date	07.10.2026	05:30 PM
6	Auction start date & time	08.10.2026	11:00 AM
7	Auction end date& time	08.10.2026	03:00 PM

Please see the website: www.nadiazillaparishad.in or contact to this office.

Sd/-
Secretary
Nadia Zilla Parishad.

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online Tender for the works :

1) Maintainance work of civil outside Nabanna Building during the year 2026-27. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.3,04,510/-**.

2) Emergent preparation of rooms (Gr. Floor & 1st Floor) inside the Dumurjola Indoor Stadium,Howrah to convert Warehouse for storage of EVM of West Bengal State Election Commission i.c.w forthcoming Municipal Election, Howrah during the year 2026-27. Estimated Amount Put to Tender : **Rs.6,84,964/-**.

3) Emergent Repairing at the office chamber of OSD and other works at 14th floor of Nabanna Building, Mandirtala, Howrah during the year 2026-2027.Estimated Amount Put to Tender: **Rs.1,94,384/-**.

4) Operation & Routine Maintenance for 150KLD Sewage Treatment Plant at Nabanna during the year 2026-27.Estimated Amount Put to Tender : **to be quoted**.

N.I.e.T. No. : **WBPWD/EE/HD/NIeT_572026_2027**.
Tender ID : **2026_WBPWD_ 5075619_ 1/2/3/4**.
Bid Submission Start Date (online) : **26.09.2026** up to **10:00 A.M**
Bid Submission End Date (online) : **03.10.2026** up to **13.30 P.M**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https:// tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

OFFICE OF THE
HATGACHHA-II GRAM PANCHAYAT
BARBERIA,SOMRUK,ULUBERIA,HOWRAH-711316
Notice Inviting e-Tender
Tender Ref:-WB/HZP/ULUBERIA-I/HAT-II/eNIT-01/2026-27,

Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan, Hatgachha-II Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of **Seven (7) nos**. work within Hatgachha-II Gram Panchayat, Howrah. Last date of submission of Tender up to **29/09/2026 at 11:00 Hrs**. Time and Date for opening Technical Bid/Bids **01/10/2026 at 11:00 Hrs**. Details are available in **https://tenders.wb.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/-Pradhan
Hatgachha-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICR
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Katshila, Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No. 2774/BDO/JLD-II — Dated: 24/09/2026

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIeT No.-03(e)/BDO/JLD-II/2026-27 dt.24.09.2026, for 22 no. scheme **(Tender ID- 2026_DM_5075410_1 to 2026_DM_5075410_22)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 02.10.2026 up to 6-00 pm respectively.
Details may be obtained from website: **https://tenders.wb.gov.in**.

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda II Development Block

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/(S_D)/DPS/26-27/07
Name of the Work: **Thorough repairing at inside of Dilapidated establishment office room and adjacent Toilet block at 1st Floor of DWF compound under PBPS.** Estimated Cost: ₹ **4,93,138.31**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.10.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.09.2026 at 2 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/CEN/26-27/114/12 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of sewer trench by providing CC pavement from 88, Krishnanagar to 90, Krishnanagar in Ward No.-142, Br.-XVI.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,70,130.14**. Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Bid submission start date & time (Online): **25.09.2026 at 1 p.m.** Last date and time of submission of Bid (Online): **03.10.2026 at 1 p.m.** Date and time of opening of Technical Bid: **05.10.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 at 1 p.m.** The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Crematorium, KMC** invites percentage rate e-Tender online in two bid system for following work:

NIT No.: KMC/NBG/LTG/CRM/e-11/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Supply & fixing of Grate (steel cast) used in wood based crematorium at wooden pyres of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of contract: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **05.10.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 at 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/ Zone-III, KMC** invites e-Tender online, two part Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/61
Name of the Work: **Temporary lighting arrangement at Gopal Nagar Road, Chetla Hut Road, Kalabagan and other different places for upcoming Durga Puja festival in Ward No.-74 under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,48,962.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/62
Name of the Work: **Arrangement of temporary lighting on the occasion of Durga Puja-2026 at Balaram Bose Ghat Road, Harish Chatterjee Street, Madan Pal Lane, H. M. Road in Ward No.-73 under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,28,832.00.** Earnest Money: ₹ **2,600.00.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/63
Name of the Work: **Arrangement of temporary lighting on the occasion of Durga Puja-2026 at Dhirendra Ghosh Road, Rupnarayan Road, D. L. Khan Road, Turf Road, H. M. Road in Ward No.-71 under Br.-IX.** Estimated Amount: ₹ **1,27,490.00.** Earnest Money: ₹ **2,600.00.** Period of contract: **07 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of completion of Bid: **05.10.2026 upto 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Tender (Technical) opening date and time: **05.10.2026 at 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 from 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). For full and further details, please visit the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only (For Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/VI/060/010/2026-2027/R/2nd Call
Name of the Work: **Priming, painting and other ancillary civil work of Median strip at Gopal Mukherjee Road (previously Suhrawardy Avenue) from Don Bosco Island to Seven Point Crossing under Br.-VI.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,86,624.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **03.10.2026 – 5 p.m.** Tender opened on: **05.10.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.09.2026 (6 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. Ch. Engineer (C)/SWM-I, KMC** invites e-Tender for following work:

NIT No.: KMC/SWM/RFP/ROAD/CON/26-27
Name of the Work: **Engagement of Consultant for Preparation, Examination and Finalization of DPR of RCC Two-Way Heavy-Duty Road at Dhapa area along the KMC's own 73 Hectare Land and upto Basanti Highway for Kolkata Municipal Corporation.** Project Cost (Including GST & CESS): **To be quoted by Bidder**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Time of Completion: **60 days.** Price of Tender paper: **Nil.** Bid submission start (online) date and time: **01.10.2026 – 2 p.m.** Bid submission closing (online) date and time: **09.10.2026 – 4 p.m.** Bid opening for technical proposal (online) date and time: **12.10.2026 – 3 p.m.** The tender documents will be available on and from **29.09.2026 (2 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/030/2026-27, Dated: 24.09.2026
Name of the Work: **Replacement of damaged wooden wall paneling (bottom portion) by wall tiles with related other civil works at IT Department 4th & 5th floor.** Estimated Cost: ₹ **1,59,691.00**. Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **21 days.**

(2) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/031/2026-27, Dated: 24.09.2026
Name of the Work: **Restoration of Beautification at Ornamental Road Divider on Kalighat Temple Road infront of Kalighat Temple Complex with Ornamental Painting at Entrance zone.** Estimated Cost: ₹ **1,20,466.00**. Earnest Money: ₹ **2,450.00.** Period of Completion: **7 days.**

(3) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/032/2026-27, Dated: 24.09.2026
Name of the Work: **Repairing of damaged Ceiling Guniting Method with other ancillary work at Government Audit located in Room 230, 2nd Floor of C.M.O. Building.** Estimated Cost: ₹ **3,83,789.00**. Earnest Money: ₹ **7,700.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/033/2026-27, Dated: 24.09.2026
Name of the Work: **Restoration of damaged Sanitory and Plumbing Lines with ancillary civil works related with SUH at 2nd, 3rd & 4th Floor of KMC Building at 242, Kalighat Road.** Estimated Cost: ₹ **4,97,943.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(5) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/034/2026-27, Dated: 24.09.2026
Name of the Work: **Retrofitting of the Undulation floor surface of Ante Chamber of Mpl. Commissioner at First Floor of C.M.O. Buildings.** Estimated Cost: ₹ **4,97,772.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(6) NIT No.: KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/035/2026-27, Dated: 24.09.2026
Name of the Work: **Supplying, fitting and fixing of window curtains at PWC Room and Cubicles at 4th Floor, IT Department.** Estimated Cost: ₹ **1,26,066.00**. Earnest Money: ₹ **2,550.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **06.10.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **28.09.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/EE(PS)/PAINT_PUB/26-27 (1st Call) published in this Newspaper on **16.09.2026** (Key No. 505/26-27) of **Parks & Squares Department.** Last date and time of submission of Bid will be read as **05.10.2026 at 1 p.m.** instead of 24.09.2026 at 1 p.m. Bid opening date for Technical proposals (online) will be read as **07.10.2026** instead of 26.09.2026 at 2 p.m. Other terms and conditions remain unchanged.

(1) NIT No.: LTG/63/36/V/Z-II/26-27, (2) NIT No.: LTG/ 64/37/V/Z-II/26-27 published in this Newspaper on **15.09.2026** (Key No. 407/26-27) of **Electrical/Lighting/ Z-II Department** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid will be read as **05.10.2026 upto 6 p.m.** instead of 23.09.2026 upto 6 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). Other terms and conditions remain unchanged.

NIT No.: XI/113/018/2026-27/R published in this Newspaper on **15.09.2026** (Key No. 499/26-27) of **Engineering (Civil)/Br.-XI Department** (For Sl. No. 2). Last date and time of submission of Bid will be read as **28.09.2026 – 5 p.m.** instead of 22.09.2026 – 5 p.m. Date and time of opening of Bid will be read as **30.09.2026 – 5 p.m.** instead of 24.09.2026 – 5 p.m. All other criteria will remain same.

NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/250 (1st Call) published in this Newspaper on **17.09.2026** (Key No. 509/26-27) of **Roads Department**. Last date and time of submission of Bid will be read as **07.10.2026 – 12 Noon** instead of 23.09.2026 – 12 Noon. Other terms and conditions remain unchanged. **(533/26-27)**

ভারতীয় বিমানপত্তন প্রাধিকরণ
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
(শিডিউল-'এ' মিনি রত্ন ক্যাটাগরি-১ পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ)
রাজীব গান্ধী ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর, নতুন দিল্লি-১১০০৩

চুক্তিভিত্তিক ভিত্তিতে এএআই-তে পরামর্শক হিসেবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসারদের নিয়োগ

(Advt. No. 14/2026/CHQ/SSCOs)

১. এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসারদের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করছে। বিভিন্ন জয়েন্ট ইউজার ডিফেন্স এয়ারফিল্ড / বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসেস ইউনিট-এর কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এক বছরের চুক্তির ভিত্তিতে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।

২. স্থান-ভিত্তিক পদের বিবরণ, সর্বোচ্চ বয়সসীমা, শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, আবেদনের বিন্যাস এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি বিজ্ঞপ্তি নংঃ 14/2026/CHQ/SSCOs দেখুন। এই বিজ্ঞপ্তিটি এএআই-এর ওয়েবসাইট **www.aai.aero→Career→Recruitment Dashboard**।

৩. কোনো সংশোধনী বা সংযোজনী এবং পরবর্তী যেকোনো তথ্য শুধুমাত্র উল্লিখিত ওয়েবসাইটেই প্রকাশ করা হবে।

৪. **১৭.০৯.২০২৬** তারিখ থেকে আবেদন করা যাবে এবং আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ হলো **১১.১০.২০২৬**।

CBC 03111/11/0008/2627 **N-03/2026-27(CC)**

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের আগে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন

ফের রো-কো ঝড়ের অপেক্ষায় তিরুবনন্তপুরম

সংবাদ সংস্থা, তিরুবনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ রবিবার তিরুবনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম ওয়ানডে ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়া নেটে কঠোর অনুশীলন করেছে। অনুশীলনের সময় ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম প্রধান তারকা বিরাট কোহলিকে মিডল-অর্ডার ব্যাটার ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ারের অনুপস্থিতিতে এই সিরিজের জন্য দলে ফিরেছেন ঋতুরাজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের এই সিরিজের প্রথম ওয়ানডেটি রবিবার শুরু হবে। এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া ভারতীয় পুরুষ দলের সঙ্গে বেশ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড় থাকায়, এই সিরিজে নিজেদের দলের সমন্বয় বা কম্বিনেশন আরও নিখুঁত করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছে টিম ইন্ডিয়া। অনুশীলন সেশনে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন অধিনায়ক শুভমন গিল, কেএল রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, রোহিত শর্মা, নীতিশ কুমার রেড্ডি, কুলদীপ যাদব এবং রবীন্দ্র জাদেজা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫ জয়ের পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজের মতোই, এই সিরিজটি ওয়ানডে-বিশেষজ্ঞ তারকা রোহিত শর্মা এবং

বিরাট কোহলির ভারতীয় জার্সিতে বহু-প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হতে চলেছে। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ওয়ানডে সিরিজে ভারত ১-২ ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল। ওয়ানডে ক্রিকেটে রোহিত ভারতের হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ও সেঞ্চুরিয়ান। তিনি ২৮৮টি ম্যাচ ও ২৮০টি ইনিংসে ৪৮.৯৫ গড়ে ১১,৮৯৫ রান করেছেন, যার মধ্যে ৩৪টি সেঞ্চুরি ও ৬২টি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে। অন্যদিকে, বিরাট কোহলি ৩১৪টি ওয়ানডে ও ৩০২টি ইনিংসে ৫৮.৫৯ গড়ে ১৪,৯৪১ রান করেছেন তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৫৪টি সেঞ্চুরি ও ৭৯টি হাফ-সেঞ্চুরি। তিনি অন্যতম সেরা এবং সম্ভবত সর্বকালের সেরা ওয়ানডে ব্যাটার হিসেবে বিবেচিত হন। রান-চেজ বা লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের ক্ষেত্রে তাঁর রেকর্ড অসাধারণ ১১১টি ম্যাচ ও ১০৫টি ইনিংসে ৮৯.০৭ গড়ে তিনি মোট ৬,২৩৫ রান করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ২৪টি সেঞ্চুরি ও ২৯টি হাফ-সেঞ্চুরি।চলতি বছর ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরাট ছয়টি ইনিংসে ৬৪.০০ গড় ও ১০৬-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ৩৮৪ রান করেছেন এর মধ্যে রয়েছে একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি। অন্যদিকে রোহিতের পারফরম্যান্সে কিছুটা উত্থান-পতন দেখা গেছে নয়টি ইনিংসে ৪২.১১ গড় ও ৯৯-এর বেশি স্ট্রাইক রেটে তিনি মোট ৩৭৯ রান করেছেন (যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ-সেঞ্চুরি অন্তর্ভুক্ত) এবং লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৩৮ রান ছিল তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস।

এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে সোনা ভারতের, ইতিহাস গড়লেন সুরুচি-কমলজিৎ

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ শুটিংয়ে সোনা জিতল ভারত। শুক্রবার ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনার পদক জিতলেন সুরুচি সিং ও কমলজিৎ। ফাইনালে মোট ৪৮৪.৬ স্কোর করে শুধু সোনা জয়ই নয়, নতুন এশিয়ান রেকর্ডও গড়েছেন ভারতীয় জুটি। চলতি এশিয়ান গেমসে এই নিয়ে দ্বিতীয় সোনা জিতল ভারত। এর আগে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতেছে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম ইভেন্টের ফাইনালে রুপো জিতেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সুহিয়ন হং ও গেউন চু জুটি। ৪৭৮.০ স্কোর করেন তাঁরা। অর্থাৎ, কোরিয়ান জুটির থেকে ৬.৬ পয়েন্ট এগিয়ে সোনা নিশ্চিত করেন ভারতের দুই শুটার। ইরান ৪১৫.৮ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জেতে। ম্যাচের শুরু থেকেই সুরুচি ও কমলজিৎ এগিয়ে ছিলেন। প্রথম সিরিজ শেষে দক্ষিণ কোরিয়ার থেকে ৪.৯ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল ভারত। দ্বিতীয় সিরিজে ব্যবধান কমে দাঁড়ায় মাত্র ১.২ পয়েন্টে। তবে চাপের মুখেও খেই হারাননি দুই ভারতীয় শুটার। ক্রমাগত হাই স্কোর করে ফের ব্যবধান বাড়াতে শুরু করেন তাঁরা। ১৮তম শটে ইন্দোনেশিয়া চতুর্থ হয়ে ছিটকে যাওয়ার পরে ভারত ৫.৮ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। এর ঠিক দু'টি শট পরেই সেই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ৭.১ পয়েন্টে। শেষ দুই শটে ৭.২ পয়েন্টের লিড নিয়ে নামেন সুরুচি ও কমলজিৎ। পেনাল্টিমেট শটে সুরুচি ১০.৫ এবং কমলজিৎ ৯.৫ স্কোর করলেও ভারতের লিড কমে দাঁড়ায় ৬.২ পয়েন্টে। শেষ শটে সুরুচি ১০.৮ স্কোর করে ভারতের সোনা নিশ্চিত করেন। ফাইনাল শেষে ভারতীয় জুটির মোট স্কোর দাঁড়ায় ৪৮৪.৬। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ভারতের জন্য এটি ছিল শেষ পদকের সুযোগ। ব্যক্তিগত ইভেন্টে অবশ্য সুরুচি ও কমলজিৎ, দু'জনেই হতাশ করেন। কমলজিৎ ব্যক্তিগত ইভেন্টের বাছাই পর্বে নবম হয়ে ফাইনালে জায়গা করতে পারেননি। সুরুচি শেষ করেন ২৬ নম্বরে। পুরুষ ও মহিলাদের দলগত ইভেন্টেও পদক আসেনি। তবে মিক্সড টিম ইভেন্টে সেই হতাশা কাটিয়ে এশিয়ান রেকর্ড-সহ সোনা জিতলেন তাঁরা। এশিয়াডে ভারতের পদক তালিকায় আরও একটি সোনালি অধ্যায় যোগ করলেন সুরুচি ও কমলজিৎ।

সাত্ত্বিক-চিরাগের অপ্রত্যাশিত বিদায়!

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসে একাধিক সাফল্যের উলটো পিঠে একের পর এক ধাক্কা। যে ইভেন্টগুলোতে ভারতের সোনা একপ্রকার বাঁধা বলে মনে করা হয়েছিল, সেখানেই জুটল চরম হতাশা। হাংঝাউ গেমসের চ্যাম্পিয়নরা এবার জাপানের আইচি-নাগোয়ায় চূড়ান্ত ব্যর্থ। সেই তালিকায় এবার নবতম সংযোজন ব্যাডমিন্টন তারকা সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি। পুরুষদের ডাবলসে গতবারের সোনাজয়ীরা প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন। এই অপ্রত্যাশিত

বিদায় ভারতের সোনা হাতছাড়া হওয়ার তালিকাকে আরও কিছুটা লম্বা করল! কয়েকদিন আগেই দলগত ইভেন্টের সেমিফাইনালে চিনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জুটিকে হারিয়েছিলেন। সাত্ত্বিকের কাঁধের চোট সারিয়ে ফেরার পর সম্প্রতি চায়না মাস্টার্সও জেতেন। আত্মবিশ্বাস ছিল তুঙ্গে। অথচ সেই ফর্ম ধরে রাখা গেল না। শুক্রবার বিশ্বের পাঁচ নম্বর সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটিকে হারিয়ে দিলেন থাইল্যান্ডের পক্কপন থিরারতসাকুল এবং পিরাচাই সুখফুন। এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ের লড়াই। থাই জুটির র‍্যাঙ্কিং ৩৬। কিন্তু খেলার ফল ২১-১২, ১৯-২১, ১৪-২১। প্রথম গেম সহজে জিতলেও, পরের দুটিতে বাজিমাত করে থাইল্যান্ড। নেটের ধারে থাই জুটির নিয়ন্ত্রণ ছিল দেখার মতো। গতির কাছে হার মানে ভারতীয় জুটি। নিজেদের সিগনেচার স্ম্যাশ মারার জায়গাই পাননি গতবারের সোনাজয়ীরা। এই থাই জুটির বিরুদ্ধে আগের তিন সাক্ষাতেই এসেছিল সাফল্য। এবার সেই রেকর্ডও ভাঙল। গেলবারের গেমসে ২৮টি সোনা-সহ মোট ১০৭টি পদক জেতে ভারত। কিন্তু এবার একের পর এক খেতাব হাতছাড়া হচ্ছে। অশ্বারোহণের দলগত ড্রেসাজ ইভেন্টে গতবার সোনা এসেছিল। এবার হৃদয় ছেদা, শ্রুতি ভোরাদের নতুন দল শেষ করেছে চতুর্থ স্থানে।

এশিয়াডে ৫০ মিটার রাইফেলে রুপো ভারতের

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ শুটিংয়ে সোনার লক্ষ্যে নেমে শেষ পর্যন্ত রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো ভারতকে। তবে পদক-খরা কাটিয়ে এশিয়ান গেমসে স্বস্তি ফেরালেন ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমার, নীরজ কুমার এবং রুদ্রাক্ষ পাটিল। শুক্রবার আইচি প্রিফেকচারাল জেনারেল শুটিং গ্যালারিতে পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনসের দলগত ইভেন্টের ফাইনালে দ্বিতীয় হয়ে রুপোর পদক জিতলেন তাঁরা। ফাইনালে ভারতীয় দল মোট ১৭৬২-৯৪এক্স স্কোর করে দ্বিতীয় স্থান দখল করে। সোনা জেতে চিন, তাদের স্কোর ছিল ১৭৬৬-৯৫এক্স। দক্ষিণ কোরিয়া ১৭৫১-৮৭এক্স স্কোর করে ব্রোঞ্জ জেতে। ভারতীয়দের পারফরম্যান্সের শুরুটাই ছিল শক্তিশালী। নিলিং সিরিজে তারা ৫৮৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এর পর প্রোন সিরিজে আরও ৫৯৩ পয়েন্ট যোগ করে প্রথম দুই পজিশন মিলিয়ে ১১৮০ পয়েন্টে পৌঁছে যায়। স্ট্যান্ডিং সিরিজেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৫৮২ পয়েন্ট তুলে নেয় ভারত, যার ফলে মোট স্কোর দাঁড়ায় ১৭৬২-৯৪এক্স। এশিয়ান গেমসের শুরুতে পুরুষ ও মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে পদক না পাওয়ায় ভারতীয় শুটিং দলকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। তবে রাইফেল ইভেন্টে এই রুপোর পদক সেই হতাশা অনেকটাই কাটিয়ে দিল। ব্যক্তিগত ফাইনালে অবশ্য প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি ঐশ্বর্য ও নীরজ। ঐশ্বর্য হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে রুপোর পদক জিতেছিলেন। এ বার হাঁটু গেড়ে শুটিংয়ের প্রথম ১০ শটের পর তিনি তৃতীয় স্থানে ছিলেন। কিন্তু ফাইনাল এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ নীচে নেমে যান। নীরজের পারফরম্যান্স আরও হতাশাজনক ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি লিডারবোর্ডের একেবারে নীচের দিকে ছিলেন। ঐশ্বর্য মোট ৩২৭.৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। নীরজের সংগ্রহ ২৯৯ পয়েন্ট।

হলান্ডের জোড়া গোলে নরওয়ের দারুণ জয়

সংবাদ সংস্থা, ওসলো, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ নিজেদের মাঠে বৃহস্পতিবার নাটকীয় লড়াইয়ে ডেনমার্ককে ৩-২ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। 'এ' লিগের চার নম্বর গ্রুপের এই ম্যাচে শুরুতে অস্কার ববের গোলে এগিয়ে যায় দলটি। বিশ্বকাপে টানা চার ম্যাচে জালের দেখা পান হলান্ড। সেখানে গোল করতে পারেননি কেবল কোয়ার্টার-ফাইনালে, তার দলও ম্যাচটি জিততে পারেনি। এরপর, নতুন মরসুমে ক্লাবে ফিরে আবারও নিয়মিত গোল করা শুরু করেন তিনি, এবং সেই ধারাবাহিকতায় এবার ফের জাতীয় দলের হয়ে গোল করলেন। ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচের ১৪তম মিনিটে অস্কার ববের কোনাকুনি শটে এগিয়ে যায় নরওয়ে। এর চার মিনিট ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হলান্ড। সতীর্থের থ্রু পাস ডি-বক্সে পেয়ে দুরূহ কোণ থেকে প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শটে গোলটি করেন তিনি। দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার সাত মিনিটের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ডেনমার্ক। অসাধারণ এক ফ্রি কিকে রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে গোলটি করেন মিগেল দামসগোর। ৬০তম মিনিটে কাছ থেকে আরেকটি গোল করে সমতা টানেন রাসমুস হয়লুন। লড়াই জমে ওঠে দারুণ। তবে হলান্ডকে আটকাতে না পারায় খালি হাতেই ফিরতে হয় ডেনমার্ককে। ৭৪তম মিনিটে আরেকবার সতীর্থের পাস ডি-বক্সে দারুণ পজিশনে পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শটে ব্যবধান গড়ে দেন গোলমেশিন হলান্ড। জাতীয় দলের হয়ে ম্যানচেস্টার সিটি তারকার মোট গোল হলো ৬৪টি, ৫৬ ম্যাচে।

ফুটবলের ভালোর জন্য 'সঠিক সবকিছু' করার প্রতিশ্রুতি ইনফান্তিনোর

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ গত কয়েক মাস ধরে তুমুল সমালোচনার মধ্যে থাকা ইনফান্তিনো বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এসব কথা বলেন। বিশ্বজুড়ে বেশ কয়েকটি শীর্ষ জাতীয় ফেডারেশন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার রোষানলে পড়েছেন ইনফান্তিনো, যার মধ্যে রয়েছে উয়েফা, এএফসি এবং কনক্যাকাফ। বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের ২০ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার একটি পরিত্যক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর তোপের মুখে পড়েন ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ফিফার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ইনফান্তিনো। এই চুক্তিটির মূল্য আনুমানিক ৪.২ বিলিয়ন ডলার হতে পারত, যার ফলে উয়েফা এবং কনক্যাকাফসহ অন্যান্যরা ইনফান্তিনোকে অপসারণের আহ্বান জানায়। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে গত সপ্তাহে, ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যখন ইনফান্তিনোকে বিশ্বকাপের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারী আনার পরিকল্পনা এবং এবারের বিশ্বকাপে মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারাইন বালোগনের লাল কার্ড বাতিল করার বিতর্কিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত সমস্ত নথি প্রকাশ করতে বলে। বর্তমানে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত অ্যারাবিয়ান গালফ কাপ টুর্নামেন্টে থাকা ইনফান্তিনো আয়োজক দেশের প্রশংসা করেন এবং ফিফা কাউন্সিল ও সদস্য দেশগুলোকে পাঠানো তার একটি চিঠির কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি সংস্কার নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

ইনস্টাগ্রামে চিঠিটির প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'ইতিবাচক বার্তা' পেয়েছেন উল্লেখ করে ইনফান্তিনো খোলামেলা যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ''আগামী মাসে আমাদের ফিফা কাউন্সিলের বৈঠক আছে, তাই আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাব। আলোচনার একটি সংস্কৃতি থাকতে হবে, যেখানে পরস্পরের কথা শুনতে হবে এবং একে অপরকে সম্মান করতে হবে।'' কয়েকদিন আগে ইনফান্তিনো সংস্কার প্রস্তাব দেওয়ার পর শুরু মনে করা হয়েছিল, পুনরায় অনেকে সদস্য সংস্থার আস্থা পেতে পারেন তিনি। কিন্তু হয়েছে উল্টো। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন এবং ওয়েলসের ফুটবল কর্মকর্তারা বলছেন, এই সংস্কার প্রস্তাব ফিফার নেতৃত্বের গভীরতর সমস্যাগুলোর সমাধান করবে না। জার্মানির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বার্নড নয়েনডফ তো সরাসরিই বলেছেন, আগামী মার্চের নির্বাচনে জিততে এখন কৌশল হিসেবে সংস্কারের কথা বলছেন ইনফান্তিনো। ইনফান্তিনো অবশ্য সামাজিক মাধ্যমের বার্তায় দাবি করলেন, ফুটবলের ভালোর জন্য মন থেকেই তিনি সংস্কারের কথা বলেছেন। ''এটি স্রেফ ইতিবাচক শিরোনাম তৈরি করার জন্য নয়, বরং খেলার জন্য যা সঠিক, এটি সেই বিষয়ে। উপযুক্ত কাজগুলি করার ব্যাপারে আমি আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফিফা সবসময় সক্রিয়। আমিও সবসময় সক্রিয় এবং শুনতে চাই, কীভাবে আমরা সর্বত্র সকলের কল্যাণে ফুটবলের আরও প্রসার ঘটাতে পারি।''

শেষের গোলে জার্মানির বিপক্ষে হার এড়াল ডাচরা

সংবাদ সংস্থা, আমস্টারডাম, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ নেশন্স লিগের নতুন আসরের উদ্বোধনী দিনে 'এ' লিগের দুই নম্বর গ্রুপের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আমস্টারডামের ইয়োহান ক্রুইফ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে ফিলিক্স মেচার গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৯২তম মিনিটে সমতা টানেন হাকপো। এই ম্যাচ দিয়ে দুই দলের ডাগআউটে পথচলা শুরু হলো দুই কোচ জার্মানির ইয়ুর্গেন ক্লপ ও নেদারল্যান্ডের জাভি হার্নান্দেজের। ম্যাচে প্রায় ৫৪ শতাংশ পজেশনে রেখে গোলের জন্য ২২ শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে নেদারল্যান্ডস, ৯টি ঠেকিয়ে দেন জার্মান গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। জার্মানির ১০ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। দুই দলের জন্যই শঙ্কার খবর, প্রথমার্ধে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন জার্মানির কাই হাভার্টজ ও নেদারল্যান্ডসের ব্রায়ান ব্রবি। ত্রয়োদশ মিনিটে কর্নারে হেডে জার্মানির জালে বল পাঠান

ডাচ অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক। কিন্তু ভিএআরের সাহায্যে গোল দেননি রেফারি, ফাউলের শিকার হয়েছিলেন টের স্টেগেন। ৩২তম মিনিটে এগিয়ে যায় জার্মানি। বক্সে জটলার ভেতর কাছ থেকে বল জালে পাঠান মেচা। প্রথমার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর দারুণ এক সুযোগ হারান কারিম আডেইয়েমি। কাছ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে উড়িয়ে মারেন এই মরসুমে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া উইঙ্গার। বিরতির পর ডাচরা চাপ বাড়ায়। কয়েকবার গোল পাওয়ার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায় তারা কিন্তু জার্মানির নতুন এক নম্বর গোলরক্ষক টের স্টেগেন বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত সেভ করে দলকে রক্ষা করেন। অবশেষে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় আয়োজকরা। ৮৩তম মিনিটে বদলি নামা রুবেন ফন বোমেল বাঁ দিক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অসাধারণ এক ক্রস দেন বক্সে এবং ছুটে গিয়ে প্রথম স্পর্শে চমৎকার ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন হাকপো। এই ম্যাচ দিয়েই জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় ফন বোমেলের। তার পরিবারের তৃতীয় সদস্য হিসেবে নেদারল্যান্ডসের হয়ে খেলার গৌরব অর্জন করলেন তিনি এর আগে তার বাবা মার্ক ফন বোমেল, বর্তমানে যিনি বেলজিয়ামের কোচ এবং দাদা বের্ত ফন মারভিক জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন।

ফেলিক্সের গোলে জয়ে শুরু পর্তুগালের

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ লিসবনে বৃহস্পতিবার ১-০ গোলে জিতে উয়েফা নেশন্স লিগের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করেছে জর্জে জেসুসের দল। 'এ' লিগের চার নম্বর গ্রুপের ম্যাচে ৬০ শতাংশের বেশি সময় পজেশন রেখে গোলের জন্য ২৩ শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে পর্তুগাল। ওয়েলসের পাঁচ শটের একটিই লক্ষ্যে ছিল। ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগটি পান রোনাল্ডো। ফেলিক্সের থ্রু পাস ডি-বক্সে পেয়ে কোনাকুনি শট নেন তিনি, কিন্তু তা লক্ষ্যে ছিল না। কিছুক্ষণ পর আবার সুযোগ আসে পর্তুগাল অধিনায়কের সামনে, এবার তার শট প্রতিপক্ষের একজনের পায়ে লেগে বাইরে যায়। ২২তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় পর্তুগাল। ডি-বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে নিচু শট নেন আল নাসরে ফরোয়ার্ড ফেলিক্স, বল প্রতিপক্ষের একজনের পা ছুঁয়ে জালে জড়ায়। জাতীয় দলের হয়ে ফেলিক্সের গোল হলো ১৩টি, ৫৮ ম্যাচে। ৪০তম মিনিটে ফেলিক্সের আরেকটি পাস ডি-বক্সে দারুণ

পজিশনে পান রোনাল্ডো। কিন্তু যথেষ্ট জোরে শট নিতে পারেননি তিনি। ঝাঁপিয়ে বল ধরতে তেমন বেগ পেতে হয়নি গোলরক্ষককে। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে অবিশ্বাস্য একটি মিস করেন রোনাল্ডো! ডান দিক থেকে রুবেন নেভ্স ছয় গজ বক্সের মুখে অধিনায়কের উদ্দেশ্যে দারুণ এক ক্রস বাড়ান, গোলরক্ষক বেশ খানিকটা সরে থাকায় রোনাল্ডোর সামনে তখন ফাঁকা জাল। পা একটু ওপরে তুলে টোকা দেওয়ার চেষ্টায় বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড ১৪৬টি গোলের রেকর্ডধারী রোনাল্ডো এমন সুযোগ নষ্ট করে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। কিছুক্ষণ পর ব্রুনো ফার্নান্দেজের থ্রু পাস ডি-বক্সে পেয়ে দারুণ শটে বল জালে পাঠান রোনাল্ডো তবে তিনি অফসাইডে থাকায় ভিএআরে গোল মেলেনি। ৬৬তম মিনিটে রোনাল্ডো আরেকটি দুর্বল শট অনায়াসে আটকান গোলরক্ষক, এবং এরপরই ৪১ বছর বয়সি ফরোয়ার্ডকে তুলে নেন কোচ। পর্তুগিজদের একচেটিয়া আক্রমণের মাঝে প্রথম ৭৩ মিনিটে গোলের জন্য একটিমাত্র শট নিতে পারে ওয়েলস, সেটাও ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। তারাই ৭৪তম মিনিটে গোল পেতে পারতো তবে ব্রেনান জনসনের শট ক্রসবারে লাগলে বেঁচে যায় আয়োজকরা। বাকি সময়ে আরও চারটি শট নেয় ওয়েলস কিন্তু একবারও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের পরীক্ষা নিতে পারেনি তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্য দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com